বোঝাবার ভুল।

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত)

রচয়িত্রী ঃ—

শ্রীমতী কুমুদিনী বসু।

সন ১৩৩৪।

মহালয়া।

প্রকাশক

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বসু

শ্রীবিকাশচন্দ্র বসু

৫০।১, রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট্

কলিকাতা

সন ১৩৩৪।৮ই আশ্বিন

মহালয়া

লেখিকার অন্য পুস্তক——“পূজার ফুল”

কবিতাগুচ্ছ সুন্দর এণ্টিক কাগজে ছাপা উৎকৃষ্ট

বাঁধাই, দৈনিক বসুমতী ও সন্ধ্যা প্রভৃতি

কাগজে উচ্চ প্রশংসা প্রাপ্ত, ভাষা

ও ভাব সহজ ও সরল।

প্রিন্টার

শ্রীঅমৃতলাল দত্ত

“অমৃতপ্রিন্টিং ওয়ার্কস্”

৯নং বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার,

কলিকাতা।

অর্পণ

মাননীয়

শ্রীযুক্ত রণেন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের

পবিত্র হৃদয়া পত্নী

শ্রীমতী সুলাজিনী দেবী (আমার মিলন)কে

এই ক্ষুদ্র বইখানি

অর্পণ

করিলাম।

[illegible] মিলন!

আমার বাল্য জীবনের আবলতাবল এতকাল পর ছেলে-মেয়েদের অত্যাধিক আগ্রহে **"বোঝবার ভুল"** নাম নিয়ে তোমার হাতে যাচ্ছে। জানি, ইহা তোমার গ্রহণ যোগ্য নয়। তবুও দিবার লোভ সাম্‌লাতে না পেরে ভালবাসার দান তুমি ফেল্‌বে না বলেই সাহস করলেম। তোমার ভালবাসার ঋণ যে শুধ্‌বার নয়, ভাই!

ইতি

তোমার **মিলন**

সুরেশ—বল, বল, সরলতা, বল, এখনও সময় আছে—

৬৫ পৃষ্ঠা।

বোঝবার ভুল।

এক

"বৌদি, আর কতদিন দাদার সঙ্গে এমন কর্‌বি, ভাই" ?

এক অভ্রভেদী অট্টালিকার দ্বিতলের কক্ষে বসিয়া দুইটী সুন্দরী কথোপকথন করিতেছিল। সরযূ করুণকণ্ঠে বলিল,—

"বৌদি, আর কতদিন দাদার সঙ্গে অমন কর্‌বি ভাই" ?

সরলতা প্রশ্নকারিণীর মুখের প্রতি সরল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া উত্তর করিল,—

"যতদিন বাঁচ্‌ব"।

সরযূ,—"বটে ! দেখ্‌ সরলতা, এইবার তবে তোর সঙ্গে আমার আড়ি, কিন্তু ; তোর সব ভাল, কেবল ঐ এক দোষে তোর সব গুণ ঢেকে যাচ্ছে, দেখ্‌তে পাচ্ছিস্‌" ?

এখানে বলা প্রয়োজন যে, সরযূ সরলতার চেয়ে বয়সে বড় ছিল। অপেক্ষাকৃত নরম সুরে সরলতা বলিল,—ঠাকুর ঝি, আজ তুমি আমার উপর রাগ করছ কেন, ভাই। কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া সরযূ বলিল,—

সাধে কি আর তোর উপর আমার রাগ হয়? তোর সব সহ্য হয়, কিন্তু তুই যে মিছামিছি আমার দাদার উপর বদ্ খেয়াল রাখিস্ ও কষ্ট দিস্ এবং নিজে কষ্ট পাস্, এ আমি কিছুতেই সইতে পারিনে, তোর ঐ দোষ যতদিন না যাবে, ততদিন আর তোর সঙ্গে আমি কথা কইব না। বলিয়া সরযূ জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব; এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সরলতা সরযূর হাত ধরিয়া কাতরস্বরে বলিল,—

শুন ঠাকুব ঝি, তোমরা আমাকে কি জন্য দোষী কর,—কি জন্য কথা বল্‌তে বল্‌তে মুখ ভার কর, সত্য বল্‌তে কি আমি কিছু বুঝ্‌তেই পারি না!

সরযূ—তা বুঝ্‌তে পারবে কেন, দিন দিন বয়স কম হচ্ছে যে। সরলতা এক মুহূর্ত্ত কি ভাবিয়া বলিল,—

আচ্ছা, তোমায় একটি কথা জিজ্ঞাসা করি। তুমি যদি সত্য করে উত্তর দাও, তবে বলি; বল, আমায় সত্য উত্তর দেবে?

মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে সরযূ বলিল,—

আহা! হা! না। আমি সত্য করে বল্‌ব না। এখন কি বল্‌বি বল্‌ছিলি, বল।

সরলতা—আচ্ছা, ভাই, তুমি কি আমায় যথার্থই ভালবাস।

একগাল হাসিয়া সরযূ উত্তর দিল,—

মজার কথা শোন, ভালবাসি কি না বাসি, অত জানিনি। দেখ্‌তে পাওনা? এই বলিয়া সরযূ আদর করিয়া সরলতাকে একটি ছোট কিল মারিল।

সরলতা—ভাই, আজ আমি তোমায় একটি কথা বলি, তোমায় শুন্‌তে হবে। সরলতার স্বর কতকটা দৃঢ়তা ব্যঞ্জক। সে সমস্ত কিছু লক্ষ্য না করিয়া সরযূ পূর্ব্বের মত হাসিতে হাসিতে বলিল,—

অত ভূমিকায় কাজ নাই, বল্‌না কি বল্‌বি।

সরযূ আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে সরলতার সদ্য বিকসিত কমলের মত মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। একটু মনের কোণে ঠাঁই দিতে পারিল না যে, এই মুখে আজ যে ভীষণ কথা উচ্চারণ করিবে, তাহার শেষ ফল কত অগ্নি উদ্গীরণ করিবে!

সরলতা পূর্ব্বের মতই বলিল—

আমার উপর রাগ করবে না, আগে বল, তবে বলি।

সরযূ—তোর উপর রাগ করবার ঢের কারণ আছে, রাগ করবনা ত কি? এখন কি কথা বল্‌বি বল্‌ছিলি, বল্‌।

বোঝবার ভুল

সরলতা মেজের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া স্থির ভাবে কি যেন একটু চিন্তা করিল, তারপর সরযূর মুখের প্রতি শান্ত অথচ দৃঢ়তা ব্যঞ্জক দৃষ্টিপাত করিয়া ধীরে ধীরে বলিল—

ঠাকুর ঝি, ভাই, তোমার দাদার একটি বে দাও।

সরযূ ডান হাত দিয়া সরলতার ওষ্ঠ নাড়া দিয়া কথাটা তাচ্ছিল্যের সহিত উড়াইয়া দিবার ইচ্ছায় একগাল হাসি হাসিয়া বলিল—

এই বই ত আর কিছু নয়, ওমা! আমি ভেবে ছিলাম আরও না জানি কত কি। তার আর কি, এখনি দাদার সাতটা বিয়ে দিয়ে আনব। তুই বুঝি ভেবেছিস্, তুই ভিন্ন দাদার আমার আর গতি নাই; লোকে কথায় বলে—

"বেঁচে থাকুক চুড়া বাঁশী,
কত শত মিলবে দাসী।"

দাদার আবার বের ভাবনা।

সরলতা সরযূর অবজ্ঞার হাসি ও কথার ছন্দ কতকটা বুঝিতে পারিয়া বেশ সহজ ও সরল ভাবে বলিল—

"না ভাই, আমি তামাসা করি নাই, আমি সত্যই বলছি—

আমা হ'তে তোমার দাদা কখনই সুখী হবেন না, আমি তাঁকে কোনমতেই সুখী করতে পারব না।

শেষের কথা কয়টি বলিতে সরলতার সংযমের বাঁধ কে-

যেন হঠাৎ ভাঙ্গিয়া দিল। কে জানে, প্রাণের মধ্যে কেন যেন তুমুল আন্দোলন হইতে লাগিল, চক্ষু জলে টস্ টস্ করিতে লাগিল। সরলতা তাড়াতাড়ি অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া চোখের জল নিবারণ করিল। সরযূ যদি সরলতার কথা উপেক্ষার সহিত না লইয়া, একবার এই সংসার জ্ঞানহীনা বালিকার কুটিলতা শূন্য মুখের প্রতি চাহিলে, দেখিতে পাইত— অলক্ষিতে উচ্ছ্বসিত উত্তাল তরঙ্গের এক আঘাতেই সম্মুখস্থ মৃণাল তন্তু ছিন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে, কিন্তু সে দিকে সরযূর আদৌ লক্ষ্য ছিল না। তাই পূর্ব্ববৎ অবজ্ঞার ভাবেই একটু একটু টেনে টেনে বলিল,—

তার—প—র, ঠাক্রুণ, আ—প—না—র আর কিছু ব—ল্‌-বার আছে ?

ইতিমধ্যে সরলতা নিজে অনেকটা সামলাইয়া লইয়াছিল এবার প্রফুল্ল মুখে শান্তভাবে উত্তর দিল।

না ভাই ,আর কিছু বল্‌বার নেই, যা বল্‌বার তা— বলেছি।

সরযূ হাসিতে হাসিতে সরলতার নাকের নোলক ধরিয়া নাড়া দিয়া বলিল,—

এই ধর, দাদার বে দিলেম ; ওগো ভাল মানুষ, তারপর, তোমার—দশা কি—হবে ? অবশেষে শুয়ো—রাণীর ধান

বোঝবার ভুল

জানানি হবি সাধ হয়েছে নাকি? এত সাধও যায়! যা হোক, ভাই, আচ্ছা ঢলান্‌টা ঢলাচ্ছিস্, কিন্তু; তোর মত বুড়ো মাগীর আর কচি খুকিপনা সাজে না। দিন দিন কোথায় বুড়ো হ'তে চল্লি, আপনার ঘর কন্না সব বুঝে নিবি, না, আরো যেন তোর ছেলে মানুষি বেড়ে যাচ্ছে। এতদিন ছোট ছিলি, যা করেছিস্ সব সেজেছে। কিন্তু এখন সতের আঠার বছরের ধাড়ি হ'তে চল্লি, আর অমন ধারা ভাল দেখায় না।

এবার সরলতা সরযুর মুখের দিকে না চাহিয়া বলিল,—

বে দিলে তোমার ভাই শান্তি পাবেন, সুখী হবেন; তোমরাও দেখে সুখী হবে। আর আমি—আমিও নিশ্চিন্ত ও সুখী হ'বো। পাছে কেহ উপহাস করে সে জন্য আমি এতদিন এ কথা বল্‌তে সাহস করি নাই। তুমিও যেন আজ আমার কথা উপহাস করে উড়িয়ে দিওনা. আমি আন্তরিক বল্‌ছি।

এইবার সরযূ সরলতার গলার স্বরে যেন চম্‌কিয়া উঠিল এবং এক দৃষ্টে সেই শান্ত উজ্জ্বল মুখের দৃঢ়তা কতক বুঝিতে পারিয়া বলিল—

হাঁ, বৌদি, তুই পাগল হলি নাকি? বদ্ধ পাগল না হ লে, কেউ কি নিজের সতীন করতে চায়? তোর দেখ্‌ছি মতিচ্ছন্ন হয়েছে। সরলতা স্থিরভাবে বলিল,—

বোঝবার ভুল

না ভাই, আমি পাগল হইনি। আমি কখন তোমার কাছে মিথ্যা কথা বলেছি ?

সরযূ—ধন্যি মেয়ে বটে, জানিনি, ভগবান তোকে কি দিয়ে গড়িয়েছেন। সরলতা যেন হাসিমুখে বলিল,—

কেন ভাই, এতটা গুরুতর ভাব্‌ছ ? আমার মনেত কোন কষ্ট হচ্ছেনা। আচ্ছা একজনের কি দুটো বৈ হয় না ? এখন আমরা দুজন আছি, বেশ ত আর একজন এলে ভাল ছাড়া মন্দ হবেনা।

সরযূ একটু উত্তেজিতা হইয়া বলিল,—

দেখ্‌ সরলতা, তোর মনের ভাব আজও আমি বুঝ্‌তে পারলেম না, তুই সত্যিকরে বল দেখি, তোর কি যথার্থ ইচ্ছা যে, দাদার আর একটা বে হয় ? আমায় সত্যি করে বল্‌তে হবে।

সরলতা বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ না করিয়া বেশ সহজ সরলভাবে উত্তর দিল—

হাঁ ভাই, আমি সত্যি করে বল্‌ছি, তুমি আজকেই মাকে বল, তিনি যেন শীঘ্র করে বে দেন।

সরযূ অবজ্ঞার ভাবে উত্তর দিল,—আচ্ছা থাম্‌, রক্ষা কর, আমিত আর তোর মতন ক্ষেপিনি। এখন ও সব বাজে কথা ছেড়ে দে, ওসব আর ভাল লাগেনা। আয় তোর চুল বেঁধেদি

এই বলিয়া সরযূ সরলতার এক রাশ চুল লইয়া বাঁধিতে বসিল।

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব। সরলতা মনে মনে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল, ভাবিল, যে কথা এতদিন বলিবার কোন সুযোগ হয় নাই, আজ ঘটনাস্রোতে কোন গতিকে মনের ভাণ্ডার থেকে শূন্য করেছি। যতই ভেবে দেখি, কেবলই মনে হয়, তাঁকে আমি ভালবেসে কোন দিনই সুখী করতে পারবনা; তবে কেন নিজ স্বার্থের জন্য তাঁকে সুখী হতে দোবোনা? কেন তাঁর কর্ম্মময় জীবন, আমার ন্যায় নগণ্যা একটা মেয়ে মানুষের জন্য অকর্ম্মণ্য হয়ে যাবে? তাঁর সন্মুখে শত শত কর্ত্তব্য; বিদ্বান তিনি, বুদ্ধিমান তিনি—ইচ্ছা করলেই সর্ব্ব প্রকার সুখ শান্তি ভোগ করতে পারেন। তবে কেন, সে সবে জলাঞ্জলি দিয়ে বিবর্ণ ও মলিন মুখে গৃহের কোণে আবদ্ধ থাকবেন? পুনরায় বে করলে, শান্তি পাবেন, প্রাণে নব উৎসাহ, নব কর্ম্ম প্রেরণা ফিরে আস্‌বে, জীবন স্বার্থক হবে, বংশের নাম উজ্জ্বল হবে—সেই আমার সুখ।

সরযূ ভাবিল, এটা নিশ্চই পাগল হয়েছে, নইলে মেয়েমানুষ হয়ে কখন এমন কথা মুখ দিয়ে বের করতে পারে! ওমা! কি সাংঘাতিক কথা, জলের মত বলে গেল! আচ্ছা, একি সত্যই ওর প্রাণের কথা? না, বিশ্বাস হয় না। আবার একদম

অবিশ্বাসই বা কি করে করি, এ পর্য্যন্ত যেরূপ ব্যবহার দেখ্‌ছি, তাতে আর একেবারে অবিশ্বাসই বা কি করে করি। ও মনে করেছে, এমন করেই দিন যাবে; ওরে হতভাগী, তা কখনও যায় না, কারোও যায় নি, দেখ্‌বি তোরও যাবে না, তখন কি হবে।

দুই

পদ্মপুকুরের মিত্র মহাশয় বেশ বড়লোক ছিলেন। দুই বৎসর হইল তাঁর কাল হইয়াছে। তেইশ বৎসরের পুত্র সুরেশচন্দ্র এক্ষণে পিতৃ সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী হইয়াছেন। সংসারে তাঁহার মা, ভগিনী সরযূ ও স্ত্রী সরলতা। সুরেশ চন্দ্র এখনকার কালে অত্যন্ত ভাল ছেলে, এইবার বি, এ, পরীক্ষা দিয়াছেন। কিন্তু তার মনে কিছুমাত্র সুখ নাই। ঘরে অমন সুন্দরী স্ত্রী থাকিতে এবং অতুল বিষয়ের একমাত্র মালিক হইয়াও তিনি দারুণ অসুখী। কারণ, যদিও তিনি সরলতাকে যথেষ্ট ভাল বাসিতেন, সরলতা কিন্তু তার ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ করিত না। গৃহিণীও বধুকে লইয়া অত্যন্ত অসুখী হইয়া ছিলেন, যখন তখন চোখের জল ফেলিতেন এবং বলিতেন, আমরা "এক বেগুন তাহাও মুনে বিষ হইয়াছে"। সকল সময় তিনি সরলতাকে কাছে বসাইয়া কত রকম বুঝা-

ইতেন; কিন্তু চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী। এ দিকে শাশুড়ীকে যতদূর সম্ভব যত্ন ও ভক্তি করিত, আপনার মার চেয়ে বোধ হয় বেশী ভালবাসিত। সরযূকেও মার পেটের বোনের মত ভালবাসিত। অন্য কোন দিক দিয়ে অতি বড় শত্রুও সরলতার এতটুকু দোষ ধরিতে পারিত না, কেবল এক দোষে সরলতা সকলের কাছে নুনে পোড়া হইয়াছে।

একদিন গৃহিণী দালানে বসিয়া মালা করিতেছেন, এমন সময় সরযূ আসিয়া মার কাছে বসিল। মেয়ের মুখের প্রতি চাহিয়া তিনি বুঝিলেন, সরযূ যেন কি বলিবে, তাই, মালা ছড়া কপালে স্পর্শ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কিরে, সরযূ!

সরযূ একটু ইতস্ততঃ করিয়া যেন অবাক হইয়া বলিল,—

মা, ওমা, শুনেছ? বউ আজ কি বল্‌ছিল্, জান? বলিয়া পুনরায় মার মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিল, তিনি কতকটা আশ্চর্য্য হইয়া তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। একটু থামিয়া মুখ খানা মলিন করিয়া কোনরূপে এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল—সে দাদার আর একটি বে দিতে বলে। তার ইচ্ছা, সে কেবল তোমার সেবা শুশ্রূষা করে থাক্‌বে। বলিতে বলিতে সরযূর চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল, তাড়াতাড়ি অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া আঁচলে চক্ষু মুছিল। সরলতার জন্য সরযূর প্রাণে শান্তি ছিলনা। সরযূ কতদিন সরলতাকে কত

করিয়া বুঝাইয়াছে, কত ভয় দেখাইয়াছে, আদর করিয়াছে, আবদার করিয়াছে, কিন্তু শত প্রকারে চেষ্টা করিয়াও তাহার ঐ খেয়ালের ঝোঁক দূর করিতে পারে নাই। তাই আজ মার কাছে বলিতে বলিতে তার কোমল হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল। যাহা হোক, মালা হাতে করিয়া গৃহিণী অনিমেষ নয়নে কিছুক্ষণ মেয়ের মুখের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। তাহার চাহনি দেখিয়া বোধ হইল, হয়ত সরযূ যাহা বলিয়াছে, তিনি ভাল শুনিতে পান নাই অথবা সরযূর এই সাংঘাতিক কথা তিনি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে কোন মতেই রাজি নন। অবশেষে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, কপাল আর কি! কিছুক্ষণ নীরবে অতীত হইল। শেষে গৃহিণী বলিতে লাগিলেন—

কে জানে বাছা, আমি কিছু বুঝ্‌তে পারি না। ও যে কি মনে করেছে, ওই জানে। এখনও যখন ওর মতি গতি ফিরল না, এরপর কিন্তু বাছাকে পস্তাতে হ'বে। যা হোক আমার কর্ত্তব্য আরও কিছুদিন দেখি। সুরেশ বেটা ছেলে ওর ভাবনা কি, বল। আহা, অমন রূপ যেন দিন দিন কালী হয়ে যাচ্ছে। সত্যিই আমার বড় ভাবনা হয় যে, বাছার কোন গুরুতর অসুখ না হয়, তা হ'লে বাঁচি। ও বই আমার আর নাই; যাই বল, ওর মুখ শুক্‌নো দেখ্‌লে আমার

যেন বুকের ভিতর শুকিয়ে যায়। ভগবান, বাছাকে সুখী কর, ওর প্রাণে শান্তি দাও। ওর হাসি মুখ না দেখ্‌লে আমার মরণেও শান্তি নাই। গৃহিণী "নারায়ণ" বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন।

সরযূ—হাঁ মা, বৌদির ও স্বভাব কি যাবে না? দিন দিন যে রকম ভাব দেখ্‌চি, তাতে যে স্বভাব শীঘ্র বদলাবে আমাদের তা বোধ হয় না। তোমার কি মনে হয়, মা? গৃহিণী,—কিবা মনে হয়, মা, আর কি বল্‌ব। মনে করি, সকলেত আর তেমন সেয়ানা হয় না; এখন ছোট আছে এরপর বড় হয়ে একটু জ্ঞান বুদ্ধি হ'লে সব ছেলে মানুষী সেরে যাবে। কিন্তু শোধরান দূরে থাকুক, যত বড় হ'চ্ছে দিন দিন আরও তত যেন বেশী হচ্ছে। ঘাড়ে যে কি ভূত চেপেছে, ওই জানে।

সরযূ উৎকণ্ঠিতা হইয়া বলিল,—

মা, দাদার মনে শান্তি নাই,—

ওই কি সুখ শান্তি পায়?

প্রায়ই দেখি, দাদা বসে বসে কি ভাবেন। সময় সময় এমনি বিষণ্ণ হয়ে বসে থাকেন যে, দেখ্‌লে বেশ ধারণা হয়, তাঁর মনে খুবই কষ্ট। গৃহিণী নিজেও পুত্রের এ সমস্ত ভাব বৈলক্ষণ অনেক দিন হইতে লক্ষ্য করিতে ছিলেন, আজ

সরযূর মুখে সেই সমস্ত প্রতিধ্বনি শ্রবণ করিয়া, অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন ; তাই একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন—

কষ্ট হয় কিনা, মা, সে আমি কি আর না বুঝি ; হাজার হোক, আমিত পেটে ধরে ছিলাম। মা, সময় সময় মনে হয়, আর চুপ করে থাকা ভাল নয় ; অমনি কর্ত্তে একলা থেকে থেকে ভেবে যদি বাছার একটা অসুখ বেসুখ হ'য়ে পড়ে তখন কি হবে। একবার মনে করি, না আর বে দিয়ে কাজ নাই, আবার ভাবি আমার সাত নয় পাঁচ নয়, ওর কষ্ট আমার সহ্য হয় না। হোলই বা দুইটা বউ। এরপর বউমার স্বভাব বদ্‌লায়, দুই বউ নিয়েই ঘর কর্‌বে। বে না দিয়ে বউয়ের এই ব্যবহার দেখব, আর বাছা আমার দিন দিন শীর্ণ হয়ে, দিন রাত মলিন মুখে সাম্‌নে বেড়াবে ; মা-হয়ে, তাই বা কি করে দেখি বল্‌ত ?

সরযূ মিনতি পূর্ণ নয়নে মার মুখের দিকে চাহিয়া অতি ধীরে ধীরে বলিল—

মা, সেটা কি উচিৎ হয় ?

গৃহিণী যেন একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—

কি করবো মা, আর ত উপায় নাই। সাধে কি আমি ওর সতীন এনে দিতে চাই ; তোরা হয়ত জানিস না, ও

আমার হৃদয়ের কতখানি দখল করে আছে। বলিতে বলিতে তাঁর গলার স্বর ভার হইয়া আসিল। তিনি আবার বলিতে লাগিলেন—

সুরেশের কথা মনে হ'লেই সরলতার কথা মনে হয়—সুরেশের মুখখানি মনে হ'লেই, সঙ্গে সঙ্গে সরলতার মুখখানা ভেসে উঠে।

পুত্র বৎসলা জননীর মনে বোধ হয় পুত্রের মলিন মুখের ছায়া দেখা দিল, আবার বলিলেন—

তা হ'লে সুরেশ আমার উদাসীন হ'য়ে থাক্‌বে। 'মার কথা শুনিয়া সরযূর বুকের মধ্যে তোলপাড় করিয়া উঠিল অধোবদনে নিরুত্তরে বসিয়া সরলতার ভবিষ্যৎ জীবনের চিন্তা করিতে লাগিল।

এ দিকে সুরেশচন্দ্র মনের কষ্টে দিন কাটাইতেছেন। এখন পড়া শুনা কিছুই নাই, কেবল একলা চুপ করিয়া দিবা রাত্র কি ভাবেন। কেবলই মনে করেন, তাঁহার মত নির্গুণ বোধ হয় আর কেহ নাই, নচেৎ, সরলতা তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে কেন? বিবাহের পূর্ব্বে কত সাধের স্বপ্ন দেখিয়া ছিলেন কত সুখের আশায় হৃদয় বাঁধিয়া ছিলেন, কত নিশি জাগিয়া কত কল্পনা রাজ্যে ভ্রমণ করিয়া বাছা বাছা কল্পনা কুসুম তুলিয়া সাধের মালা গাঁথিয়া রাখিতেন, হায়! সে সাধে আজ বাজ পড়িয়াছে। সকল আশা আজ এককালীন ধূলিসাৎ হইয়াছে।

তাঁহার অমন সুন্দরী স্ত্রী থাকিতে আজ মর্ম্ম বেদনা কেন? ইহার চাইতে যদি তাঁহার বিবাহ না হইত সেও বরং ভাল ছিল, তাহা হইলে এ নিদারুণ মর্ম্ম যাতনা সদা সর্ব্বদা ভোগ করিতে হইত না; প্রাণে অশান্তির অনল প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিবা নিশি দগ্ধ হইতে হইত না। কি কুক্ষণে বিবাহ করিয়া শান্তির স্থলে অশান্তির অনল জ্বালাইয়াছেন, ইত্যাদি চিন্তা করিতে করিতে সুরেশ চন্দ্র উত্তপ্ত মস্তিষ্কে নির্জ্জনে বসিয়া রহিলেন।

এমন সময় সিঁড়িতে জুতার শব্দে সুরেশচন্দ্রের চমক ভাঙ্গিল। তিনি দেখিলেন তাঁহার সাধের ভগিনীপতি নরেন্দ্রনাথ। নিজেকে যথাসাধ্য সামলাইয়া সুরেশচন্দ্র যথাবিহিত সাদর সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন—

কে, নরেন বাবু! একি! আজ কোন্ দিককার চাঁদ কোন্ দিকে উঠ্‌লো! এতদিন বাদে বুঝি মনে পড়ল? যা হোক, আছ কেমন?

নরেন্দ্র প্রফুল্ল মুখে উত্তর দিলেন—

তোমাদের কাছে ত ভাই! চিরদিন বাঁধাই আছি, মনে না থাক্‌লে কি রকম করে এলেম, বল? ভায়া গরীবের একবার কোন খোঁজ নিয়ে ছিলেন? মানসিক অবস্থা নেহাৎ সরস নয়, বলিয়া সুরেশ ও প্রসঙ্গ আর অধিক দূর অগ্রসর না হয়, এই উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি বলিলেন—

যা'ক এখন চালাকি রাখ। এবার একজামিন কেমন দিলে?

নরেন্দ্র হাস্‌তে হাস্‌তে বলিলেন—

এই ধর অমনি এক রকম। এবার তেমন সুবিধা বুঝিনা, মনটা তখন বড়ই অন্য দিকে ছিল। মাথায়ই তখন বিশেষ ঠিক ছিল না।

সুরেশচন্দ্র সাধারণ ভাবে বলিলেন—

মাথা আবার বেঠিক হয়েছিল কেন? প্রত্যেক বার সম্মানের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসিতেছ, এবার ভাল না হবার কারণ কি? কিছু বুঝ্‌লেম না।

বিদ্রুপের মাত্রা একটু চড়াইয়া দিয়া নরেন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন—

এটাও আর বুঝ্‌তে পারলে না? ভগিনীটিকে যে নিজের কাছে রেখে দিয়েছ. তার আর কোন উচ্চ বাচ্য নাই, সেটা বুঝি মনেই হয় না।

অন্য দিন হইলে এরূপ বিদ্রূপ করিয়া নরেন বাবু অত সহজে অব্যাহতি পাইতেন না। কিন্তু আজ সুরেশচন্দ্র অন্তরে অন্তরে যে তীব্র জ্বালাময়ী দংশন প্রতি পলে অনুভব করিতেছেন, তাহাতে নরেন বাবুর এ সরস রসিকতায় কোন মতেই সায় দিতে পারিলেন না, মন বিদ্রোহ হইয়া উঠিল;

সেজন্য ভিতরে ভিতরে একটু কেমন বিরক্ত বোধ করিলেন। কিন্তু মুখে সহজে কিছু প্রকাশ করা সুরেশের স্বভাব বিরুদ্ধ; বিশেষতঃ নরেন যে সরযূর স্বামী, তাই নরেনের কথাগুলি যদিও অপ্রিয় এবং বর্ত্তমান অবস্থায় মুখ রোচক না হইলেও তিনি অতি কষ্টে গলাধঃকরণ করিয়া প্রসঙ্গ চাপা দিবার অভিপ্রায়ে যেন এক নিশ্বাসে বলিলেন—

এখন তামাসা রাখ, শারীরিক আছ কেমন বল দেখি? বাড়ীর সকলে কেমন আছেন, মা ভাল আছেন ত?

নরেন্দ্র—হাঁ, সকলেই ভাল আছেন। মা বলেন, তুমি অনেক দিন যাও নাই, একবার তোমায় যেতে বলেছেন।

এমন সময় বাড়ীর ভিতর হইতে মা সুরেশচন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সরযূ দাদাকে ডাকিতে আসিয়া দেখিল কে একজন দাদার সহিত কথা কহিতেছে। ভাল করিয়া দেখিবার জন্য দ্বারের পাশ হইতে উঁকি মারিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে সরযূর ক্ষুদ্র বুকখানি আনন্দে পূরিয়া উঠিল। সরযূ তাড়াতাড়ি ছুটিয়া পলাইয়া গেল। যাইবার সময় ব্যস্ততা বশতঃ আঁচলে বাঁধা চাবির গোছা দরজায় লাগিয়া শব্দ হওয়াতে নরেন্দ্রনাথ চাহিয়া দেখিলেন।

এতক্ষণ পরে নরেন্দ্রনাথ সুরেশচন্দ্রের মুখের পানে চাহিয়া দেখিলেন যে তাহার মুখ বড় বিষণ্ণ, কারণ বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন—

বোঝবার ভুল

সুরেশ, তোমায় যেন কিছু বিষন্ন দেখ্‌ছি, কারণ কি ভাই!

সুরেশচন্দ্র বেশ সরল ও স্পষ্ট ভাবে উত্তর দিলেন, কই, বিষণ্ণ হ'ব কেন? কিছুই ত হয় নাই।

নরেন্দ্র একটু হাসিয়া বলিলেন—

বৌদির খবর কি? বৌদি ভাল আছেন ত?

সুরেশচন্দ্র সহজ ভাবে উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইলেন না, উত্তর দিবার সময় চেষ্টা সত্ত্বেও গলার স্বর যেন একটু গম্ভীর হইয়া মুখের চেহারা পরিবর্ত্তন হইল; তিনি উত্তর দিলেন—

হাঁ, ভাল আছে। এ পরিবর্ত্তন নরেন্দ্র আদৌ খেয়ালে না আনিয়া বলিলেন—

চল ভাই, একবার মার সঙ্গে দেখা করে আসি। "এস" বলিয়া সুরেশচন্দ্র অগ্রবর্ত্তী হইলেন নরেন্দ্র তার অনুগমন করিলেন।

তিন

বৈকাল বেলা গৃহিণী দালানে বসিয়া মালা জপ করিতেছেন, সরযূ ও সরলতা তাঁহার নিকট বসিয়া আছে ; এমন সময় সুরেশচন্দ্র আসিয়া বলিলেন, মা, নরেন্দ্র এসেছে, শুনিবা মাত্র সরযূ ও সরলতা উভয়ে সেখান হইতে পলায়ন করিল। নরেন্দ্র আসিয়া গৃহিণীকে প্রণাম করিলে তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়া জামাতাকে বসিতে বলিলেন এবং সুরেশচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

নরেন কতক্ষণ এসেছে, আমায় খবর দাও নাই কেন ?

নরেন্দ্র—মা, আমি এই খানিক্ষণ এসেছি, আপনি কেমন আছেন ?

গৃহিণী—তুমি কেমন আছ বাবা ? আমার আর ভাল থাকা থাকি, তোমরা ভাল থাকলেই আমি ভাল থাকি। এখন একমাত্র প্রার্থনা, যেন তোমাদের কোন রকম করে ভালয় ভালয় রেখে যেতে পারি। আর বাছা সংসারে প্রবৃত্তি নাই।

নরেন্দ্র,—কেন মা, কি হয়েছে ? আপনি অমন কথা বলছেন কেন ?

গৃহিণীর মুখখানি একটু ভার হইল, হৃদয়ের চাপা দুঃখ

প্রকাশ হইবার উপক্রম হইল। তিনি মুখ নত করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—

আর বাছা, সে কথা আর কি বল্‌বো, বল। আমার যেমনি বরাত, তা না হলে, কোথায় একটা ছেলে, একটা বউ, তাদের নিয়ে সুখী হব, না বিধির বিড়ম্বনায় ঠিক তার উল্টো হ'লো।

আশ্চর্য্য হইয়া বিস্ময় পূর্ণ নেত্রে অতি ধীরে ধীরে নরেন্দ্র বলিলেন—

আমিও তাই ভেবেছি, এসে পর্য্যন্ত যেন মনে কেমন একটা খট্‌কা লেগেছে যে একটা না একটা কিছু হয়েছে। সুরেশ বাবুকে এবার কেমন মলিন দেখাচ্ছে। কি হয়েছে সব খুলে বলুন দেখি বলিয়া আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন।

গৃহিণী কতকটা হতাশভাবে বলিলেন,—

কি আর হবে বাবা! একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন তোমরা সুরেশের আর একটি বিয়ে দাও। এমন একটিও লোক পাই না যে তার সঙ্গে দু'দণ্ড পরামর্শ করি। ক'দিন মনে করছি তোমায় একবার ডেকে আনাই। আজ এসেছ ভালই হয়েছে। এখন তোমরা যা ভাল বিবেচনা কর একটা স্থির কর। বংশের মধ্যে ঐ একটি, ওর পাঁচটা না হ'লে বংশরক্ষা হবে কি করে?

নরেন্দ্র নাথ গৃহিণীর কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন এবং চারিদিকে চাহিয়া উদ্বেলিত হৃদয়ে ভাবিতে লাগিলেন এ কি কথা আজ মা বলচেন! নিজের কন্যার মত যিনি স্নেহ যত্নে আদরের প্রাচীরে সরলতাকে বেষ্টন করিয়া রাখেন, যে সরলতা এক দিনের জন্য চোখের অন্তরাল হ'লে যিনি অস্থির হন, দু'দিন অসুখ হ'লে যাঁর ভাবনার অবধি থাকেনা, সেই বৌয়ের পক্ষে এ কি নিদারুণ কথা আজ মার মুখে শুন্‌ছি! অমন সুন্দরী, অমন গুণবতী অমন সরলতার মূর্ত্তি, যার হৃদয় কেবল দয়া মায়ার আবাস স্থল, সেই সরলতা এমন কি অপরাধ করেছে যার উপযুক্ত দণ্ডের জন্য সুরেশ বাবুর দ্বিতীয়বার বিবাহ! যদিও নরেন্দ্রনাথ ইতিপূর্ব্বে সরলতার সম্বন্ধে কিছু কিছু শুনিয়াছিলেন, কিন্তু বিশেষ কিছু বুঝিতে পারেন নাই। মনে মনে ভাবিলেন কেন, সরলতার কি এখনই সন্তান হবার সময় গেছে। মা কেন সুরেশ বাবুর বে'র জন্য জিদ করিতেছেন। ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন,—

কেন মা, কি হয়েছে, সুরেশ বাবুর আবার বে দেবার কথা কি ব'লছেন!

এই "কেন"র উত্তর আজি আর কি দিব বাবা! গৃহিণীর গলার স্বর একটু ধরা ধরা হইল—চোখের পাতাও একেবারে শুষ্ক রহিল না, বোধ হয় তখন সরলা সরলতার

সদা হাস্যমাখা মুখখানি মানস পটে ভাসিয়া উঠিল, আবার পরক্ষণেই বোধ হয় তারই পাশে সুরেশচন্দ্রের চিন্তা ক্লিষ্ট মলিন মুখখানির ছায়া পড়িল, অমনি বলিলেন—আমি আর কি ক'রবো বাবা, এখনও যখন বউমার চৈতন্য হো'ল না, তাই মনে করছি সুরেশের আর একটি বে না দিলে আর চলে না, তুমি একটি ক'নে ঠিক কর।

একটু ইতঃস্তত করিয়া ধীরে ধীরে নরেন্দ্রনাথ বলিলেন—

মা, বে দেবার ইচ্ছা হ'লে ক'নের ভাবনা কি! কিন্তু এমন কি হয়েছে যে আবার বে দেবার কথা ভাবছেন? আমার মতে তাড়াতাড়ি করে বে দেবার আগে একবার ভাল করে বিবেচনা করে দেখ্‌লে হয় না?

গৃহিণী বলিলেন—

জান কি বাবা? প্রথম প্রথম আমি এ সব মোটেই আমলে আন্‌তেম না, মনে হ'তো, ছেলে মানুষ, বড় হ'লে শুধ্‌রে যাবে; কিন্তু এখন ত আর আমলে না এনে পারি না! বউ মা এখন আর ছোট নয়, আরও দেখ, সুরেশের মুখের দিকে না চেয়ে মা হ'য়ে চিরদিন তার মলিন মুখ দেখবো... সেই জন্য ভেবেছি একটা বে দি। আর সময় নষ্ট ক'রলে চলবে না। সত্যি সত্যি তুমি একটি ক'নে, ঠিক কর! আর

আমার কে আছে বল, কাকেই বা বল্‌বো, তোমার ভরসাই আমার ভরসা।

সুরেশ, ও ত কিছুই বোঝে না। আমি কি আর কিছু না বুঝি, মনে সুখ শান্তি নাই, ভেবে ভেবে বাছা আমার আধখানি হয়ে যাচ্ছে। সুন্দরী দেখে বউ আন্‌লেম, সেত ছেলের ছায়াও মাড়ায় না। এদিকে কিন্তু নিরীহ ভাল মানুষ, যতদূর শান্ত শিষ্ট হ'তে হয়! তা হ'লে ত আর ঘর চলে না। এখন আর নেহাৎ ছেলে মানুষটী নয় যে জ্ঞান নাই, কিছু বোঝে না, কি হবে। শুন্‌বে কি বাবা, সেদিন স্পষ্টই সরযূকে বলেছে যেন আমি সুরেশের আর একটি বে দি। কথা শুনে হাসি পায়, দুঃখও হয়। ইচ্ছা করে ওর সতীন করতে সাধ হয়েছে; ভাল, তাই হোক। গৃহিণী একটু বিষাদের হাসি হাসিলেন।

সরলতার মন্তব্য মার মুখে শুনিয়া সুরেশচন্দ্রের বুক শুকাইয়া গেল, প্রাণের মধ্যে একটা বিরাট হাহাকার অজ্ঞাতসারে ফুকারিয়া উঠিতে লাগিল। কোন প্রকারে নিজেকে সংযত করিয়া সুরেশচন্দ্র প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করিয়াই যেন বলিলেন—

মা, কেন বে বে করে অত ব্যস্ত হ'য়েছেন? আমি বে করব না।

উত্তর শুনিয়া গৃহিণী ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, বে

করবিনে, কেন ? বে না করে তোর মনে যা আছে তাই কর আমায় কাশী পাঠিয়ে দে, আমি তোদের সম্মুখ থেকে চলে যাই; তা হ'লে আর তোদের কোন কথায় থাক্‌বো না, কিছু দেখবো না। অবশেষে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—

তখনি ত জানি, যখন অসময়ে কর্ত্তা ফেলে গেছেন; আমার আরও বিস্তর দুঃখ এখনও বাকি আছে; না হলে, একটা বেটা একটা বউ নিয়ে কোথায় সুখী হ'বো, না মনের অশান্তিতেই দিন কেটে গেল। যে সুরেশ কখনও আমার কথার উপর একটা কথা বল্‌তে সাহস করে নাই, সেই বা কেন আজ অবাধ্য হ'বে। আমি আর কার দোষ দোব বল, সকলই আমার বরাৎ।

নরেন্দ্র—কেন মা, আপনি মিছামিছি মন খারাপ করেন, সুরেশ বাবু ত আপনার তেমন ছেলে নন।

গৃহিণী—না বাবা, তুমি থেকে আমার একটা বন্দোবস্ত করে দাও। নাতি পুতি নিয়ে সংসার করবার সাধ আমার খুব মিটেছে। এখন এ সংসার হতে পালাতে পারলে বাঁচি।

নরেন্দ্র—মা, আপনি কিছু মনে করবেন না। আমরা এখন পৃথিবীর কি বুঝি বলুন। সুরেশ বাবু আপনাকে দুঃখ

দিবার জন্য ও কথা বলেন নাই। আপনার ইচ্ছার উপর আর কেহ অমত করতে পারে না।

একে মনে সর্ব্বদাই অশান্তি, তার উপর একটী মাত্র কথা বলাতেই মার চোখের রুদ্ধ জলের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, সে জন্য আরও ম্রিয়মান হইয়া এতক্ষণ নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া

সুরেশ চন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন—

সরলতা, তুমি এতদিন যা করেছ, করেছ; আজ তোমার জন্যই মাকে কাঁদালেম! শেষে যতদূর সম্ভব নরম সুরে সুরেশচন্দ্র বলিলেন—

হাঁ মা, আপনার কথা কবে অবহেলা করেছি বলুন? তবে, এই বল্‌ছিলেম যে, একটা বউ নিয়ে জ্বলে যাচ্ছেন, কপাল দোষে সেটীও যে এই গোত্রের হবে না, তাই বা কে জানে? জ্বালার উপর নূতন জ্বালা স্বেচ্ছায় ডেকে আনা কেন।

গৃহিণী অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়া বলিলেন.—

এই ত তোর আপত্তি, সে আমি বুঝব। তোর সে ভাবনায় দরকার নাই। সুবোধ সুরেশচন্দ্র মাতার কথার উপর আর কোন উত্তর দিল না।

গৃহিণী—নরেন, সরযূর মুখে শুনেছি, তোমার একটি মাস-তুতো বোন আছে, দিব্যি নাকি তাকে দেখ্‌তে। সত্যি

যদি তাই হয়, লক্ষ্মী বাপ আমার, সেই মেয়েটীকে আমার বউ করে দাও।

নরেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন,—আপনি কেন অত করে বল্‌ছেন। আপনি যা বল্‌বেন, তাই হবে; বলেন ত সুরেশ বাবুকে সঙ্গে করে নিয়ে শোভাকে দেখিয়ে আনি। সুরেশ বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—তাকে দেখলে সুরেশ বাবুর নিশ্চয়ই পছন্দ হবে। সত্যি বল্‌তে কি মা, সে যেন আমাদের সাক্ষাৎ লক্ষ্মী; অমন মেয়ে বোধ হয় আপনি খুব কমই দেখেছেন। সে তার পিতা মাতার বড় আদরের; শোভা আপনার পুত্রবধূ হ'লে আপনি সুখী হ'তে পারবেন।

গৃহিণী—তা যেন হ'লো, কিন্তু বাবা! শুধু রূপ থাক্‌লে হয় না। রূপের সঙ্গে যদি গুণ না থাকে তা হ'লে রূপ মিছে; বিশেষ আমাদের গৃহস্থ ঘরে রূপের চেয়ে গুণের আদর বেশী। আগে গুণ, তার পর রূপ। এই দেখনা, তার সাক্ষী ঘরেই ত আছে। শুধু রূপ নিয়ে কি ধুয়ে খাব। রূপ গুণ দুই থাক্‌বে এমন বৌ কি আমার কপালে আছে। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া গৃহিণী বলিলেন—সে কপাল কি আমি করেছি।

নরেন্দ্র—মা, শোভা যদি আপনার বৌ হয়, তাহ'লে বলবেন, নরেন মিথ্যা কথা বলে নাই।

কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া গৃহিণী কি চিন্তা করিলেন, অবশেষে ধীরে ধীরে বলিলেন—আচ্ছা, দেখিয়ে আন।

সুরেশ বাবুর বুকের ভিতর দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সেখানে আর বসিয়া থাকা তাঁর পক্ষে অসহ্য হইল, তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন—এস নরেন বাবু! বাগানে বেড়িয়ে আসি।

চার

বাগানে বেড়াইতে যাইয়া সুরেশচন্দ্র অনেকক্ষণ একটি কথাও বলিতে পারিলেন না, এমন কি নরেন বাবুকে যে তিনি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন, তিনি সঙ্গে আছেন, তার সঙ্গে দু'একটা কথা বলা প্রয়োজন, সে সব ভুলিয়া গেলেন। নরেন বাবুর এরূপ ভাবে বেড়াইতে ভাল লাগিল না, কিছুক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে থাকিবার পর বিরক্তি বোধ করাতে কোন কথা না বলিয়া তিনি বাড়ীর মধ্যে চলিয়া আসিলেন। দৈবক্রমে সরযূকে অন্তরালে পাইয়া তাহাকে যাবার জন্য বলিলেন।

সরযূ—আমি ত আর এখানে থাক্‌তে আসি নাই। দাদার অবস্থা মার দুঃখ সবই দেখলে ত? সরলতাকে নিয়ে দাদার অশান্তির অবধি নাই, তাইত আমি এখানে রয়েছি; নইলে কি এতদিন আমি থাকি।

স্বভাব সিদ্ধ ভাষায় নরেন বলিলেন —

সেত বেশ জানি, ওগো, জানা আছে। তুমি না হ'লে দাদার একদিন চলে না, এই বলিয়া নরেন্দ্রনাথ হাসিতে লাগিলেন!

সরযূ একটু বিদ্রূপের ছলে বলিল—যাই বলনা কেন, ঘটক ঠাকুরের ঘটকালির খুব বাহাদুরি আছে বলতে হবে! মা বিয়ের নাম বলতে না বলতে ঘটক ঠাকুর একেবারে দ্বারে এসে হাজির, একটু বক্র দৃষ্টিতে নরেনের মুখের প্রতি চাহিয়া সরযূ পুনরায় বলিল—ঠিক যেন এই প্রতীক্ষায় ছিলে মনে হয়।

নরেন্দ্র যেন একটু বিব্রত হইয়া বলিলেন—না, না, তোমার মুখে এত বড় অনুযোগ আমি শুনতে রাজি নই। তুমি কি সত্যই মনে কর, আমার আন্তরিক ইচ্ছা তোমার দাদার আবার বে হয়, তা কখন নয়।

সরযূ এবার সুযোগ বুঝিয়া বেশ একটু ঝঙ্কারের সহিত বলিয়া উঠিল—যদি নয়, তবে মার মুখ থেকে বিয়ের নাম হ'তে না হ'তে ক'নে এনে দাও কেন? সরলতা এখন ছেলে মানুষ, সকলকার বুদ্ধি কি সমান হয়? ওর এখন সে প্রকার বিবেচনা শক্তি নাই, যখন ওর জ্ঞান বুদ্ধি হবে, তখন কি হবে বল দিকি? তখন যে কিছুতেই ভ্রম শোধরান যাবে না।

নরেন্দ্র চিন্তিত হইয়া বলিলেন—সেটা খুব সত্য কথা। আমি কি করব বল, মার ব্যাকুলতা দেখে মনে হ'লো, যদি সত্যই বে দিতে হয়, তা হ'লে শোভার মত মেয়ে আর কোথায়, তাই মার কষ্ট দূর করবার জন্য আমি শোভার কথা বলেছি। এখন তোমার কথা শুনে মনে হ'চ্ছে—ভারি অন্যায় কাজ করেছি।

সরযূ সরলতার জন্য ব্যথিতা হইয়া এবং নরেন বাবুর কৃত কর্ম্মে অধিক দুঃখিতা হইয়া দুঃখ বিজড়িত কণ্ঠে উত্তর দিল—অন্যে যে যা করে করুক, বের যোগাড় করে দেয় দিক; তাতে বড় বেশী আসে যায় না; কিন্তু তুমি যদি এর মধ্যে যোগ দাও, তা হ'লে কি মনে হয়, একবার ভাব দিকি! একটু থামিয়া পুনরায় বলিল—দেখ, পুরুষের বুদ্ধি নিয়ে স্ত্রীলোকের অন্তঃকরণ জান্‌তে যাওয়া মস্ত একটা বিড়ম্বনা। যাক, আচ্ছা তুমিই বুঝে দেখ, আজ সরলতা ছেলে বুদ্ধিতে অমন করছে, যখন সে বড় হয়ে নিজের দোষ বুঝবে, তখন কি এ কথা বলবেনা, যে জামাই বাবু আমার কত বড় শত্রুতা করে ছিলেন। এমন এক সময় ওর অবশ্য আস্‌বে. যেদিন স্বামীর জন্য ফের ওকে ব্যাকুল হতে হবেই। ও বড় শক্ত জিনিষ, ভগবান দত্ত বন্ধন কাটবার জো কি!

এতক্ষণ পর নরেন বাবু সরযূর কথা যেন বুঝিলেন এবং তাড়াতাড়ি বলিলেন—

সরযূ, আজ আমায় তুমি বাঁচালে। এখন মাকে কি বলি, তিনি ত যাবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে রয়েছেন।

সরযূ হাসিয়া বলিল—মাকে কি বল্‌তে হবে, তাও আমি শিখিয়ে দিব। ভাল, তাঁকে বল, মা, একটু ভেবে দেখুন, বউ এখন ছেলে মানুষ; বে ত মনে করলেই দিতে পারবেন। অন্ততঃ একটা বৎসর দেখে দেবেন, ও মেয়ে আমার হাতেই রইল—এ কথা বল্‌লে মা রাজি হবেন। আমাদের মনেও একটা প্রবোধ দিবার পথ থাক্‌বে। সরলতা ১৭ বৎসরের হলে কি হবে, ও এখন সরলা সংসার জ্ঞানহীনা স্নেহময়ী বালিকা; ওর জন্য আমার কি কষ্ট হয়, তোমায় কি বলব, আমার কিছু ভাল লাগে না। ভগবানের কৃপায় যদি ও বোঝে যে পরে ওর কি সর্ব্বনাশ হবে, তা হলে সব গোল মিটে যায়।

নরেন্দ্রনাথ হাস্য মুখে বলিলেন—আমার মন্ত্রীর কাছে মন্ত্রণা না নিয়ে কি বিপদেই পড়েছিলেম। এখন তবে মন্ত্রী মহাশয়া বিদায় দিন। বড় দেরী হয়ে গেল, বলিয়া হাসিতে হাসিতে সরযূর গালে একটা টোকা মারিয়া চলিয়া গেলেন।

সরযূ বাহিরে আসিয়া সরলতাকে খুঁজিতে লাগিল, সরলতাও এতক্ষণ সরযূর জন্য অপেক্ষা করিতে ছিল। দুই জনে জলখাবার খাইয়া অভ্যাস মত অন্দরের বাগানে

বেড়াইতে গেল। কিন্তু অন্যান্য দিনের মত সরযূ প্রাণ খুলিয়া হাসি তামাসায় যোগ দিতে পারিল না, কিসের একটা ছায়া যেন আজ নির্ম্মল আকাশ আবৃত করিয়াছে। সরযূ মনে মনে ভাবিতে লাগিল। সরলতা মনের আনন্দে সাজি ভরিয়া ফুল তুলিতে লাগিল। প্রত্যহ সেই সমস্ত ফুল টেবিলের উপর ফুল দানিতে নিজ হাতে সরলতা সাজাইয়া রাখিত। প্রাতে তার কাজ ছিল, ফুল তোলা এবং গৃহিণীর পূজার আয়োজন করা। সরলতা পূজার আয়োজন না করিলে সে দিন মার পূজার সময় বড় ব্যাঘাত হইত, সমস্ত দিন তাঁর ভাল যাইত না। এই অতি প্রিয় বধূটীর উপর গৃহিণীর আন্তরিক টানের অন্ত ছিল না, কিন্তু বধূর দুর্ভাগ্য এমন সোনার সংসারে দারুণ অশান্তির সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছে।

পিত্রালয়ে সরলতার এক মাত্র পিতা ব্যতীত আর কেহ ছিল না। সুরেশের পিতা মিত্র মহাশয় অনেক খুঁজিয়া, ছেলের কুল বজায় রাখিবেন বলিয়া, এই গৃহস্থ ঘরের এক মাত্র সুন্দরী কন্যাটীকে পুত্রবধূ রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিবাহের সময় সরলতা, মাত্র দ্বাদশ বৎসরের ছিল। সরলতার প্রতিমূর্ত্তি বধূটিকে পাইয়া কর্ত্তা গৃহিণী পরম প্রীত হইয়াছিলেন সরযূ প্রাণের সঙ্গিনী বৌদিকে পাইয়া বড় সুখী, সুরেশের পিসীমা আনন্দে আটখানা। সুরেশের তখন পাঠ্যাবস্থা

হইলেও সরলতার রূপ-আভা চোখের আবরণ যে ঈষৎ খুলিয়া না দিয়াছিল, এমন মনে করা যায় না, এবং সে কারণ অবসর ক্রমে মানসচক্ষে যে অসম্ভব অসম্ভব কল্পনা লহর ছুটিত না এমন কথা অস্বীকার করা যায় না। আরও যখন সরযূ এবং অন্যান্য সকলের মুখে নব বিবাহিতা পত্নীর হৃদয়ের কোমল প্রবৃত্তি সকলের পরিচয় পাইতেন তখন সুরেশচন্দ্রের মনে অভিনব ভাবের প্রাণ বিমোহন আশার জোয়ার ছুটিত। যাহা হো'ক, এই ভাবে আশা তরু রোপণ করিয়া সময় অসময়ে তাহার মূলে কল্পনা বারি সেচন করিয়া সুরেশ বাবুর কয়টী বৎসর অতীত হইল। ক্রমে তাঁহার বি, এ, পরীক্ষার সময় হইল। নবোদ্যমে দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া সময়ে পরীক্ষা শেষ করিলেন।

যে ভাব অবলম্বনে এই ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা রচিত হইল. সরলতার ঐ বিরুদ্ধ মত এত দিন কেহই লক্ষ্য করেন নাই, এমন কি সুরেশ চন্দ্রও বিশেষ কিছু মনে করেন নাই। পরীক্ষার পর হইতে সরলতার এই অস্বাভাবিক ব্যবহার সকলের কাছেই প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল, সুরেশচন্দ্রের প্রাণে অঙ্কুশ বিদ্ধ করিল। এত দিনের কল্পনায় সঞ্চিত আকুল পিপাসা সুরেশচন্দ্রের তরুণ হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া রহিল।

সরযূদের বাগান হইতে বাড়ীর ভিতরে আসিতে সন্ধ্যা হইয়া

গেল। দৈনিক নিয়মানুসারে শ্রীশ্রীলক্ষ্মী নারায়ণের পূজার কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। সরযূ ও সরলতা আরতি দর্শনান্তর মার নিকট আসিয়া দেখিল, তিনি সন্ধ্যা করিতেছেন, দুই জনে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। সন্ধ্যা আহ্নিক শেষ হইলে, সরলতা প্রত্যহ মার নিকট মহাভারত পাঠ করিত। মালা করিতে করিতে গৃহিণী বলিলেন—

সেইখানটা পড়ত মা, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ এসে কুন্তীকে বোঝাচ্ছেন, আর পাণ্ডব জননী কুন্তী শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন—এই বর দাও, ঠাকুর, যেন তোমায় না ভুলি; দুঃখ না দিলে তোমায় যে ভুলে যাব, তোমায় ডাকতে পাব না। আমায় সহ্য করতে ক্ষমতা দাও—ইত্যাদি বলিতে বলিতে গৃহিণীর চক্ষে জল ধারা বহিতে লাগিল, মহাভারত পাঠ হইতে লাগিল।

পাঁচ

সরযূর দিনগুলি বড় সুখে কাটে না। সরলতার চিন্তাই তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। কেবলি ভাবে কি করলে সরলতার এ ভ্রম দূর হয়, এ খেয়াল কেটে যায়। সরলতার জন্যই সংসারে আজ এ বিশৃঙ্খলা—দাদার মলিন মুখ,—মার মনে কষ্ট। কথন

বোঝবার ভুল

সরলতাকে কত প্রকারে বোঝায়, কখন ভয় দেখায়, কখন শাসন করে। কিন্তু কোন প্রকারে কৃতকার্য্য হয় না। কেন যে সরলতা এরূপ অন্যায় ব্যবহার করে, সরযূর বুদ্ধিতে কিছুতেই জোয়ায় না, তখনি সরলতার ভবিষ্যৎ চিন্তা তাহাকে ভীত করিয়া ফেলে, চোখের সামনে দুঃখের একখানা কাল যবনিকা ধীরে ধীরে নামিয়া আসে। আর সরযূ শিহরিয়া উঠে এবং বলে—দুর্ভাগিনি নারি! তোমার মস্তকে কিরূপ অশনি পতন হবে, এখন বুঝতে পারছ না, পরে হাড়ে হাড়ে বুঝবে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝবে। হাহাকার শব্দে আকাশ বিদীর্ণ করলেও তোমার কোন উপায় হবে না। যখন চিন্তা করিতে করিতে অবসাদ আইসে, তখন মনে করে সরলতা আমার কে, কেন তার জন্য আমার এত ভাবনা, এত মর্ম্ম যাতনা, কেন, তাকে একটু ভালবাসি বলে, তার সতীন হবে মনে করলে আমার অন্তরাত্মা কাঁদিয়া উঠে, আমি সহ্য করতে পারি না! অন্য কোন দোষ এতটুকু কোন দিন দেখতে পাই না। কেবল ঐ এক দোষ—কিন্তু মেয়ে মানুষের ঐ এক দোষেই যে সব গুণ নষ্ট করে। হ'লে কি হয় শান্ত শিষ্ট; মা'ও ত কম স্নেহ যত্ন করেন না, বোধ হয় আমার চেয়ে কোন ক্রমে ওকে কম ভাল বাসেন না। কিন্তু সে ভালবাসায় বংশ রক্ষার জন্য দাদার বে বন্ধ থাকবে না।

সামান্য মেয়ে মানুষ, কি করলে সকল দিক বজায় হয়, কেমন করে জান্‌ব—কে আমায় পরামর্শ দেবে। বাবার মৃত্যুর পর হইতে মা দাদার মুখ চেয়ে বেঁচে আছেন, সেই মার আর কি মনোকষ্ট; আচ্ছা, এক কাজ করলে হয়, পিসীমাকে আসবার জন্য গোপনে একখানা চিঠি লিখি না কেন? তিনি ত বৌ'দিকে খুব ভালবাসেন বৌ'দিও পিসীমার একান্ত বাধ্য, যদি তিনি এসে এই দুর্ব্বুদ্ধি বদলাতে পারেন, বা বিয়ে বন্ধ করতে পারেন, এই কথা মনে হতেই সরযূর প্রাণে যেন অলক্ষিতে একটা বল সঞ্চার হইল। রাত্রি তিন টার সময় অতিরিক্ত চিন্তা হেতু মস্তকের উত্তেজনায় সরযূ শয্যা ত্যাগ করিয়া টেবিলের নিকট বসিয়া পিসীমাকে পত্র লিখিল।

পত্র লেখা শেষ করিয়া সরযূ পুনরায় শয্যায় আসিয়া দেখিল, সরলতা গভীর নিদ্রায় নিমগ্না, সে মুখে একটুও চিন্তার রেখা নাই; সরযূ অনেকক্ষণ সরলতার চিন্তা শূন্য মুখ পানে চাহিয়া থাকিয়া, ভাবিল—অভাগিনি, পরে কি হবে একটুও ভাবলে না। অথবা স্বামীসুখ নারী জীবনের এক মাত্র শ্রেষ্ঠ কাম্য সুখ, বুঝি নিষ্ঠুর বিধাতা তোমার ললাটে লিখ্‌তে ভুলে গেছেন।

পত্র পাইয়া পিসীমা দুই দিনের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সদানন্দময়ী পিসীমার হঠাৎ আগমনে সরযূ ব্যতীত

সকলেই কিছু আশ্চর্য্য হইলেন। কারণ বিনা সংবাদে তিনি কোন দিনিই আসেন না। যাহা হোক, সুরেশ হাসিয়া বলিলেন,—পিসিমা যে বড় হঠাৎ; অনেক দিন আস নাই কেন পিসীমা? আমাদের যে ভুলেই গেছ, দেখ্‌ছি।

পিসীমা হাসিয়া উত্তর দিলেন—

ভুলব যদি, তবে আসব কেন রে? হঠাৎ তোদের জন্য মন কেমন করছিল, মনে কর্‌লুম একবার দেখে যাই। তোর পিসে মশায়ের ইচ্ছা, একেবারে পূজার সময় আসি, আমার আর অত দিন দেরী করতে ইচ্ছাও হলো না, ভালও লাগল না। তারপর সরযূর দিকে চাহিয়া, সরি, মা, কতদিন এখানে, এখন থাক্‌বে ত? হ্যাঁরে আমার বউমাকে যে দেখ্‌তে পাচ্ছি না? এই প্রকারে নানা কথায় সকলের খোজ খবর লইয়া গিন্নির কাছে গিয়া ভূমিষ্ঠা হইয়া প্রণাম করিলেন। বলিলেন—বৌ'দি খবর কি? বৌ'ঝি নিয়ে ভাল আছ ত? সুরেশকে যেন বড় কাহিল মনে হ'লো, তোমার শরীরও ত ভাল দেখ্‌ছি না; বাড়ী যেন নিরানন্দ; কেন বলত, কি হ'য়েছে? তোমাদের এমন নিঝুম দেখে, আমার মন বড় খারাপ হ'য়ে গেল।

গৃহিণীর ইচ্ছা নয় যে তখনই পিসীমার নিকট সরলতা সংক্রান্ত ব্যাপার প্রকাশ করেন, সে জন্য প্রথম প্রথম এ কথা সে কথায় বিলম্ব করিয়া সময়ান্তরে আদ্যোপান্ত বলিবেন, এই

ধারণা ছিল। আরও তিনি এত দিন দুঃখের কথা বলিবার লোক পাইতেন না, বড় অসময়ে হঠাৎ স্নেহের বোন মনুকে পাইয়া আজ তাঁহার প্রাণ যেন কতকটা হাল্‌কা হল। কিন্তু মনুর বার বার আগ্রহের জন্য অবশেষে বিষণ্ণ মুখে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—কি আর বল্‌ব বোন্, সংসার নিয়ে জলে মলেম, এক ছেলে, তাকে নিয়ে সুখী হ'তে পারলেম না. এর চাইতে আর দুঃখ কি ভাই! সব দেখে শুনে এক দণ্ড বাঁচতে সাধ হয় না, পোড়া প্রাণ ত বেরোবার নয়, তা হ'লে কে এ অশান্তি ভোগ করবে, বল্।

পিসীমা ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কেন দিদি, অমন চাঁদপানা বউ অমন সোনারচাঁদ ছেলে যাদের শরীরে এক বিন্দু দোষ বলে কোন জিনিষ নাই, তাদের নিয়ে তুমি অত অসুখী কেন, কি হয়েছে খুলে বল।

গৃহিণী ননদের হাত ধরিয়া বসাইয়া বলিলেন, আচ্ছা, সে বল্‌ব তোকে, তোকে বল্‌ব না তো কাকে এ সব দুঃখের কাহিনী জানাব, ভাই। এখন হাত মুখ ধুয়ে আগে কিছু খা, পরে ঠাণ্ডা হয়ে সব শুন্‌বি।

পিসীমা অনিচ্ছার সহিত বলিলেন,—

আচ্ছা তাই হ'বে। সরলতা কোথায় গেল, আমি এসেছি সে বুঝি এখনও জানে না।

উপরে পান টান সাজ্‌ছে, বোধ হয়। বলিয়া গৃহিণী এক জন দাসীকে বলিলেন, যা'তরে বৌ'মাকে ডেকে আন্‌ত ?

এমন সময় সরলতা আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—পিসিমা, পিসিমা, আমাদের একেবারে ভুলে গেছেন, এতদিন পরে বুঝি আস্‌তে হয় ?

পিসীমা অমনি সরলতার মুখখানি ধরিয়া কোলের মধ্যে আনিয়া গালদুটী ধরিয়া আদর করিতে করিতে বলিলেন—মার আমার কথা শোন। হাঁ মা, তোমরা কি আমার ভুলবার জিনিষ! তোমরাই ত আমার সব। জান ত, সংসারে আর কেউ নাই, আমি এলে তোমাদের পিসে মশায়ের কত অসুবিধা হয়; আর তাঁকে ত জান, যতক্ষণ তাঁর হাতে হাতে কিছু না যোগাব ততক্ষণ তাঁর কিছুই হবে না, কাজেই আমার বেরোবার উপায় নাই। হঠাৎ মনটা বড় কেমন হ'লো, তাই কোন রকমে একবার ছুটি নিয়েছি।

সরযু এতক্ষণ পাশেই দাঁড়াইয়া ছিল, এইবার তাড়াতাড়ি উত্তর দিল—হাঁ, পিসিমা; এই যে তুমি এলে, পিসে মশায়ের তা হ'লে বড় কষ্ট হবে, তাঁকে সঙ্গে করে আন্‌লে না কেন ?

পিসীমা হাসিয়া বলিলেন—দূর্ পাগলি, তাও কি হয়; তিনি কোর্ট বন্ধ করে এখানে এসে বসে থাক্‌বেন !

সরযু—এখন তোমায় যেতে দোব না, কিন্তু।

পিসীমা—না, আমি আটদিন থাকব বলেই এসেছি। আমার ননদ এসেছে কিনা, তাকে সমস্ত বলে কয়ে দিয়ে এসেছি।

গৃহিণী—থাক্, এখন আর কথায় কাজ নাই। আয় ভাই মুখে হাতে জল দে, যা ত মা সরযূ তোর পিসীমাকে নিয়ে, কাপড় ছাড়িয়ে আন্, বৌমা, যাও জলখাবার আন গে। সরযূ পিসীমাকে সঙ্গে করিয়া চলিয়া গেল। সেখানে উভয়ের মধ্যে অনেক কথাবার্ত্তা হইল, সমস্ত শুনিয়া পিসীমা চম্‌কাইয়া উঠিলেন। শেষে বলিলেন, না, একি কখন হয়, আচ্ছা, আমি বৌদিকে বুঝিয়ে বল্‌ব।

সরলতা চিরদিনই পিসীমার নিকট অতিরিক্ত স্নেহ যত্ন পেয়ে থাকে, আজ কতদিন পর তাঁকে পেয়ে, তার প্রাণে উৎসাহ, আনন্দ দ্বিগুণ মাত্রায় জাগিয়া উঠিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি পিসীমার জন্য ঠাঁই করিয়া নানারকম জলখাবার লইয়া আসিল। গৃহিণী স্বয়ং বসিয়া ননদকে এটা খাও ওটা খাও বলিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। সরযূ কাছে বসিয়া পাখা করিতে লাগিল।

এই পিসীমাকে গৃহিণী একরূপ মানুষ করিয়াছিলেন। তাঁহার শাশুড়ী যখন মারা যান প্রাণাধিকা কন্যাকে বধূর হাতে সমর্পণ করিয়া যান। মেয়েটীর বয়স তখন সবে মাত্র ৫।৬ বৎসর। গৃহিণীর তখন ২০।২১ বৎসর বয়স হবে। ননদকে আপন কন্যার

যত স্নেহ যত্নে রাখিতেন। কিছু বয়স হইয়া গৃহিণীর সন্তান হইয়াছিল। সুরেশ ও পিসীমাতে বয়সের তারতম্য খুব বেশী নয়। পিসীমার কথার ব্যবহারে মুগ্ধ না হইত এমন বড় কাহাকেও দেখা যায় না। তিনি একদিন যার সঙ্গে মিশিতেন, সেই দ্বিতীয় দিন তাঁর সঙ্গে আলাপ করিতে উৎসুক হইয়া উঠিত।

জল খাওয়া শেষ হইলে গৃহিণী ননদকে কাছে বসাইয়া অনেক সুখ দুঃখের কথা বলিতে লাগিলেন। নানা কথার পর পিসীমা সরলতার কথা তুলিয়া, যেন তার সম্বন্ধে কিছু জানেন না, এমন ভাণ করিয়া, বলিলেন—

যাই বল বৌদি, অমন বৌ কিন্তু সচরাচর মেলে না—যেমন রূপ তেমনি গুণ।

গৃহিণী একটু বিমর্ষ হইয়া বলিলেন—ছাই গুণ, ও গুণে কোন ফল হ'লো না।

পিসীমা—কেন অমন কথা বল্‌ছ? তোমার মুখ দিয়েও যদি ওসব কথা বেরোয়, তবে ভাল শোনায় না। ওর বয়স এমন কি হ'য়েছে। বোধ হয় বিয়ের সময় ছাউনি নাড়ার দোষ হয়ে থাক্‌বে, শুনেছি তা হ'লে অমন হয়, কিছুদিন গেলেই সব সেরে যাবে। ঐ সরলতা হ'তেই সব হবে, সংসার বজায় থাক্‌বে।

গৃহিণী—একটু থামিয়া উত্তর দিলেন—

সব জানি ভাই, ছাউনি নাড়া দোষ এক বৎসরের বেশী থাকে

না। প্রথমে তাই মনে করেছিলেম। পাঁচ বৎসর হ'য়ে গেল, কই কিছুই ত বুঝ্‌তে পারি না। মার প্রাণ, সুরেশের দিকে চেয়ে আর কতদিন কি করে চুপ করে থাকি, বল্।

পিসীমা আগ্রহভরে উত্তর দিলেন—

না থাক্‌লেও চল্‌ছে না। একেবারে বে দেওয়াই কি উচিৎ? আমি ত আর তোমার চেয়ে বেশী বুঝি না, আমার জ্ঞানও তোমারই দেওয়া, তুমিই আমাকে মানুষ করে দিয়েছ। ছোট বেলায় কত কি করেছি—বলেছি—সবই যখন সয়েছ—কত অন্যায় অসঙ্গত আবদারও কতদিন রেখেছ, আজ আবার এই বুড়ো বয়সে তোমার কাছে একটা আবদার করতে ইচ্ছা হচ্ছে, রাখ্‌বে, বল?

গৃহিণী একদৃষ্টে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিলেন—

মনু, তোকে আমার অদেয় কি আছে, বোন?

মনু মুখ নত করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—

সে সব জানি বলেই ত এসব আবদার করতে সাহস পাই। দিদি, এই কাজটি ক'রো না, বে দিও না। দিদি, একবার সরলতার শুভ্র মুখের প্রতি চেয়ে দেখ, সেখানে কি শান্তি বিরাজ করছে। মন কি পবিত্র, ও মুখের দিকে চাইলে, ওর দুটো কথা শুন্‌লে করুণায় স্নেহে প্রাণ ভরে যায়। আহা, অমন বৌ'য়ের সতীন—একি মনে আনা যায়, না, প্রাণে সহ্য হয়!

মন্নু গৃহিণীর হাত ধরিয়া বলিলেন—

বৌদি, এত দৌরাত্ম্য যদি সহ্য করেছ, তবে আমার এই অনুরোধ রাখ, না রাখ্‌লে জান্‌ব, তুমি আমাকে তোমার মন থেকে দূরে ফেলেছ। আমার এ আবদারই বল আর অনুরোধই বল, তোমাকে রাখতেই হ'বে, নইলে প্রাণে কত ব্যথা পাব, জান?

গৃহিণীর মুখের আকৃতি একটু বদলাইয়া গেল, একটু চুপ করিয়া মাথা নাড়িতে লাগিলেন শেষে ননদের চোখে জল দেখিয়া তাহাকে কোলের কাছে আনিয়া চোখ মুছাইয়া বলিলেন—

আমি কি আর জানি না, তুই সুরেশ-সরলতাকে কত ভালবাসিস। তোর প্রাণে কত ব্যথা তাও বুঝি, তোকে কেবল পেটে ধরিনি নইলে তুই আর সরি কি ভিন্ন। আচ্ছা, তোরা যখন সকলেই বল্‌ছিস, কিছুদিন দেখা যাক্‌। তুই একটু ভাল করে বউমাকে বলে করে যা, এখন ত আর ছেলে মানুষ নেই।

পিসীমা উৎসাহের সহিত বলিলেন—

বল্‌ব বই কি, নিশ্চয়ই বল্‌ব। আমি বল্‌লে সরলতা নিশ্চয়ই বুঝ্‌বে।

গৃহিণী যেন হতাশার নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—

বুঝ্‌লেই বাঁচি। ও যে নিজেই বে দিবার জন্য বল্‌চে। সেদিন সরযূকে স্পষ্টই বলেছে—আমার দ্বারা কিছু হবে না, কেন তোমরা এবং তোমার দাদা অত মানসিক অশান্তি ভোগ করেন—তিনি বে করুন, তাতে আমার একটুও কষ্ট হবে না। এর উত্তর কি, মনুয়া।

পিসীমা—

এ আর বোঝা শক্ত কি? ওসব ছেলেমানুষি, নইলে কেউ সখ্‌ করে সতীন আনতে চায়? এতেই বোঝ, ওর মনটি কেমন সংসার জ্ঞান শূন্য; কথা শুনে তোমাদের মনে কষ্ট হয় আর ওর হয় না! যাক্‌, তোমাদের কষ্ট দেখে বে দিবার জন্য—ও কথা বলেছে।

গৃহিণী—

আচ্ছা, দেখা যাক্‌, আর একটা বৎসর, পরে যা হয় হবে। পিসীমা—হাঁ্যা বৌ'দি, হঠাৎ একাজ করলে, শেষে ওর মুখ চেয়ে বড় কষ্ট হবে। ভাল, সুরেশ কি রাজি হ'য়েছে?

গৃহিণী—তার রাজি অরাজিতে কি এসে যায়। দেখ্‌তে পাচ্ছি ত, তার প্রাণে বিন্দুমাত্র শান্তি নেই; কাজেই মার কর্ত্তব্য করতে হয়।

পিসীমা এবার একটু জোর করিয়া বলিলেন—

বৌদি, তুমি মনে করছ, তোমার কর্ত্তব্য, কিন্তু এটা কি আর

তুমি বুঝ্‌তে পারছ না যে, একটি প্রাণ নিয়ে কি সখের খেলা খেলতে চলেছ। তুমি পুত্র স্নেহে অন্ধ হয়ে এক দিক চোখের সামনে উজ্জ্বল করে দেখ্‌ছ, আর এত দিন, ঐ যে মাতৃহীনা বালিকাকে মাতৃ স্নেহে পালন করলে, তার ভবিষ্যতের দিকে একবার ভেবে দেখেছ ? সে যে দিন ভুল বুঝবে—যে দিন তার খেয়াল কেটে যাবে—যে দিন সে চেয়ে দেখ্‌বে তার স্ব-হস্তের সাজান বাগানের অধিকারিণী সে নয়, তখন তার প্রাণ হাহাকার ক'রবে ও মর্ম্মভেদী নিশ্বাস ফেলবে, তাতে কি তোমার সংসারের বা তোমার সুরেশের কল্যাণ হবে ? গৃহিণী মালা হাতে মনুর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন—তিনি পূর্ব্ববৎ বলিতে লাগিলেন—ঐ যে সরযূকে দেখ, ছায়ার মত সরলতার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে, যদি এই বে দাও, ঐ সরযূর প্রাণে কি আঘাত লাগ্‌বে না মনে কর ? আর তোমার এত দিনের এই যে প্রাণ ঢালা ভালবাসা তার পরিণাম হবে, সুরেশের দ্বিতীয় বার বিবাহ ? তিনি বিষণ্ণ বদনে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, দেখি এরা কে কোথায় গেল—বলিয়া চলিয়া গেলেন। গৃহিণী অবাক হইয়া বসিয়া রহিলেন।

পিসীমা যে কয় দিন থাকিলেন সরলতাকে শোবার সময় খাবার সময়, চুল বাঁধবার সময় কত করিয়া বোঝাইতেন, উপদেশ দিতেন, কিন্তু কিছুতেই তাহার মত পরিবর্ত্তন করিতে পারিলেন না,

না পারিয়া প্রাণে একটু আঘাত পাইলেন। তবুও, হাল ছাড়িলেন না শেষে বলিলেন—

সরলতা, তুই না আমাকে কত ভালবাসিস, আর আমার একটা কথা তুই রাখ্‌তে পারলি না. এই বুঝি তোর ভালবাসা—কেন আমি এ অসময়ে এখানে এসেছি জানিস, কেবল তোর এই দুর্ব্বুদ্ধির সংবাদ পেয়ে. আর তুই আমায় এমন করে অপমান করলি, আজ যদি তোর মা থাক্‌তেন তাঁর কথা কি তুই এমন করে অবহেলা করতে পারতিস্‌ ? মার নাম বলতে সরলতা, কাঁদিয়া ফেলিল। তিনি নানা প্রকারে তাহাকে কয়দিন থাকিয়া প্রবোধ দিতে লাগিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে বিষণ্ণ চিত্তে পিসীমা চলিয়া গেলেন।

ছয়

তাঁহার যাওয়ার কিছুদিন পরে গৃহিণীর কি মতি হইল, তিনি নরেন্দ্রকে ডেকে তার সঙ্গে সুরেশচন্দ্রকে ক'নে দেখ্‌তে পাঠিয়ে দিলেন। সুরেশচন্দ্র অনিচ্ছা সত্ত্বে, কারণ না গেলে হয় ত মা কাঁদিয়া উপবাস করিয়া থাকিবেন দুঃখ করিবেন, ইত্যাদি চিন্তা করিয়া শোভাকে দেখিতে গেলেন। দেখার ফল অন্যান্য ক্ষেত্রে যাহা হয় এও তাই হইল, অলক্ষিতে তাহার

মনের উপর ক্রিয়া করিতে বিন্দু মাত্র ও অবসর লইল না। শোভা সুন্দরী, কৈশোর অতিক্রম করিতে প্রকৃতিদেবী অধিক দিন অপেক্ষায় থাকিবেন না। যাহা হ'ক শোভার শান্ত চাহনি ধীর মৃদু কথা, সুন্দর ওষ্ঠ ও কালো চক্ষু সহজেই সুরেশচন্দ্রের চিন্তা ক্লিষ্ট মনের উপর একটা প্রভাব বিস্তার করিতে অসমর্থ হইল না। সুরেশ যদি এতদিন কখন সরলতাকে না দেখিতেন, তাহার কোন প্রকার সংস্পর্শে না আসিতেন তাহা হইলে সত্যই তিনি বিশ্বাস করিতেন—এমন সুন্দরী বুঝি সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু যখনি তিনি শোভার রূপ—শোভার অনুপম মুখখানা মানসচক্ষে চিত্র করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, অমনি সরলতার মুখখানি তাহার পাশে ভাসিয়া উঠিয়াছে, আর তাড়াতাড়ি সে চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া অন্য কাজে নিমগ্ন হইয়াছেন।

কিন্তু এ চিন্তাকে ছাড়িতে চাহিলে সহজে অব্যাহতি পাওয়া দুষ্কর, যে মুখে যতই বড়াই করুক, ভিতর অনুসন্ধান করিলে সব ধরা পড়ে। যারা সত্য গোপন করিয়া মুখে বড়াই করিতে দ্বিধা করে না, তারাই এ প্রভাব স্বীকার করে না; আর সুরেশচন্দ্রের পক্ষে যে এটা বেশী হ'বে সে ত বেশ বোঝা যায়। শোভাকে দেখার পর হইতে তাঁহার মনে কত কি জাগিতে লাগিল, মনে মনে কত আশার উদয় হইতে লাগিল, আবার

কখন বা অতর্কিত ভাবে সরলতার যৌবনোচিত রূপ লাবণ্য, আকর্ণ বিস্তৃত নয়নে কুটিলতা শূন্য শান্ত সরল চাহনি, নিটোল গণ্ডস্থলের রক্তিম আভা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ওষ্ঠ দুখানির মৃদু মৃদু হাসি মনের এক কোণে উঁকি মারিতেছে, আর সুরেশচন্দ্র প্রাণের ভিতর অব্যক্ত যাতনা অনুভব করিতেছেন। কখন ভাবিতেছেন—কেন আমায় আবার বে করতে হয়, কি দোষে সরলতা আমার সহিত এমন ব্যবহার করে, আমি কি এতই নির্গুণ, এত কুৎসিত? এমন হতভাগা আমি যে, আমার প্রাণে একটু শান্তি নাই! সত্য বলিতে কি, আমার পুনর্ব্বার বিবাহ করিবার প্রবৃত্তি আদৌ নাই। আবার বিবাহ! ও! মনে হ'লেও প্রাণ শিহরি উঠে! বিবাহে প্রবৃত্তি নাই কাকে বল্‌ব, কে বুঝবে—এ হৃদয়ে কি তুফান উঠ্‌ছে, কি ভীষণ বাত্যা প্রবাহিত হচ্ছে—কিন্তু সেত কাকেও বলবার নয়—কথায় বোঝাবার নয়; সরলতা, সরলতা, এ হৃদয়ের উত্তাল তরঙ্গ শান্ত করবার ক্ষমতা কেবল তোমার—ইচ্ছা করলেই এ নিদারুণ যন্ত্রণার হাত হ'তে তুমি আমায় বাঁচাতে পার। কাহা, তোর ঐ রূপ লাবণ্যের অভ্যন্তরে হৃদয় বলে কি একটা জিনিষ নাই? ভগবান কি তোকে সেটী হ'তে চির বঞ্চিতা করেছেন? মাকাল ফলের ন্যায় উপরে মনোহর খোলস। না হ'লে কোন্ প্রাণে কোন্ বিবেচনায়—নিজের

ভবিষ্যৎ না ভেবে সরযূকে জানালি—তোমার দাদা পুনরায় বে করে সুখী হোন্! হা ভাগ্য—হতভাগ্য সুরেশের উপর এ কি পরিহাস।

মানুষ যে দিক থেকে একটু সুখ শান্তি পাবার এতটুকু আলো রেখা দেখিতে পায়, বিনা বিচারে সেই দিকে ধাবিত হইতে চেষ্টা করে। সুরেশচন্দ্র সরলতার দিক হইতে সুখ পিপাসা মিটাইবার ব্যর্থ প্রয়াস করিয়া এতক্ষণ কতনা দুঃখ কত না ভাগ্যের পরিহাসে তিক্ত হইতে ছিলেন, অমনি আশা কুহকিনী অন্য দিকে ক্ষীণ আলো রেখা দেখাইয়া দিল আর ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া শোভার রূপ লাবণ্য মানস চক্ষে অঙ্কিত করিয়া কল্পনা রাজ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। আচ্ছা যাহাকে দেখিয়া 'আসিলাম, তাহাকে ত বেশ নম্র, শান্ত ও ধীর বলিয়া মনে হইল, মরি, মরি, কি রূপ! নাম জিজ্ঞাসা করায়, কেমন করুণাপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার মাত্র মুখের প্রতি চাহিয়া লজ্জায় চক্ষু পল্লব নত করিল! আহা, কি সুন্দর! এখনও সে চাহনি ভুলিতে পারি নাই, সে যদি আমার হয়, এ দারুণ অশান্তির হাত হ'তে অব্যাহতি পাইতে পারি। হ'লেই বা কি! আমার ভাগ্য যে বিপরীত, নইলে সরলতা শোভার চেয়ে কোন অংশে কম, বরং এই পাঁচ বৎসর যাবৎ তার রূপ গুণ পরীক্ষা করলেম। এই শোভার শান্ত সরল

ভাব যদি স্থায়ী না হয়! জগদীশ, এ অতৃপ্ত হৃদয় আর কি কখন তৃপ্ত হ'বে? আজ পাঁচ বৎসর সরলতাকে কাছে পেয়েছি, কই এক দিনের জন্যও শান্তি পাই নাই। এ অভাগার বরাতে বোধ হয় শান্তি বলে কিছুই নাই। দিবা নিশি প্রাণের মধ্যে অশান্তির চিতা সাজায়ে রেখেছি, চারিদিক যেন ধু ধু করছে, সব যেন শুকাইয়া খা খা করছে, কি করলে এ জ্বালা জুড়ায়, কি করে জানব? শোভা, শোভা, ঐ মুখখানি কি সুন্দর, নামের সহিত বেশ মিল। সরলতা আমাকে এত অবহেলা করে কেন, আমি তাহাকে যতই হৃদয়ের মধ্যে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাই, সে ততই দূরে সরে যায়—সে কি ইচ্ছা কোরে এমন করে; সব জেনে, সব বুঝে আমাকে এত ব্যথা দেয়—আমায় ব্যথা দিয়ে কি তার এত আমোদ হয়—সুখ পায়। আজ একবার চেষ্টা করে দেখি—বুঝায়ে দেখি, যদি তার নিষ্ঠুর খেলা শেষ হয়—প্রাণের এই দাহ বুঝতে পারে—যদি একবার ফিরে চায়—জানিনা, আমার এ আশা মরুভূমে মরীচিকা কিনা; তবুও একবার শেষ চেষ্টা দেখি।

সুরেশচন্দ্র ধীরে ধীরে সরলতার কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,—সরলতা দ্বারের দিকে পিছন করিয়া বসিয়া পান সাজিতেছে। সুরেশচন্দ্র পিছন হইতে সরলতাকে বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া অনিমেষ নয়নে বহুক্ষণ সরলতার সুন্দর মুখপানে

চাহিয়া রহিলেন। পান সাজায় নিরতা সরলতার যৌবন লক্ষণ পরিপুষ্ট মুখখানি সে দিন সুরেশচন্দ্রের চোখে বড়ই সুন্দর দেখাইতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন, এমন কমনীয় মুখকান্তি যার, সে কি স্নেহ মায়া শূন্যা হয়! যাহা হোক পান সাজিতে সাজিতে মুখ না তুলিয়া সরলতা বলিল—ঐদিকে উঠে বস। নিমিষে তাঁহার হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। শেষে বাম বাহু সরলতার কাঁধের উপর রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত দিয়া চিবুক ধরিয়া ধীর শান্ত ভাবে বলিলেন—সরলতা, আজ আমি এ সময়ে কেন এসেছি, জান? সরলতা স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার সুরেশচন্দ্রের মুখ প্রতি চাহিয়া দৃষ্টি নত করিয়া পান নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। সুরেশচন্দ্র পূর্ব্ববৎ ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—

আমি জান্‌তে এসেছি যে সত্যই তোমার শরীর রক্ত মাংসে তৈয়ারী না পাষাণে গঠিত—বাহিরের এই আবরণের ভিতরে আর কিছু আছে কি না? আমার উপর তুমি দয়া মায়া হীনা কেন? তুমি সত্য করে বল; তোমার প্রাণ কি-চায়—আমাকে অত করে কষ্ট দিতে তোমার প্রাণে কি এতটুকু কষ্টও হয় না? আমি কোন মতেই তাহা বিশ্বাস করতে পারি না—তোমার হাসি চাহনি এবং মুক্ত বিহগের ন্যায় সদানন্দ কল কণ্ঠ শুনলে মনে হয়, তুমি সত্যই পাষাণী নও।

সরলতা নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল।

সুরেশচন্দ্র বলিতে লাগিলেন—

সরলতা, সরলতা,—ধর্ম্ম সাক্ষী করে তোমায় গ্রহণ করেছি, তুমি আমার সুখ দুঃখের অংশভাগিণী, তার কি এই পরিণাম; আমায় কষ্ট দিয়ে কি তোমার আমোদ হয়—আমার হৃদয়ের-জ্বালা কি তুমি একদিনও দেখতে পাও না! একটি বার বল, "না, তুমি আর বিয়ে ক'রো না—আমি তোমারই আছি"—আমি সব জ্বালা ভুলে যাই। আর কত দিন হৃদয়ে এ অনল জ্বালিয়ে রাখব, বল। বল, আমি কি করলে, তোমার এ মত পরিবর্ত্তন হয়, আমি কি কর্‌লে, তুমি সর্ব্ব প্রকারে আমার হও, আমি হাস্‌তে হাস্‌তে তাই করছি। সরলতা, বলবার ভাষা নাই, বোঝাবার উপায় নাই, নইলে তোমার মত রত্ন ঘরে থাক্‌তে কেন আমায় বিয়ে করতে হয়! কিসের দুঃখে কিসের অভাবে আমি পুনরায় বিয়ে করতে যাব? বলিতে বলিতে সুরেশচন্দ্রের স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল।

সরলতা স্বামীর বাহুবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সহজভাবে বলিল—

আমার অপরাধ নিও না, আমি ও সব বুঝতে পারি না। আমা হইতে তুমি সুখী হতে পারবে না, আমি তোমাকে সুখী করতে পারব না বলিয়া স্বামীর মুখের দিকে একবার চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বোঝবার ভুল

ব্যথিত চিত্তে সুরেশচন্দ্র আগ্রহ ভরে বলিয়া উঠিলেন—

আচ্ছা, সরলতা, আমায় তুমি সুখী করতে পারবে না, এটা তোমার মস্ত রকমের ভুল; লোকে স্ত্রী'র নিকট আবদার করে, যতটা সুখী হ'তে চায়, লোকে স্ত্রীর নিকট যতটা চায় আমি তার অর্দ্ধেক না, সিকি পেলেই সুখী হ'বো; সে জন্য তুমি, আজ হ'তে আমার কথায় বিশ্বাস করে নিশ্চিন্ত থাক, যদি কোন দিন কখনও এক আনার বেশী দুই আনা চাই, সেই দিন হ'তে তুমি আমার সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করো', আবশ্যক মনে করলে, আমার মুখ দেখা পর্য্যন্ত বন্ধ করে দিও। সরলতা, আমি নরাকারে পশু নহি, তোমাকে অকারণে বিরক্ত করবো, সে প্রবৃত্তি যদি থাকৃত তবে এতদিন একত্র এক বাড়ীর মধ্যে সদা সর্ব্বদা থেকেও কোন লক্ষণ পেতে না! এ তুমি কি ভুল ধারণা করে নিজের জীবন মরুভূমি করতে বসেছ এবং সেই মরুর তাপে আমাকেও দগ্ধ করতে যাচ্ছ। ভাল, একটা কথার উত্তর দাও আমার সুখের কথা ভুলে যাও, আমি সুখী হতে পারব কি না, সে চিন্তার কোনও প্রয়োজন নাই; আমি জিজ্ঞাসা করি—তোমার কি মনে কোন সাধ নাই, তোমার নারী জীবন কি তপস্বিনী জীবন!

সরলতা একটু ইতস্ততঃ না করিয়া সোজা বলিয়া গেল—না, আমার কোন সাধ নাই। সংসারে থেকে যার সেবা শুশ্রূষা করে

দিন কাটাব, তা ব্যতীত আমার আর অন্য সাধ নাই। তুমি বিবাহ করে সুখী হও, আমি দেখি, আমার বড় ইচ্ছা; ইহা ছাড়া আমি আর কিছু বল্‌তে জানি না, তুমি আমায় আর কিছু বলো না; আমায় ক্ষমা কর, অন্য কিছু ভাল লাগে না। বলিয়া বিরক্তি পূর্ণ মুখে জানালার ধারে গিয়া বাহিরে চাহিয়া রহিল।

এই উত্তর শুনিয়া সুরেশচন্দ্র অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলেন, সমস্ত শরীর ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল, কি এক অব্যক্ত বেদনা সমস্ত দেহ ছাইয়া ফেলিল; অন্যমনস্ক ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইতে যাইয়া দেয়ালের গায়ে পড়িয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অবশেষে অত্যন্ত ব্যাকুল ভাবে বলিলেন—

দেখ, সরলতা, আমি এখনও বিয়ে করি নাই। ইচ্ছাও নাই, এখনও ঢের সময় আছে। তোমার মুখের একটি কথার জন্য ন্যায় কি অন্যায় জানি না, বিয়ে করতে চলেছি। এখনও বল, আর যাতনা দিও না, একবার বল যে "এ ছেলেমানুষি আর করব না, বে করো' না, আমি তোমার হবো" তা হলে সব জঞ্জাল মিটে যায়, আমি মৃত দেহে জীবন পাই। একবার আমার মুখ পানে চাও, তোমার ভবিষ্যৎ দেখ, একটু দয়া কর।

তৎকালীন সুরেশচন্দ্রের ব্যাকুলতা দেখিয়া এমন কেহ নাই যে একটু কাতর না হইয়া থাকিতে পারে; কিন্তু রক্ত-মাংসে গঠিত দেহ—সরলতা, এই কাতরতা দেখিয়া একটু কাতরা হইল

না, বরং "কেন বার বার অমন করছ; যাও, ভাল লাগে না" বলিয়া সে কক্ষ ত্যাগ করিল।

সুরেশচন্দ্র ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—

যদি ন্যায় অন্যায়ের বিচারক কেহ থাক তবে একবার চাহিয়া দেখ, আমার শত চেষ্টা আগ্রহ সব অতল জলে ডুবিয়া গেল। এর পরও যদি কেহ বলে শিক্ষিত ছেলে সুরেশের পক্ষে দ্বিতীয় বার বিবাহ করা নিতান্ত অন্যায়, তার কোনও কৈফিয়ৎ আমি দিতে রাজি নই। যাক্, এসব মিথ্যা, অরণ্যে রোদন মাত্র; দেখি এখন ,শোভাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া এ জ্বালা জুড়াইতে পারি কি না।

সরলতার আজিকার এই ব্যবহার সুরেশচন্দ্রের অন্তঃস্থল ভেদ করিল! অতঃপর শূন্যকক্ষে একাকী দাঁড়াইয়া থাকা অনাবশ্যক বোধে ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

সেদিন সরলতার সহিত সুরেশচন্দ্রের দেখা হওয়ার পর হইতে আত্মগ্লানিতে সুরেশচন্দ্রের মন পূর্ণ হইয়া গেল। সরলতার উপর তার যেন কোন অধিকার নাই সরলতার দোষ যদি কিছু থাকে তাহা যেন আদৌ মনে করা কর্ত্তব্য নয়; সরলতার ব্যবহার সুরেশচন্দ্র সহজেই ভুলিতে পারিলেন কিন্তু আপন অন্তরের ক্ষতে কিছুই প্রলেপ দিতে পারিলেন না। কেবলই মনে হইতে লাগিল

—আমি কি এত হীন, এত নিগুর্ণ যে সরলতা আমার ছায়া স্পর্শ করতে চায় না। নিজের স্ত্রীর নিকট—না, না, মনে করতেও বিতৃষ্ণায় প্রাণ ভরিয়া যায়—এত হেয়, এত অনাদর সহ্য করে এক বাড়ীর সীমানায় রাত্রিদিন অতিবাহিত করতে হবে অথচ তার আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক আছে—এ চিন্তাও মনে স্থান দিতে পারব না—কি সুখের জীবন—কি শান্তিপূর্ণ জীবন! ইচ্ছা হয় এই মিনিটে এ আবাস পরিত্যাগ করে কোনও সুদূর দেশে গিয়ে বাস করি; এ জীবন এভাবে যাপন করার চেয়ে অরণ্যবাস কি এত কষ্টকর; সাংসারিক জীবন শান্তিময় না হইয়া যদি অশান্তির আবাসস্থল হয় তবে সে সংসার নিয়ে জড়িত হয়ে থাকবার কি প্রয়োজন! এ সংসার-মরু অপেক্ষা প্রকৃত মরুভূমিতে বাস করায় ক্ষতি কি! জলাশয়ের তীরে বাস করিয়া পিপাসায় যদি শুষ্ককণ্ঠ হইতে হয় তবে সে দুঃখের চেয়ে অধিকতর জ্বালাময়ী দুঃখ আর কি আছে।

সবাই ভাল, সবাই সংসারে সুখ শান্তিতে বাস করুক, অশান্তির মূল আমি—আমি দূরে সরে যাই। কিন্তু প্রধান অন্তরায় মা, মাকে ফেলে কি-করে যাওয়া যায়; না ওপথ ধরা চলবে না। যাক্, জীবনে সুখ শান্তি যখন চলে গেছে, মা যে কয়দিন আছেন তাঁর সেবা করেই সংসারে থাকি, তারপর—তারপর কর্ত্তব্য ঠিক করে নোব। অন্তর্যামী ভগবান, দেখ

বোঝবার ভুল

প্রভু, যেন কু-পথে মতি না যায়। কি ভীষণ শাস্তি ; আজ যদি আমার বিবাহ না হইত, আমি তা হ'লে আজ কত সুখী হইতাম ! কতক্ষণ নানা চিন্তায় ছটফট করিতে করিতে উষ্ণ মস্তিষ্ক একটু ঠাণ্ডা হইলে, হঠাৎ সুরেশচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন---কি বিড়ম্বনা ! সংসারে স্ত্রীর ভালবাসা না পাইয়া জীবনে ধিক্কার দিচ্ছি ; কি ভুল, যারা জীবনে বিবাহ করে না তারা ত স্ত্রীর ভালবাসার মর্ম্ম বুঝে না, তবে তাদের জীবন কি সত্যই মরুভূমি হইয়া যায়---না তাত মনে হয় না, বোধ হয় তারা বেশ শান্তিতেই দিন কাটায় ! আচ্ছা, সরলতা---মেয়ে মানুষ, সে যদি আমাকে না চায়---আমায় না ভালবাসে---আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করে হাসিমুখে জীবন কাটাতে পারে আর আমি পারব না ! সে যদি আমায় না চায় তবে আমিই লালায়িত হয়ে তার পিছনে পিছনে ছুটব, কেন---আর যখন সে মুখ ফিরায়ে উপেক্ষা করে চলে যাবে আমি জীবনে ধিক্কার দোবো---না ; তাকে জোর করে পীড়ন করব না, সে যেভাবে যাহাতে---সুখী---থাকে থাকুক ; আর তাকে কোনদিন কোন প্রকার অনুযোগ করা কর্ত্তব্য নয়। ইত্যাদি চিন্তা করিতে করিতে প্রভাত বায়ুর স্পর্শে সুরেশচন্দ্র নিদ্রাভিভূত হইলেন।

সাত।

সরযূর শ্বশুরালয় কলিকাতায়। সিমুলিয়ায় তাহার শ্বশুরের নিজবাটী। সরযূর শ্বশুর বেশ পসারী উকিল, মস্ত বাটী, গাড়ী, ঘোড়া, লোকজন,—যেমন হইলে লোকে বড়লোক বলে। সরযূর শ্বশুর মহেন্দ্রনাথ বসু কিছু সাহেবি ধরণের। কর্ত্তা গৃহিণী উভয়েই বেশ সাদাসিদে লোক। দুটী পুত্র নরেন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ। উপেন্দ্র বার বৎসরে পড়িয়াছে। এক কথায় মহেন্দ্র বাবুর সুখের সংসার। গৃহিণীর কন্যা ছিল না। নরেন্দ্রকে বিবাহ দিয়া সরযূকে গৃহে আনিয়া তাঁহাদের সে ক্ষোভ কতক পরিমাণে মিটিয়াছিল।

সরযূর শাশুড়ী সরযূকে একখানি পত্র লিখিলেন যেন; তাহার মাকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় আসিয়া শোভাকে দেখাইয়া লইয়া যায়। সরযূ শাশুড়ীর পত্র পাইয়া মাকে লইয়া কলিকাতায় গেল। ইতিপূর্ব্বে সরযূর শাশুড়ী তাঁহার ভগিনীকে আনাইয়া সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন। নরেনের মাসী-মা সতীন আছে শুনিয়া প্রথমে কিছু আপত্তি করিয়াছিলেন। শেষে সুরেশের স্বভাব চরিত্র, লেখাপড়ার কথা এবং বাপের একছেলে, পয়সা ইত্যাদির কথা শুনিয়া সে আপত্য বেশীক্ষণ টিকিল না।

বোঝবার ভুল

সুরেশচন্দ্রের মা শোভাকে দেখিয়া সেইদিনই পাকাপাকি বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিলেন। মনে মনে বলিলেন—এমন মেয়ে কি হাত ছাড়া করতে আছে? যত শীঘ্র বিবাহটা হয়, ততই ভাল।

সেইদিন নরেন্দ্রনাথ অনেক দিনের পর সরযূকে নির্জ্জনে পাইয়া বলিলেন "বলি, কতদিন আর ভাইয়ের ঘর করবে?"

চোখে মুখে কিছু কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য আনিয়া সরযূ উত্তর দিল "কি করে এখন আসি, বল? ও দিককার অবস্থাটা একবার ভেবে দেখ দিকি; আচ্ছা, তুমিই বলনা, আমার এ-সময় আসা উচিৎ?

নরেন্দ্র "এদিকে এ গরীব যে মারা যায়। লক্ষ্মী-শূন্য ঘরে আর যে মন টিকে না"।

সরযূ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—

"কেন তুমি আমার সঙ্গে চল না"?

নরেন্দ্র "আমি গেলে কি আর তোমার দাদার মুখে হাসি ফুটবে"?

সরযূ "আহা হাঃ কথার শ্রী দেখনা। বেশ যা হোক, কেন তুমি যখন যাও দাদা কি খুসী হন না? দাদা ওঁর জন্য প্রাণ বের করেন, আর ওঁর কেবল তামাসা"।

নরেন্দ্রনাথ সরযূর হাত ধরিয়া বলিলেন—

"সরযূ, রাগ করলে? একটা তামাসা করলেও তুমি রাগ

কর; সত্যই তোমার দাদার দুঃখ যে আমাকে দুঃখিত করে নাই, এমন কথা বল্‌তে পারি না। ভগবান করুণ, এবার শোভাকে বিবাহ করে তোমার দাদা যেন সুখী হন"।

সরযূ মলিন মুখে বলিল "ভগবান তাই করুণ, যে বরাৎ আমাদের"।

নরেন্দ্র সরযূর মুখ ধরিয়া বলিলেন "তুমি কি আজই যাবে"।

সরযূ "কি করে না যাই বল। মার সহিত এসেছি, মা কি একলা যাবেন"।

নরেন্দ্র "তবে যাও। কিন্তু তোমার ছেড়ে দিতে যে কি কষ্ট তা কি এতদিন একত্র বাস করে বুঝতে পার নাই। যা হোক যত শীঘ্র পার আস্‌তে চেষ্টা করো। দাদাকে সুখী দেখে এসো।

সরযূ নরেনের বক্ষে মুখ লুকাইয়া একটু জড়িতস্বরে বলিল—"আমি যেন ওঁকে ছেড়ে থাক্‌তে ভালবাসি, এই বুঝি তোমার মনে হয়; কি করব, নেহাৎ দায়ে পড়ে তোমায় ছেড়ে এতদিন থাক্‌তে হয়েছে। একে ত মার মনে শান্তি নাই, তাঁকে অধিকাংশ সময় একা থাক্‌তে হয়। সেইজন্যই এখন সেখানে দুদিন থাক্‌তে হচ্ছে। তুমি কিন্তু মাঝে মাঝে যেয়ো, বল যাবে, ভুল্‌বে না"।

এমন সময় নরেন্দ্রের ছোট ভাই আসিয়া বলিল "বৌদি, গাড়ী তৈরী হ'য়েছে"।

সরযূ "তবে এখন আসি। তুমি কিন্তু পরশুদিন এদিককার সব ঠিক করে যেয়ো, মনে থাকে যেন"।

নরেন্দ্রনাথ হাসিতে হাসিতে বলিলেন "তথাস্তু"।

সরযূ ছোট দেবরের হাত ধরিয়া সে কক্ষ পরিত্যাগ করিল।

সুরেশচন্দ্রের বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। বিবাহে তেমন একটা ঘটাঘটি নাই, কারণ ইহা তেমন সুখের বিয়ে নয়। সকলেই যেন কিছু বিষণ্ণ; গৃহিণী যদিও পুত্রের বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু আজ কেন যেন হাসি মুখে সকলকে আপ্যায়িত করিতে পারিতেছেন না, তাই একবার সরযূর মুখের প্রতি চাহিয়া "সরযূ" বলিয়াই নত মুখে কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন। সরযূ মার মৌন বেদনা বুঝিল। সরযূ যদিও সকলের সহিত হেসে হেসে কথা বলিতেছে তবুও তার হৃদয়ে আজ কে যেন পাথর চাপাইয়া রাখিয়াছে, সরলতাকে সে যে প্রাণের সহিত ভালবাসে, আর আজ সেই সরলতার সতীন্ আস্‌বে; একথা মনে স্থান দেওয়া তার পক্ষে কত হৃদয় বিদারক, কেবল সেই জানে। অথচ কি করিবে কোন উপায় নাই।

প্রকৃতির অদ্ভুত বিধান, আবার নাকি সেই বিধানের সহিত মানুষের মন বাঁধা, কেন না যে সরলতার জন্য আজ সকলে দুঃখিত সেই সরলতার আনন্দ ধরে না। তার কাণ্ড কারখানা দেখিয়া সরযূ একেবারে অবাক হয়েছে। বলে—

"যার বিয়ে তার হুঁস নাই, পাড়া পড়সীর ঘুম নাই"।

এ ঠিক তাই হইয়াছে। যাহা হউক, বিবাহের দিন সুরেশ-চন্দ্র মনে করিলেন; সরলতাকে শেষ একবার দুটী কথা বলিবেন এবং তদনুসারে যাইয়া দেখিলেন যে সরলতা বেশ স্বচ্ছন্দ চিত্তে মনের আনন্দে বেড়াইতেছে, এটা ওটা দেখাশুনা করিতেছে, যেন নির্ব্বিকার চিত্ত; ইহারই যে সপত্নী আজ গৃহে আসিতেছে এমন কোনও ভাব নাই, বোধ হয় বাড়ীর অন্য কারও বিবাহ, সরলতা আমোদ আহ্লাদ করিয়া বেড়াইতেছে। সুরেশচন্দ্র দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন, আজিকার দিনে সরলতা এমন স্বচ্ছন্দ চিত্তে বেড়াইতে পারে, সকলের সহিত নিরুদ্বেগে মেলা মিশা করিতে পারে, হেসে হেসে কথা বলিতে পারে, সুরেশচন্দ্রের ধারণার অতীত। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া সুরেশচন্দ্র কাছে গিয়া আবেগ ভরে হাত ধরিয়া সস্নেহে ডাকিলেন সরলতা! সরলতা সহজ ভাবে সুরেশচন্দ্রের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। কি বলিবে মনে করিয়া সুরেশচন্দ্র আবার সম্বোধন করিলেন—সরলতা! কিন্তু কোনও কথা মুখ দিয়া বাহির হইল না, ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল। হাতে হাত রাখিয়া সরলতা পূর্ব্বের মত মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, সুরেশচন্দ্র বলিবার কোন কথা খুঁজিয়া না পাইয়া মুখ নত করিলেন।

সরলতার যেন আজ কি একটু বুদ্ধি যোগাইল, মনে করিল

এভাবে আজিকার দিনে এমন সময়ে দু'জনে দাঁড়িয়ে থাকা ভাল দেখায় না, কেহ দেখিলে কি মনে করিবে, তাই তাড়াতাড়ি বলিল—"চল, ঘরে যাই"।

স্তম্ভিত সুরেশচন্দ্রের চমক ভাঙ্গিল সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে যাইয়া বসিলেন। সরলতা খাট ধরিয়া নিকটেই দাঁড়াইয়া রহিল। কতক্ষণ পর সুরেশচন্দ্র ধীরে ধীরে বলিলেন—সরলতা, একবার চেয়ে দেখ, আমি কোন্ বেশে আজ তোমার সাম্নে, এমনি বেশে আর এক দিন দেখেছিলে, সে দিন এহৃদয়ে কত আশা কত আহ্লাদ,—এক কথায় সাধের প্রমোদ কানন ছিল।

আজ যদিও সেই বেশেই এসেছি, কিন্তু হৃদয়ের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত—সে দিন এহৃদয়ে আনন্দের তুফান উঠিয়া দুকুল ভাসাইয়াছিল আজ দুঃখের গরলে সর্ব্ব শরীর জর্জ্জরিত। আশা ছিল, এক দিন তুমি এ হৃদয়ের জ্বালা বুঝ্বে—সেই—সেই ভরসায় তোমার পাশে ছুটে এসেছি, বলিতে বলিতে সুরেশচন্দ্রের চোখ দিয়া জল গড়াইতে লাগিল। সরলতা এতক্ষণ পর বলিল, ছি; আজ কি চোখের জল ফেলে, শুভ-দিনে চোখের জল ফেলে অশুভ করতে নাই। উত্তর শুনিয়া সুরেশচন্দ্রের অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল, হায়, হায়, এই উত্তর শুনিবার জন্য ছুটে এসেছি। সুরেশচন্দ্র উত্তর শুনিয়া যদিও বিরক্ত ও যারপর নাই অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তবুও কোন

প্রকারে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিলেন—সরলতা! আজ আমি তোমার কাছে ও-উত্তরের প্রত্যাশী হইয়া আসি নাই, আজ আমি শুন্‌তে চাই, তুমি প্রাণ খুলে বল, "নাগো, বিবাহ করো' না"। দু'জনে হাত ধরাধরি করে মার পায়ে প্রনাম করে, এতদিনের সব দোষ অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা মেগে নিই গে। সরলতা কি বলিবার উপক্রম করিতে, সুরেশচন্দ্র প্রাণের সমস্ত আগ্রহের সহিত তাহার মুখের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। সরলতা বলিল, "না, তা কি হয়"। সুরেশচন্দ্র আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, কতকটা অধৈর্য্য হইয়া বলিলেন,—কেন হ'বে না, তুমি বল আমি এখনই সব ঠিক করছি; যদি না হয়, দোষ আমার; জগতে কেহ কোন দিন তোমার দোষ দিতে পারবে না, তুমি তোমার মনকে প্রবোধ দিবার যথেষ্ট সুযোগ পাবে। আমিও আর কখন বিবাহ করব না। "না, বিয়ে তুমি কর" বেশ দৃঢ়তার সহিত সরলতা কথা কয়টি বলিয়া গেল। নিরুপায় হইয়া হতাশার নিশ্বাস ফেলিয়া সুরেশচন্দ্র বলিলেন—

তোমার হৃদয় কি এতই কঠিন! আমার চোখের জল দেখিয়া তোমার একটুও কষ্ট হ'লো না? পাষাণি, তোমার হৃদয় কি সত্য সত্যই পাষাণে গঠিত! দয়ার লেশ মাত্র নাই! কেন তোমার নাম সরলতা! বল সরলতা, একবার বল, আমার শপথ, একবার বারণ কর।

সরলতা অম্লান বদনে উত্তর করিল—কেন তুমি বার বার অমন করছ? তুমি বিবাহ কর, বিবাহ করলে সত্য সত্যই আমি বড় সুখী হ'ব। জানিনা, তুমি কেন অমন করছ।

সুরেশচন্দ্রের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। হায়, হায়, কি আশার আশায় এতক্ষণ বুক বাঁধিয়াছিল, এই উত্তর সরলতা দিবে—সরলতা এমন উত্তর দিবে সুরেশচন্দ্রের ধারণার অতীত ছিল; সরলতা অকাতরে এই উত্তর দিল, একটুও দ্বিধা করিল না, তবে কি ইহার মস্তিষ্কের বিকার হইয়াছে? যাহা হোক, সুরেশচন্দ্র ও সব চিন্তা মন থেকে এক কালীন দূর করিয়া বলিতে লাগিলেন—সরলতা, এই উত্তর পাবার আশায় আজ আমি তোমার কাছে আসি নাই। ভাল, তুমি যখন অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না করে, অদ্ভুত ধারণার বশবর্ত্তীণি হয়ে থাকলে এখনও ছেলে মানুষি ছাড়লে না—এখনও খেয়ালের ঝোঁকে রইলে—নিজের ভবিষ্যৎ একবার দেখলে না, ভাবলে না; দেখ, দিন যদি এমন করে না যায়—কারও কখন যায় নি—তোমারও যাবে বলে বোধ হয় না। তখন—তখন সরলতা, তোমার দুঃখ রাখবার স্থান থাকবে না। বনের পশু পক্ষী তোমার দুঃখে যদি কেঁদে আকুল হয়, তবুও তোমার তুষানল নির্ব্বাণ হ'বে না—স্বকৃত কর্ম্মের অনুতাপে দিন রাত্রি দগ্ধ হয়ে যাবে—সারা জীবন হৃদয় মাঝে চিন্তার অনল জ্বলতে থাকবে

মুখ ফুটে কারও কাছে প্রকাশ কর্‌তে পারবে না, করলেও আর কোন উপায় থাক্‌বে না—কেহ এতটুকু সহানুভূতি দেখাবে না। বল, এখনও সময় আছে।

কোন উত্তর না পেয়ে সুরেশচন্দ্র ঘর হইতে বাহির হইবার সময় আবার বলিলেন,—বল, সরলতা, বল, এখনও সময় আছে, উপায় আছে। কিন্তু সব বৃথা।

গৃহের বাহির হইয়া সুরেশচন্দ্র এতক্ষণ কথাবার্ত্তা হেতু অবসাদ গ্রস্ত মন হইতে বল পূর্ব্বক সমস্ত ধৌত করিয়া যথা সম্ভব হাসি মুখে সকলের সঙ্গে মিশিয়া কাজ কর্ম্ম ও যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু এমন ব্যবহার সরলতার নিকট পাওয়া সত্ত্বেও যে দিকে চান, দেখেন সরলতা দাঁড়াইয়া আছে—কয় বৎসর ধরিয়া দিবা রাত্র যার মূর্ত্তি ধ্যান করিয়াছেন, যার জন্য শূন্যে আশা কানন তৈয়ারী করিয়া বসিয়া ছিলেন, যাহাকে লইয়া জীবন সর্ব্ব প্রকারে সার্থক করিয়া তুলিবেন, তাকে কি এত সহজে ভুলা যায়, তার মূর্ত্তি যে রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়।

সেইদিন রাত্রে শ্রীমতী শোভাময়ীর সহিত সুরেশচন্দ্রের বিবাহ হইয়া গেল।

আট।

পরদিন যখন বর বধূ গৃহে আসিল পাড়ার যত সব প্রতি-বেশিনীগণ দলে দলে দেখিতে আসিল। কোন একটা ছুতা পেলেই মেয়ের দল গৃহের বাহির হইবার জন্য হাঁক্‌পাঁক্ করে, আর এবার যে আসিবে সে কথা উল্লেখ করাই বাহুল্য, কেন না সতীনের উপর বিবাহ। দু'জন চার জন একত্র হইয়া যেখানে সেখানে কমিটি করিতে লাগিল। কেহ সরলতার নিন্দা করিতে লাগিল, কেহ বা সুরেশচন্দ্রের নিন্দা করিল—ছেলেটার যেন সব বাড়াবাড়ি, ওর আর দুদিন তর সইল না। ছেলে মানুষ না হয় বলেই ছিল, বে কর, তা বলে কি সত্য সত্যই বে করতে হয়। এইরূপে পাড়ার হিতৈষিণীগণ মতামত প্রকাশ করিয়া যে যার গৃহপানে চলিলেন।

এদিকে সরলতার ব্যবহার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। হাসিতে হাসিতে সপত্নীকে জলের ঝারি দিয়া ঘরে তুলিল সকলে অবাক হইয়া মুখ চাওয়া চাহি করিতে লাগিল। তাহার কাণ্ড দেখিয়া গৃহিণী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—ও আমার একটা পাগলী মেয়ে, ওর কথা আর কিছু বলো না।

পরদিন ফুলশয্যার রাত্রে সুরেশচন্দ্র দেখিলেন, আজ তাঁহার

যে অঙ্কলক্ষ্মী হইল সে—রূপলাবণ্যময়ী সরলা বালিকা। যে প্রেম প্রীতি এতদিন তিনি সরলতার জন্য সযত্নে রাখিয়া অজস্র-ধারে ঢালিয়া দিতে সর্ব্বদা উদ্‌গ্রীব থাকিয়াও, সরলতার বদ্‌ খেয়ালের জন্য দিতে পারে নাই, সেই প্রেমে, সেই স্নেহে আজ শোভাময়ীকে সিক্ত করিলেন, এতদিন যে শূন্যস্থান পূর্ণ করিতে সর্ব্বদা ব্যস্ত হইয়া থাকিতেন, সেই শূন্যস্থান আজ শোভার দুটী কথায় পূর্ণ হইল—যেন বহুদিনের নিদাঘ তপ্ত উদ্যানে শুভলগ্নে দুই বিন্দু বারি পাত হইল—স্বাতি নক্ষত্রের বারি পাতে মুক্তার সৃষ্টি হইল। সরলতাকে পাইবার জন্য এত আগ্রহ এত চেষ্টা কোথায় ভাসিয়া গেল, এমন কি বিবাহ করিতে যাত্রা করিবার সময় যে সরলতার জন্য চোখের জল ফেলিতে হইয়াছিল সেই সরলতা—আজ একবার মাত্র শোভার দুটী কথা শুনিয়া কোথায় কোন্ সু-দূরে চলিয়া গেল—সুরেশচন্দ্রের হৃদয়াকাশে চিরদিনের জন্য শোভার মূর্ত্তি স্থাপিত হইল, সুরেশচন্দ্র অনিমিষ নয়নে শোভাকে দেখিয়াও তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। প্রস্ফুটিত কুসুম কোমল শোভা আজ তাঁহার হৃদয়েশ্বরী—আজ আর সুরেশচন্দ্রের আনন্দ রাখিবার স্থান নাই—ভাবিলেন, তাঁর ভাগ্যে এত সুখ ছিল! অতুল আনন্দে আজ তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

হায়! হায়! সুরেশচন্দ্র কাল তুমি সরলতার জন্য উন্মত্ত হইয়া-

ছিলে, আর আজ তুমি আর একজনকে পাইয়া তাহাকে ভুলিলে। ধন্য তোমাদের মন, ধন্য তোমাদের ভালবাসা, আর ধন্য তোমাদের উন্মত্ততা। সুরেশচন্দ্র সাবধান, বেশী আনন্দ কিছু নহে। হয়ত এমন একদিন আসিতে পারে, যখন মনে হইবে, এ আনন্দের চেয়ে নিরানন্দ বোধ হয় ভাল ছিল।

যাহা হউক, ক্রমে ক্রমে এমনি হইল, সুরেশচন্দ্র শোভাকে আর চোখের আড়াল করিতে পারেন না। পরস্পরের অত্যন্ত অনুরাগ, কেহ কাহাকেও একদণ্ড ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, যেন দুটী কপোত—কপোতী; সুরেশচন্দ্র অন্তরে এতদিন হাহাকার পোষণ করিতেছিলেন, এইবার মিটাইবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইল; ব্যর্থ প্রণয়ে যে সুরেশচন্দ্র সংসারকে মরুভূমি মনে করিতেন, আজ শোভার সংস্পর্শে সেই সুরেশচন্দ্র নূতন করিয়া পত্র পুষ্প শোভিত রম্য কাননে বিচরণ করিতে লাগিলেন। সে উদ্যানে নূতন করিয়া বসন্তের আগমন হইল, আম্র মুকুল মুকুলিত হইল, পিক ডাকিল; প্রণয়ের রঙ্গিল নেশায় দু'জনে ভরপুর হইল; উভয়ের মুখে হাসি চোখে প্রেমের কাজল মাখা।

সুরেশচন্দ্রের শয়ন গৃহের পাশে একটি প্রশস্ত ছাদ ছিল; তাহার চারিধারে ফুল গাছের টপ, টবগুলি নানা জাতীয় দেশী বিদেশী ফুল গাছে শোভিত। এমন মনোহর কক্ষে

চারি দিক সাজান, চারিধারে লতা গাছে বেষ্টিত যেন একটি লতাকুঞ্জ, মধ্যে মধ্যে বসিবার আসন। এই কীর্ত্তিটুকু সুরেশচন্দ্রের নিজ হাতের এবং সেজন্য ইহার উপর তাঁর যত্নও অসাধারণ, আর এই স্থানটি যে তার খুব ভাল লাগে, সে কথা বলাই বাহুল্য।

সরলতাকে এই লতাকুঞ্জে বসাইয়া বনদেবী সাজাইয়া চক্ষুর সার্থকতা আনিবেন মনে করিয়া পাঠের অবসর সময় অন্য কোন দিকে মন না দিয়া সুরেশচন্দ্র আগ্রহের সহিত ইহার সৌষ্ঠবতা সাধনে যত্নশীল ছিলেন। কিন্তু ব্যর্থ প্রয়াস হইয়া যখন সরলতার আশায় দিন দিন জলাঞ্জলি দিতে হইল, তখন—এই কুঞ্জের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তিনি মর্ম্মাহত হইতেন; যাহা হোক, এতদিন পর তাঁহার আদর্শ মত আর একটী পাইয়া বিবাহের কয়েক মাস পর আদর্শ মূর্ত্তি শোভাকে লইয়া নব আনন্দে নবীন উৎসাহে সেই ক্ষুদ্র মনোরম কুঞ্জে প্রবেশ করিয়াছেন, পূর্ব্ব কল্পিত আসনে শোভাকে বসাইয়া, আজ সুরেশচন্দ্র অতৃপ্ত বাসনা তৃপ্ত করিয়াছেন। আর পশ্চিম আকাশের লোহিত ভানুর রক্তিম রাগ লতাদির ফাঁকে আসিয়া শোভার মুখে এক কমনীয় শোভার সৃজন করিয়াছে। সুরেশচন্দ্র পলকহারা হইয়া সেই মুখখানি দেখিতেছেন, আর নিজ মনে ধন্য ধন্য করিতেছেন।

বোঝবার ভুল

হঠাৎ মৌন ভঙ্গ করিয়া সুন্দরী শোভা হাসিমুখে বলিয়া উঠিল—হাঁগা, অমন করে কি দেখ্‌ছ? সুরেশচন্দ্র বলিবার কোন কথা খুঁজিয়া না পাইয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিলেন—দেখছি তোমায়—আমার ধ্যানের ছবি!

সলজ্জ মুখে শোভা বলিল—বুঝি, বুঝি, ওসব তোমার মন গড়া কথা, আমায় ভুলাবার জন্য, আমি—কি—এত সুন্দরী! দেখ, যাই বল, দিদি আমার চেয়ে অনেক বেশী সুন্দরী, সকলেই বলে। আমি বলি, দিদির চাইতে সুন্দরী বেশী দেখা যায় না।

সুরেশ—হ'তে—পারে সকলের কাছে, আমার কাছে আর হ'লো কই; শোভা—সুধু—কি—বাহিরের সৌন্দর্য্যই সব।

শোভা—যাই—বল, দিদি—বড় ভাল; দিদির মতন গুণবতী কোথাও নাই। আচ্ছা, বল দিকি, দিদির এত—রূপ এত—গুণ তবে এমন হ'লো কেন?

শোভার প্রশ্নটা সুরেশচন্দ্রের মনোমত না হওয়ায় কথান্তর করিবার জন্য-বলিলেন—তাতে-আর-কি হয়েছে, ভাল বই-মন্দ হয় নি ত।

শোভা উত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া কতকটা উদাস সুরে বলিল—কে জানে, তোমরা কাকে ভাল বল আর কাকে মন্দ বল, জানি না।

মনানন্দে মাতোয়ারা, রঙ্গিল নেশায় ভরপুর থাকা হেতু

দুজনের কেহই বুঝিতে পারে নাই কখন চন্দ্রদেব ধরাপৃষ্ঠ সুধা স্নিগ্ধধারায় সিক্ত করিতেছেন।

সুরেশচন্দ্র দেখিলেন উত্তর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শোভার মুখ বিষণ্ণ হইল, তাড়াতাড়ি শোভার নিকটে নিজের চেয়ার খানা টানিয়া লইয়া বলিলেন—

যাক্ ও সব বাজে কথা যেতে দাও। দেখ কেমন সুন্দর চাঁদ ঠিক তোমার মুখটির মতন। দেখ, তোমায় যদি না পেতাম, তা হলে আমার কি হতো। আমার যে আজ তুমিই সব তুমি মুখ বিষণ্ণ করলে আমার কত কষ্ট হয়, শোভা!

শোভা আর কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে স্বামীর বক্ষে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া রহিল; সুরেশচন্দ্র শোভার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

এতদিন পর গৃহিণী মনে শান্তি পাইয়াছেন। পুত্রের মুখ দেখিয়া, তিনি যারপর নাই সুখী হইয়াছেন। মনে মনে বলেন "মধুসূদন! আমার সুরেশের মঙ্গল কর, তাহাকে যেন এমনি সুখী দেখিয়া মরিতে পারি। সরযূর বিষণ্ণভাব পূর্ব্বের মত না থাকিলেও শোভার ব্যবহার ও দাদার প্রফুল্ল মুখ তাহাকে কতকটা অন্য প্রকার করিয়াছে; শোভার কথাবার্ত্তায় সরযূ বুঝিয়াছে, সরলতার মত শোভার অন্তঃকরণও স্নেহ মায়ায় গঠিত। শোভা সময় সময় সরলতার অসাক্ষাতে সরযূর নিকট তাহার সম্বন্ধে

কত কথা জিজ্ঞাসা করে, শুনিয়া দুঃখ করে, সরলতার জন্য তাহার সংসার জ্ঞান শূন্য কোমল প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। সরলতার প্রতি শোভার এই সহৃদয়তা দেখিয়া সরযূ বুঝিয়াছে, শোভা দ্বারা সরলতার সাংসারিক অন্য কোন দুঃখ কষ্ট হবে না।

নয়।

বিবাহের পর প্রায় বৎসর দুই কাটিয়া গেল। বিবাহের পরই সরযূ শশুর বাড়ী চলিয়া গেল। মাঝে দুই তিন বার আসিয়া ছিল, বেশী দিন থাকিত না। কিন্তু মাঝে একবার আসিয়া সরলতাকে পূর্ব্বমত প্রফুল্ল না দেখিয়া শীঘ্র যাইতে মন সরিল না, ইচ্ছাপূর্ব্বক কিছুদিন থাকিয়া গেল, মুখে কোন কথা প্রকাশ করিল না। যাহা হোক, যদিও নরেন্দ্রনাথের জোর তাগাদায় বেশী দিন থাকা হইল না, তবুও বুদ্ধিমতী সরযূ বুঝিল যে ভিতরে কিছু হইয়াছে।

একদিন গল্প করিতে করিতে সরযূর পিতৃ ভবনের কথা উঠিতে নরেন্দ্রনাথ কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া একটু কর্কশ স্বরে বলিলেন, শুন, এবার তোমাকে আর সেখানে যেতে দিব

না। কেন? গেলে যে বাঘের মাসী হ'য়ে যাও, আর ফিরতে মন সরে না। সরযূ হাসিয়া বলিল—তবুও ভাল, আমি মনে করেছিলেম, যেন কি দোষ করেছি। দেখ, এতদিন একটা কথা তোমায় বলি নাই। যদি মন দিয়া শুন, তবে বলি। কি—কথা বলই না ছাই, না বল্‌তেই, মুখবন্ধ সুরু করেছ। এবার সেখানে একটা রোগী পেয়েছিলেম, ডাক্তারি করেছি। সে আবার কি? হাঁ-গো, সত্যি বলছি। রোগী কিন্তু স্বীকার করবে না, তার রোগ হ'য়েছে; কিন্তু জান, এ ডাক্তার বড় শক্ত ডাক্তার, এর হাত থেকে ব্যারাম গোপন করা সহজ নয়। কে রোগী? ছোট বেলায় মেডিক্যাল কলেজে কিছু পড়া ছিল, না কম্পাউণ্ডার সিপ পরীক্ষা দিয়ে নার্স হবার সখ হ'য়েছিল? বলিয়া নরেন্দ্রনাথ হাসিতে লাগিলেন। সরযূ বলিল—না, না, ও সব পড়া শুনা কোন দিনই নাই। এ ডাক্তারি শিখেছি নিজে ঠেকে। কি রকম খুলে বল, বুঝ্‌তে পারলেম না। যাও দুষ্টুমি রাখ, এ আর কে না বুঝে, এই যেমন তুমি আমি। ওঃ! রোগীটী—কে? আবার কে সেই অভাগিনী—সরলতা, দুনিয়ার হাবা যে! কেন এমন কি দেখ্‌লে? যা দেখ্‌বার সম্ভব, তাই। পরিবর্ত্তন গো, পরিবর্ত্তন হ'তে সুরু হয়েছে; সে সরলতা আর নাই। সকলে মিলে যে বিষবৃক্ষের সৃষ্টি করেছ, সেই বীজ হতে অঙ্কুর হতে আরম্ভ করেছে। আর দোষই বা কার দিব, সকলই কর্ম্মফল।

তুমি যদি আজকাল তাকে একবার দেখ বুঝ্‌বে আমি ব্যারাম ঠিক ধরেছি কি না। প্রথম হ'তে যে ভয় করেছি, ঠিক তাই দাঁড়িয়েছে। কারও মনে এতটুকু দয়া হলো না, কেহ বউটার ভবিষ্যৎ একবার ভেবে দেখ্‌ল না, পরে কি হবে! মা-ই না হয় ছেলের জন্যে জ্ঞানশূন্যা হয়েছিলেন আর সকলেরও কি বুদ্ধি লোপ হ'য়েছিল। পিসীমা এসে এত করে নিষেধ করলেন, মা প্রথমে স্বীকার ক'র তাঁর মতে মত দিয়েও শেষে যেন কি বুদ্ধি, চাপ্‌ল—নেচে উঠ্‌লেন, না বিয়ে দিতেই হবে। আহা বেচারা না হয় বুঝ্‌বার ভুল করেছিল বিনিময়ে যে বিষময় ফল ফলতে আরম্ভ হ'লো ইহার স্বাদ সকলকেই পেতে হবে। যদিও কিছু বুঝি না তবে এটা ঠিক যে. পতি পত্নী স্ববাদ যা তা সুবাদ নয়—এর দুইটিকে বিচ্ছিন্ন করা বড় শক্ত। আহা, সকলে মিলে কি অন্যায়ই করলে! নরেন্দ্রনাথ বলিলেন—ডাক্তারের রোগ নির্ণয়ের বাহাদুরী আছে। দেখ, স্ত্রীলোকেই স্ত্রীলোকের এসব ব্যারাম আগেই ধরতে পারে, সহজে ধরতে পারে। তাই ত, যদি ডাক্তারি পড়তে ভাল পসার হ'তো। যাও, যাও, তামাসা রাখ, একজনের দুঃখে, তোমাদের আমোদ হয়, না? নরেন্দ্রনাথ আর কোন কথা বলিলেন না।

মাস তিনেক পর সরযূ মায়ের কি একটা অসুখের সংবাদ পাইয়া, দেখিতে আসিল। মায়ের অসুখ বড় বাড়াবাড়ি

মত কিছু নয়, দুই চারি দিনের মধ্যেই তিনি আরোগ্য হইলেন।

সরযূর কাছে সরলতার মানসিক অবস্থা দিন দিন পরিবর্ত্তিত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। স্ত্রীলোকেই স্ত্রীলোকের এই পরিবর্ত্তন সহজে ধরিতে পারে। সরযূ যে কয়দিন ছিল, সরলতার উপর কড়া নজর রাখিল এবং মনে মনে বলিল "এই-বার দেখা যাবে সতীনকে স্বামী দিয়া কেমন স্থির থাকে"। যাহা হোক সরযূ এই প্রকার ভাবিলেও সরলতার দুঃখে আন্তরিক দুঃখীতা। শোভাকেও সরযূ ভালবাসিত। কিন্তু তবু মানুষের কেমন স্বভাব যে দুঃখীর জন্যই অধিক প্রাণ কাঁদে সেইজন্য তার দিকেই সহানুভূতি স্বভাবতঃ বেশী হয়। তারপর, পরদুঃখ কাতর প্রাণ সহজে পরের কষ্টে ব্যথা পায়। সরযূর তাহাই হইল, সে উঠিতে বসিতে সরলতার নীরব বেদনা অনুভব করিতে লাগিল। একদিন নির্জ্জনে পাইয়া বলিল "বৌদি, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বলবে" ?

সরলতা এতদিন সরযূর সকল কথাই হাসি তামাসার সহিত লইত এবং উত্তর দিত—। আজকে সরযূর আহ্বান যেন তাকে একটু সঙ্কুচিতা করিয়া ফেলিল, পূর্ব্বের মত অকপট ভাবে গ্রহণ করিতে পারিল না। অন্তরের দুর্ব্বলতা নিজের কাছে সর্ব্বদাই জাগরূক থাকে; অন্যে কেহ অন্য কোন প্রয়োজনে

আহ্বান করিলেও, মনে হয়, বুঝি আমার সেই দুর্ব্বলতা ইহার কাছে ধরা পড়িয়াছে; সে জন্য হৃদয় সর্ব্বদাই কম্পিত থাকে। ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। সরলতার অন্তঃকরণ আর পূর্ব্বের মত সতেজ নাই জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে সেখানে যেন কি একটা অভাব সময় অসময় উঁকি মারিতে সুরু করিয়াছে—হৃদয় দুর্ব্বল তাই সরযূর ডাক শুনিবা মাত্র সরলতা কিছু উৎকণ্ঠিতা হইয়া বলিল,—কি ভাই, কি জিজ্ঞাসা করবে?

সরযূ—আচ্ছা, বৌদি, সত্যকরে বল দেখি, তোমার মনের অবস্থা ঠিক আগেকার মত আছে কি না?

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ক্ষতের উপর আঘাত করিলে যেমন ব্যথা লাগে, সরযূর এই কথাগুলিও যেন সরলতার গোপন ঘায়ে ব্যথা দিল, তবুও যথাসাধ্য হাসিমুখে সরলতা বলিল—

কেন ভাই, আমার কি হয়েছে, দেখলে?

সরযূ—এই বুঝি তুই আমায় ভালবাসিস—? তুই মনে করেছিস আমি যেন কিছু বুঝি না। দেখ, আজকাল তুই আমার কাছে যেন কিছু গোপন করিস। বলি, আমি কি মেয়েমানুষ না?

সরলতা—কই কি হয়েছে? আমি ত কিছু জানি না।

সরযূ—না তা কি? তুমি জানবে কেন? আগুনে যার হাত পোড়ে সে যদি বলে, তার পোড়ে নাই, তবে কি মনে হয় বল্ দিকি?

সরলতা—কেন আমার কি হ'য়েছে, কি বল্‌ছ আজ?

সরযূ—আচ্ছা, আজকাল তুই দিন দিন অত রোগা হ'য়ে যাচ্ছিস্‌ কেন, মুখ অত শুক্‌নো? আচ্ছা, এখন তোর মনে মনে কোন একটা বড় কষ্ট হয়, না? আমার কাছে সত্য করে বল্‌ দেখি, তোর কি হ'য়েছে। আমার কাছে লুকাস নি। তোর মুখ দেখে আমার ভাই, বড় কষ্ট হয়!

সরযূ এই কথা বলিতে না বলিতে সরলতার মুখ কি রকম বিষণ্ণ হইয়া গেল। সত্যই সরযূ যদি এই দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারে তবে কি লজ্জা! এই ধারণায় সরলতার মুখ 'এতটুকু হইয়া গেল। হইলে কি হয়, আর সে নিজেকে অধিকক্ষণ সামলাইতে পারিল না। নিদারুণ মনকষ্টের উপর আন্তরিক সহানুভূতি বালির বাঁধ ভাঙ্গিলে হঠাৎ যেমন স্রোত প্রবলবেগে বহিয়া যায়, সেইরূপ সরলতার প্রাণের বাঁধ ভাঙ্গিয়া, নিমিষে সব উলট পালট করিবার উপক্রম করিল; কোন মতে আর নিজেকে লুকাইয়া অন্তরের প্রবল ঢেউকে বাধা দিতে পারিল না। চোখে ধারা ছুটিয়া বাহির হইতে চায়; এ নীরব রোদন মৌন বেদনা যাহা এতদিন মনের কোণে ছিল, আজ সুযোগ বুঝিয়া বাহিরে প্রকাশ পাইল। প্রায় এক বৎসর ধরিয়া হুতাশনে সরলতা পুড়িতেছে— একদিনের তরে কেহ বিন্দুমাত্র জানিতে পারে নাই—কাহাকেও জানিতে দেয় নাই। যে ভুল নিজে করিয়াছে—খেয়ালের বশবর্ত্তিনী

হইয়া অস্বাভাবিক ভুল করিয়াছে—বিষবৃক্ষ নিজ হাতে রোপন করিয়াছে—সুরেশচন্দ্রের প্রাণ ঢালা ভালবাসা—আকুল মিনতি—ব্যাকুলতা যে হেলায় উপেক্ষা করিয়াছে, তাহার পরিণাম ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে—বিষ ক্রিয়া অস্থি ভেদ করিয়াছে। প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, জীবন থাকিতে এ নীরব বেদনা কেহ জানিতে পারিবে না, কাহাকেও জানিতে দিবে না ; কিন্তু সহোদরা সদৃশা সরযূর আন্তরিকতায় আর লুকাইতে পারিল না। বহু কষ্টে রুদ্ধ অশ্রু সংযম বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিল। সরলতা দুই হাতে অঞ্চল দিয়া মুখ ঢাকিল, তবু চোখের জলে বুক ভাসিয়া গেল।

সরযূও কাঁদিল।

দশ।

কিছুক্ষণ পর দুঃখ ভারাক্রান্ত কণ্ঠে সরযূ দুই হাত দিয়া সরলতাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, বৌদি, চুপ কর, আর এখন কাঁদলে কি হবে ? যা অদৃষ্টে ছিল, বেশ ফলে গেল। নিজে হাতে করে বিষ খেয়েছ, এখন জ্বালা সইবে না ত কে সইবে। তা যা'ক একটা কথা বলি, এতদিন যা বলেছি, কোন দিন শোন

নাই, না শোনার ফল এখন দেখতে পাচ্ছ, হাতে হাতে, এখন থেকে মাঝে মাঝে দাদার সহিত কথা বলিস্। তুই কথা না বল্‌লে ত আর তিনি বল্‌তে পারেন না। আর, জানিস্, তিনি পুরুষ মানুষ, তোর প্রাণের কথা কি, তোর অন্তরে কত কষ্ট, তুই যদি মুখ ফুটে না বলিস্ তিনি কি করে জানবেন্। আমার কথা শোন ভাই, তাঁকে একটু জানতে দিস্। হাজার হো'ক স্ত্রী ত বটে, ফেল্‌তে পারবে না।

সরলতা এতক্ষণ রুদ্ধনিশ্বাসে হৃদয়ের বিক্ষোভ দূর করিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া উদ্বেলিত হৃদয়ে বলিতে লাগিল—ভাই নিজের বুদ্ধির দোষে যাহা খোয়াইয়াছি, সেজন্য কারও দোষ দিতে পারি না। এখন নিজের সেই সুখের জন্য কি অন্য একজনকে কষ্ট দিব? এ জীবন থাক্‌তে তাহা পারব না। সে সরলা বালিকা' তার ত কোন দোষ নাই; তার সুখের পথে অন্তরায় হ'য়ে, পাপের বোঝা আর বেশী করব না। মনে করছি, এ প্রাণ যদি পুড়ে ছাইও হ'য়ে যায় তবু তাঁহাকে জান্‌তে দিব না। সরলতা শেষে সরযূর দুই হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বলিল—ঠাকুরঝি, আমার কাছে সত্য করে বল, আমার এই ভাবান্তর কারও কাছে বল্‌বে না।

সরযূ একদৃষ্টে সরলতার বিষাদমাখা মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল—না ভাই, যখন বারণ করছ, আর কারও কাছে বলব না।

(মনে মনে বলিল—এক জন ছাড়া) কিন্তু মনের এই বোঝা তুই কেমন করে সহ্য করবি, তাই ভাব্‌ছি।

সরলতা আচল দিয়া মুখ মুছিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া বলিল—তুমি আমার জন্য ভেবো না, আমি ঠিক পারব। এখন ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তোমার দাদার একটি খোকা হোক, আমি তাকে কোলে নিয়ে মনের জ্বালা জুড়াই। ঈশ্বর কি এমন দিন দেবেন।

সরযূ যেন একটু অসন্তোষ হইয়া বলিল—

কি যে বলিস, ভাই কে জানে? চিরকালই তোর সব সৃষ্টি ছাড়া। তুই যে কি মনে করিস্‌, তুই জানিস। আমার কথা শোন্‌, দাদাকে তোর মনের অবস্থাটা জানা, তা হ'লে এ কষ্টের অনেক লাঘব হ'বে।

একটু নীরব থাকিয়া সরলতা বলিল—

ও অনুরোধ আর আমার না করাই ভাল, তুমি জাননা, তোমার দাদার কত অনুরোধ, কত বিনয় আবেদন অগ্রাহ্য করেছি এক একদিন এ অভাগিনীকে বুঝাইতে এসে আমার অবাধ্যতায় চোখের জল ফেলে বেরিয়ে গেছেন, তখনকার তাঁর সেই অবস্থা মনে হ'লে, আমার বুক ফেটে যায়। কত ব্যথা দিয়েছি তাঁকে, তার শাস্তি আমার না হ'লে ন্যায় বিচার হয় না। যা হো'ক, আমার জ্বালা আমারই থাক্‌। স্বয়ার্জ্জিত

পাপের শাস্তি ভোগ করতে থাকি। এজন্যে আর অমন পবিত্র ভালবাসা—মগ্ন দুটী প্রাণের মধ্যে পড়ে, কাঁটা হয়ে চিরকালের জন্য অশান্তি ঢেলে দিব না। আমি তা পারব না, আমার দ্বারা তাহা হ'বে না। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমিই করি।

সরযূ বলিল—

অভাগিনি, তুমি অমূল্যরত্ন হেলায় হারিয়েছ। যাক্, আমি কি বলছিলেম—হাঁ, আমি বলি, ভাই, যদি তোরই কপালে পুত্র থাকে, তবে না হবে কেন? তাহ'লে, তোর দুঃখ কতকটা দূর হ'বে। ভাই, তা হ'লে, আমার পাপের ফল ভোগ হ'লো কই। না, তা নয়; শোভার ছেলে হোক, 'তাকে কোলে করব, মানুষ করব। শোভাকে কিছু জানতে দিবনা, সে স্বামী নিয়ে সুখে থাকুক। আমি তার সন্তান কোলে পিঠে করিয়া স্বামীকে দেখিয়া নিজে সুখী হ'বার চেষ্টা করব, এ ছাড়া আর আমার অন্য কামনা হৃদয়ে স্থান দেওয়া উচিৎ নয়।

সরযূ অবাক হইয়া সরলতার মুখপানে চাহিয়া রহিল। মনে মনে বলিল—ধন্য মেয়ে তুই—ধন্য তোর প্রাণ—ধন্য তোর ত্যাগ, তুই, মানবী না দেবী।

সরযূ যে কয়দিন থাকিল প্রায়ই সরলতাকে লইয়া নির্জ্জনে উভয়ে উভয়ের মনের ভাব ব্যক্ত করিত। হঠাৎ একদিন

নরেন্দ্রনাথ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সময় ও সুযোগ বুঝিয়া নরেন্দ্র বলিলেন—কি গো, ব্যাপার কি, আমায় কি আর চাও না, না কি? সে খানে কি আর যাবে না? না, আর তোমার এখানে থাকা কোন ক্রমেই হ'তে পারে না; আমি কি চিরকাল এমনি করেই একলা থাক্‌বো না কি? সুরেশ বাবুর জোর কপাল, দুই দিকে দুই রাণী, তার উপর মাঝ খানে—কথা শেষ করিতে না দিয়া মাঝখানেই সরযূ বলিয়া উঠিল,—একেবারে জোর তলব যে, কেন আমি কি যাব না বলেছি যে, অত কথা শোনাচ্চ? সরযূ অভিমান ভরে পিছন ফিরিয়া বসিল। নরেন্দ্র আর কি করেন, হার হইল। তিনি সব সহ্য করিতে পারেন, কিন্তু সাম্‌নে যদি সরযূ মুখ ভার করিল তবেই তিনি দুনিয়া আঁধার দেখেন। যাহা হো'ক কি বলিবেন কি করিবেন, ভাবিয়া না পাইয়া, থতমত হইয়া বসিয়া রহিলেন। নরেন্দ্রের স্বভাব সরযূ বেশ ভাল জানিত, এতক্ষণ তাহার দুর্দ্দশা দেখিয়া মনে মনে হাসিতেছিল। ইত্যবসরে কাতর হইয়া নরেন্দ্র বলিলেন—অমনি রাগ হ'ল বুঝি? একটু তামাসাও করবার জো নাই; ভাল, যদি অন্যায় কিছু বলে থাকি না হয় এবার মাপ কর—সরযূও ইহাই চাহিতেছিল অতএব অভিমান ভাসিয়া গেল।

পরদিন সরযূ নরেন্দ্রের সহিত শ্বশুরালয়ে গেল।

সরলতার বুদ্ধি যেন আজকাল পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক তীক্ষ্ণ

। সে যেন সংসারে অনেক বিষয় বোঝে, অনেক জানে। প্রাণের অসীম যাতনা চাপিয়া শোভার সহিত যেভাবে মেসে, আলাপ করে, যত্ন করে, দেখে বোধ হয় যেন পূর্ব্বের সে সরলতা এ নয়। অথচ যে পিপাসা অহরহঃ প্রাণের মধ্যে পোষণ করে, স্ত্রীলোকের তাহা অপেক্ষা নিদারুণ যাতনা আর কি হইতে পারে। যাহা হউক, দুটী যেন মায় পেটের বোন। সরলতা সব কাজ কর্ম্ম করে, ঘুরে ফিরে বেড়ায়, সঙ্গে ছায়ার মত শোভা বেড়ায়, শোভা যদি না থাকে সরলতার যেন চলে না। শোভার যত্ন নিতে—চুল বাঁধ্‌তে থাওয়াতে সরলতা সর্ব্বদা ব্যস্ত; কোনদিন শোভা জোর করিয়া পান সাজিতে বসিলে, সরলতা তাহার গাল টিপিয়া আদর করিয়া বলিত;—না ভাই, রাখ; তোমার আর পান সাজ্‌তে হ'বে না। আমি পান সাজ্‌তে ভালবাসি, ইত্যাদি কত কথা বলিয়া তার হাত হইতে সমস্ত লইয়া নিজে পান সাজে, অথচ তাকে পাশে বসাইয়া রাখে।

প্রতিবেশিণীরা বলিতেন—"সতীন্ যে সতীন্‌কে এত ভালবাসে এ রকম কখন দেখি নাই"।

গৃহিণী শোভার প্রতি সরলতার আদর যত্ন দেখিয়া, নিজে আর সে দিকে যান না, মনে করেন সরলতা যা করে তার বেশী আর আমি কি করব। বধূদ্বয় শাশুড়ীকে খুব শ্রদ্ধা ভক্তি করে। তিনি সরলতার হাতে সংসারের সমস্ত ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া-

ছেন। তিনি বলেন—আমি কি আর চিরকাল থাক্‌ব, তুমি এখন বড় হ'য়েছ, সংসার বুঝে নাও, আমায় একটু ভগবানের নাম করবার অবকাশ দাও। তাই সরলতা প্রকৃত গৃহিণী।

সরলতা ইহাই চায়, সংসারের কাজকর্ম্মে সমস্ত দিন জড়িত থাকাই তাহার অভিপ্রায়, গৃহিণী সংসারের ভার তাহার উপর ন্যস্ত করিয়া প্রকারান্তরে, সরলতার দিন কতকটা সরল ও সহজ ভাবে কাটাইবার পথ দেখাইয়া দিলেন। সমস্ত দিন এটা ওটা লইয়া ডুবিয়া থাকিতে পারিলে, মনের দুর্বিষহ যাতনা উঁকি মারিবার অবসর পায় না, তাই গৃহিণী যখন সংসার সরলতাকে সঁপিয়া দিয়া অবসর লইলেন, সরলতা প্রাণের মধ্যে একটা শান্তির নিঃশ্বাস বোধ করিল। যখন সংসারের কোন কাজ দেখিতে না পাইত, শোভাকে লইয়া, তার আদর করিয়া সময় কাটাইত। শোভা সংসার-জ্ঞানহীনা বালিকা স্বামীর স্নেহে ভরপুর থাকিত বলিয়া, কোন দিন মনেও করিত না যে, কেন তার দিদি সংসারের খুটি নাটি লইয়া সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকে, অথচ সংসারের দাস দাসীর অভাব নাই, মুখের কথা বলিলেই সব কাজ হয়ে যায়।

সুরেশচন্দ্রের সংসার বেশ চলিয়া যাইতে লাগিল। যে সুখের জন্য এতদিন লালায়িত হইতে ছিলেন, সরলতার দ্বারা যে সুখ সাধ পূর্ণ করিতে না পারিয়া তিনি কত অশান্তি ভোগ করিতেন, এতদিনে শোভার দ্বারা সর্ব্ব রকমে পূর্ণ করিবার উপায় ও সুযোগ

পাইলেন। সে জন্য বিবাহের পর হইতে সরলতার কোন সংবাদই তিনি রাখিতেন না, অথবা সংবাদ রাখা প্রয়োজনই মনে করিতেন না। অতএব সরলতার হৃদয় আকাশে যে একখানা নিবিড় কাল মেঘ দেখা দিল, তাহা অপসারিত হইবার কোন সুযোগই হইল না, আর কখন যে হইবে তাই বা কে জানে।

যাহা হোক, সকলেরই দিন কাটিতে লাগিল, সুরেশ-শোভার দিনও কাটিতে লাগিল, সরলতার দিনও কাটিতে লাগিল, সকলেরই দিন চলিয়া যায়, দিন কাহারও সুখ দুঃখের জন্য অপেক্ষায় থাকে না, তবে একটু বিভিন্ন প্রকার।

একদিন সরলতা শোভাকে একটু অসুস্থ দেখিয়া বলিল—

শোভা, তোর কি হয়েছে, ভাই; কয়দিন হ'তে দেখ্ছি, কিছু খেতে চাস্ না, কোন অসুখ করেছে না কি?

নত মুখে শোভা বলিল—

কই অসুখ ত কিছু করে নাই, কেমন যেন খেতে ইচ্ছা করে না। সরলতা তার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল—

তবে কি, পো-য়া—শেষের কথাটি মুখ হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বেই শোভা হাত দিয়া সরলতার মুখ চাপিয়া ধরিল, সরলতার আর বুঝিতে দেরী হইল না। লজ্জায় শোভার চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল। তার অবস্থা সঙ্কট দেখিয়া স্নেহমাখা স্বরে সরলতা বলিল—

এতে আর লজ্জা কি ভাই, এত সকলকারই হয়ে থাকে। শেষে হাস্‌তে হাসতে শোভার মুখ খানা ধরে আদর করে বলিল—কেমন, বেশ একটী টুক টুকে খোকা হবে, সকলের কি আমোদ হবে; আমি যাই মাকে বলে আসি, বলিয়া আর অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেল। শোভা যেন কত অপরাধে অপরাধিণী, এমনি ভাবে জড় সড় হইয়া তথায় বসিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল—

কি লজ্জার কথা, মা কি মনে করবেন, দিদিই বা কি মনে করবেন, ক্ষণে ক্ষণে শোভার মুখ লাল হইয়া উঠিতে লাগিল। সুরেশচন্দ্র শয়ন ঘরে যাইবার সময় শোভাকে একাকিণী এইরূপে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া হাত ধরিয়া বলিলেন—

কি হয়েছে শোভা, একলা বসে রয়েছ কেন ?

শোভা মুখে কিছু না বলিয়া সুরেশচন্দ্রের বক্ষে মুখ লুকাইল! সুরেশচন্দ্র জিজ্ঞাসার কারণ ভুলিয়া গেলেন।

এগার

গৃহিণী সরলতার মুখে শোভার সন্তান লক্ষণ শুনিয়া সুখী হইয়া বলিলেন—নারায়ণ, এমন দিন কি দিবেন; সুরেশের খোকার মুখ আমি দেখ্‌ব। শেষে, নারায়ণের চরণ তুলসী লইয়া শোভার গলায় মাদুলি করিয়া দিলেন।

সরলতা আঙ্গুলে খড়িকা মাপিয়া হাসিতে হাসিতে শোভার মাথায় গুজিয়া দিল। সকলেই শুনিল, দাস দাসীরাও শুনিল খুসী হইল; দাদাবাবুর খোকা হবে, কত আশা, তারা বক্‌সিস্ পাবে। অনতিবিলম্বে সরলতা সরযূর নিকট পত্র লিখিল—ভাই ঠাকুরঝি, আমাদের বড় আনন্দের দিন, বিশেষতঃ আমার; আমার—এইবার বোধহয় ঈশ্বর আমার বাসনা পূর্ণ করিবেন। যা হো'ক, তুমি একবার আস্‌লে ভাল হয়, শোভার… ……….

সরলতার সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী —সরযূ পত্র পাইয়া পিত্রালয়ে আসিয়া হাজির হইল। সরলতা হাসিতে হাসিতে সরযূর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কত কি বলিবে ভাবিতে লাগিল প্রাণের মধ্যে কত কথা সর্পজিহ্বার মত ফোঁস ফোঁস করিতে লাগিল, কিন্তু কি যেন হইল, হঠাৎ বলিবার কোন ভাষা

খুঁজিয়া পাইল না; অথচ সে বুঝাইতে চায়, সরযূকে জানাইতে চায় "সে আজ কত সুখী"। সমদুঃখ ভাগিনী সরযূ সরলতার অশান্ত হৃদয়ের আবেগময়ী উচ্ছাস কতকটা বুঝিতে পারিয়া তিন বৎসর পূর্ব্বেকার মত আদর করিয়া মুখখানি তুলিয়া বলিল—বেশত ভালই সুখের বিষয়। মনে মনে বলিল—হায় অভাগিনি! আজ যে সন্তানের জননী নিজে হতিস, ইচ্ছা করে, খেয়াল করে, সে সুখে বঞ্চিতা হ'য়ে সতীনের খোকার আহ্লাদ করছ! যাক্, কি দোষ তোর, ঈশ্বরের খেলা, তোর ললাট লিখন।

একদিন সুরেশচন্দ্র আগ্রহের সহিত শোভার চিবুক ধরিয়া বলিলেন,—শোভা, বল, সকলের মুখে যা শুনছি, তাহা কি সত্য?

শোভা বালিকা সুলভ লজ্জায় দুই হাতে মুখ আবৃত করিয়া রহিল, কোন কথা বলিতে পারিল না। সুরেশচন্দ্র হাসিয়া শোভাকে আদর করিয়া বলিলেন।—এর জন্য আর লজ্জা কি বেশ একটী সুন্দর খোকা হবে, আমাদের দুজনের প্রাণের জিনিস. তোমার এতে আহ্লাদ হ'চ্ছে না! শোভা স্বামীকে মুখে কিছু না বলিয়া কৌতূহল পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তাহার মুখে চোখে নীরব আনন্দ প্রকাশ করিবার ভাষা পাইল না, লজ্জা প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল।

সুরেশচন্দ্র দুই হাতে শোভার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া এক

দৃষ্টে দেখিতে দেখিতে বলিলেন—এত আনন্দের মধ্যেও কেমন ভয় হ'চ্ছে, পাছে তোমার কোন অসুখ হয়!

এইবার শোভা কথা বলিবার অবকাশ পাইল। সুরেশচন্দ্রের মুখে অসুখের কথা বাহির হইলেই, শোভা মনে করিত, আর সে স্বামীকে সুখী করিতে পারিল না। তাই কিছুক্ষণ পর মুখ একটু নিচু করিয়া বলিল—ঐ—এক কথা, অসুখ হবে কেন? আর হয়ই যদি সেরে যাবে। কতদিন বলেছ আমার ছেলে হ'লে, তুমি সুখী হ'বে; আমি তোমায় সুখী দেখ্‌তে পাব, ইহা কি আমার কম সৌভাগ্যের কথা! তোমার যোগ্যা হইবার, তোমায় সুখী করবার স্পর্দ্ধা আমার কোন দিনই নাই।

সুরেশচন্দ্র বলিলেন—কেন জানি না, সে সুখের চাইতে তোমার কষ্ট হবে মনে হলে, আমার বড়ই মন কেমন হয়। শোভা—ভেবো না। তোমার মুখে হাসি না দেখ্‌লে আমার বড় কষ্ট হয়।

সুরেশ—আচ্ছা, সরলতা তোমায় কি বললে। হঠাৎ আজ স্বামীর মুখে দিদির নাম শুনিয়া শোভা কিছু আশ্চর্য্য হইল এবং কোন কথা না বলিয়া স্বামীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। সুরেশচন্দ্র বলিলেন—বুঝ্‌তে পারছ না, তোমার দিদি—সরলতা।

শোভা—হাঁ গো, বুঝেছি। তবুও তাঁর নামটা আজ ও

মুখ দিয়ে বেরুল। যা হোক, দিদির বড় ভাগ্য। আর দেখ, দিদির মত এমন অমায়িক সরল মেয়েমানুষ আমি দেখি নাই শুনিও নাই। এই ত এত দিন হয়ে গেল এক সঙ্গে রয়েছি যেন শোভা বল্‌তে অস্থির—কি খাবার সময়, কি কাজ কর্ম্ম; বলব কি, খাবার সময়—শোভা এটা খাও, শোভা ওটা খাও। যদি বলি না খেতে পারি না তা আদর করে হোক, ধমক দিয়ে হোক, এমন কি পাঁচ বৎসরের মেয়ের মত ধমক দিয়ে, ভয় দেখায়ে হোক, খাওয়াবে তবে ছাড়বে। একটি দিন চুল বাঁধতে না গেলে রক্ষা নাই, যেখানে থাকি টেনে নিয়ে যাবে। মার পেটের বোন কেমন, জানি না; তবে বোধ হয় এর চেয়ে বেশী হয় না।

সুরেশচন্দ্র গম্ভীর মুখে বলিলেন—হাঁ, তা একটু জানা আছে। তারপর নিমিষে মুখের ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া বলিলেন—তোমার দিদি কি বল্‌লে?

শোভা হাসিতে হাসিতে বলিল—ও, দিদির কি আহ্লাদ কি স্ফুর্ত্তি।

সুরেশ—সরলতা তোমায় খুব ভালবাসে, না শোভা? তুমিও কি তাকে তেমনি ভালবাস?

শোভা—তোমার কি মনে হয় আগে আমায় বল, তবে আমি বল্‌ব।

সুরেশ—আমার মনে হয়, তুমি তাকে বড় বোনের মত ভাল-

বাস। সরলা শোভা সরলভাবে বলিল—ঠিক বলেছ। দিদিকে খুব ভালবাসি। কিন্তু জান, মাঝে মাঝে আমার বড় কষ্ট হয় যে, দিদিকে একদিনও ডেকে কথা বল না; আচ্ছা, এটা কি ভাল দেখায়! শোভা করুণ চোখে সুরেশচন্দ্রের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

সুরেশচন্দ্র একটু কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া বলিলেন—বেশ যা হ'ক, তোমার দিদি যে কথা বলে না, তাহা আর দেখতে পাও না। জানো, আমি তোমার দিদিকে ত্যাগ করি নাই, ইচ্ছা করে আমায় ত্যাগ করেছে। তুমি জান না, কিন্তু এক সময় কত বড় কষ্ট পেয়েছি, কত অশান্তি ভোগ করেছি, প্রাণের জ্বালায় ছটফট্ করেছি; থাক্, ভগবানের করুণা, তোমায় পেয়ে আমার সে সব খেদ দূর হ'য়েছে। অত কষ্ট পেয়েছিলেম বলেই বুঝি, আজ তোমার মত অমূল্য রত্নকে লাভ করে সব দুঃখ ভুলেছি।

শোভা সুরেশচন্দ্রের কথার হাঁ না কোন উত্তর না দিয়ে বলিল—দেখ, তুমি যাই বল; দিদির জন্য আমার সত্যই বড় দুঃখ হয়। স্ত্রীলোকের সার সুখ স্বামী সুখ, সে সুখে দিদি চিরজীবনের মত বঞ্চিতা। একবার ভেবে দেখত কি কষ্ট, দিদি প্রাণে কি অনল জ্বেলে রেখেছেন! ধন্য তাঁর ধৈর্য্য—ধন্য তাঁর সহ্য গুণ!

সুরেশ—দেখ শোভা, যা বল্‌লে, সব সত্য, সরলতা হইতেই আমার দুঃখ আবার তার জন্যই আজ তোমার ন্যায় রত্ন

লাভে সমর্থ হয়েছি। আমি আর কিছু চাই না। তুমিই আমার—

শোভা বাধা দিয়া বলিল,—দিদি ছোট বেলায় অমন করত, ছেলেবেলায় সকলকার বুদ্ধি সমান থাকে না। আমার মনে হয়, এখন তুমি যদি দিদিকে ডেকে কথা কও, তা হলে দিদির দুঃখ যায়, দিদি সুখী হয়। আর বল্‌ব কি, আমারও মনে দ্বিগুণ আহ্লাদ হয়। উত্তরের আশায়, শোভা আগ্রহে স্বামীর মুখ পানে চাহিয়া রহিল।

সুরেশচন্দ্র শোভার হাত হাতের মধ্যে লইয়া কতকটা যেন অন্য মনস্ক ভাবে কি ভাবিতে লাগিলেন। বোধ হইল, বহুদিনের বিস্মৃত স্মৃতি হৃদয়ের অন্ধকারতম কোণে ক্ষীণ একটা আলো রেখায় পরিণত হইল। সেই স্মৃতি রেখা বিস্মৃত হইবার জন্য সুরেশচন্দ্র ব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন—বল্‌তে পারি না—কিন্তু আর নয়, আর সে প্রবৃত্তি নাই।

শোভার হৃদয়ে তখন সরলতার দুঃখ ভরপুর হইয়া উঠিয়াছিল ধীরে ধীরে মাথার চুলগুলি যথাস্থানে সরাইয়া দিতে দিতে ব্যথিত স্বরে বলিল—দেখ, আমার অপরাধ নিও না, হাজার হোক, বিবাহিতা স্ত্রীত বটে, না বুঝিয়া যদি একটা অন্যায় করেই থাকে তাই বলে কি মেয়েমানুষের দোষ পুরুষের ধরা উচিৎ। আমরা অল্প বুঝি, তাই না বুঝে যদি একটা দোষ বা অন্যায় করে ফেলি,

তার কি আর মার্জ্জনা নাই। তুমি বল, দিদিকে ডেকে কথা কইবে, আমার মত দিদিকে যত্ন করবে, ভালবাস্‌বে, না করলে জান্‌ব যে তুমি আমাকেও ভালবাস না। বলিয়া শোভা মুখ ভার করিয়া বসিয়া রহিল।

শোভার কথা শুনিয়া সুরেশচন্দ্র যেন চমকিয়া উঠিলেন, চমৎকৃত হইলেন। শোভা আজ এ বলে কি! আজ এত কথা বলে কেন! তবে কি ইহার মধ্যে সরলতার কোন ইঙ্গিত আছে —না; তাও ত বোধ হয় না, সরলতা এত নীচ হ'বে, অসম্ভব; তার অন্তঃকরণ যে অন্য উপাদানে গঠিত। অথবা মানুষের মন, কালচক্রে অসম্ভবও সম্ভব প্রতীয়মান হয়—তা হ'লে এতদিন পর সরলতা কি নিজের ভুল বুঝেছে, তাই হবে। বোধ হয় পূর্ব্বের মত আর সদানন্দময়ী হাস্যময়ী নাই বোধ হয় হাসিমাখা মুখে বিষাদের ছায়া পড়েছে, তাই লক্ষ্য করে স্বভাব কোমল শোভার মনে বেজেছে যে, আমার ব্যবহারই তার যত কষ্টের, দুঃখের কারণ; না যা'ক, আর ও সব চিন্তা ভাল লাগে না। অবশেষে বলিলেন,—

কেন শোভা, আজ এরূপ ছেলেমানুষি করছ। আমা হ'তে আর হ'বে না। তুমি ছাড়া আর কেহ এ হৃদয়ে স্থান পাবে না. আর কাহাকেও তোমার মত আদর করতে পারব না। প্রাণ ত মোটে একটা, ভাগ করব কি করে।

শোভা কি উত্তর আশা করিয়াছিল, আর স্বামীর মুখ হইতে কি উত্তর শুনিল, তাই মলিন মুখে অন্যদিকে চাহিয়া রহিল. অভিমানে তাহার আনত চক্ষু দুটী ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। শোভার এই ভাব বৈলক্ষণ সুরেশচন্দ্রের প্রাণে বড় লাগিল, তাই কালবিলম্ব না করিয়া আদর করিয়া বলিলেন,—

শোভা—শোভা, কেন আজ তোমার মনে এ সব খেয়াল হ'ল।

শুন, তুমি মনে করছ, তোমার অনুরোধ সামান্য, কিন্তু প্রকৃত তাই নয়। তোমার এ অনুরোধ রাখা কত শক্ত, সে কেবল আমি বুঝতে পারছি, যা'ক আমায় মাপ কর, তোমার এ অনুরোধ আমি রাখতে পারব না। এমন অন্যায় আবদার আর করো না। ইহাতে আমার বড় কষ্ট হয়।

মলিন মুখে শোভা সুরেশচন্দ্রের কাছ হইতে উঠিয়া জানালার নিকট গেল এবং জানালার সিক ধরিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল—যদি সত্যই কষ্ট হয়, আর না হয় না বলব, কিন্তু আজ একটা কথা আমাকে বলতেই হ'বে; কষ্ট হয়, তবুও দয়া করে শোন। যেন মনে ক'রো না আমি তোমায় উপদেশ দিচ্ছি। সে কথা এমন কিছু নয়, তাহা তুমিও বোঝ এবং জান; তবে আমাকে বল্‌তে হচ্ছে, এই যা। লোকে কি দুই স্ত্রী নিয়ে ঘর করে না যে তোমার এত অদ্ভুত মনে হচ্ছে।

আমার বড় সাধ হয়েছিল, তাই তোমায় এত করে অনুরোধ করছি। দিদি অমন করে থাকে, অমন করে বেড়ায়—এখনই কি দিদির সে বয়স হ'য়েছে—দেখে আমার বড় কষ্ট হয়। তুমি আমার কাছে যেমন, দিদির কাছেও তেমনি; মনে হয় দিদিকে বঞ্চিতা করে নিজে ভোগ করি, আমি কি স্বার্থপর দিদির কত বড় শত্রু আমি; তা তুমি যদি আমার কথা না রাখ আমি কি করতে পারি, বল।

এই কথা শুনিয়া সুরেশচন্দ্র কি যে বলিবেন, কি যে করিবেন, বুঝিতে পারিলেন না। তিনি বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন এক দিকে শোভার আবদার দারুণ অভিমান, অন্য দিকে আত্ম বলিদান। তিনি কিছুক্ষণ নীরবে মনে মনে ভাবিলেন—শোভার প্রার্থনা পূর্ণ করলে কি হয়, না করলে কি হয়, উভয় দিকেই দোষ, ফল—দুঃখময়—প্রার্থনা মুখে বললে, সামান্য; কিন্তু কি ভয়ানক! শেষে প্রকাশ্যে বলিলেন,—বল শোভা, কি করলে তুমি সুখী হও; তাহাতে আমার যতই অনিচ্ছা থাক যতই কষ্ট হোক, আমি প্রস্তুত আছি, বল কি করতে হবে।

সুরেশচন্দ্রর কথা শুনিয়া শোভার মলিন মুখ আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। হাসিয়া শোভা বলিল—তোমার কথা শুনে বড় আহ্লাদ হচ্ছে। আচ্ছা ত'হলে, লোকে যেমন স্ত্রীকে আদর যত্ন করে দিদিকে তাই করবে. তা হলেই আমার সাধ পূর্ণ হয়।

বালিকা শোভার এই সরলতা দেখিয়া সুরেশচন্দ্র স্তম্ভিত হইলেন। স্বপত্নীর জন্য কেহ এরূপ স্বামীকে বলে কি! শোভার হাত ধরিয়া সুরেশচন্দ্র বলিলেন,—আচ্ছা, তোমার দিদি যদি আমার যত্ন না নেন, তা'হলে আর আমায় কিছু বল্‌তে পারবে না, কিন্তু স্বভাবসিদ্ধ হাসি হাসিয়া শোভা বলিল,—তা তখন দেখা যাবে। এখন এখানে একটু থাক দেখি, এই আমি আস্‌ছি। সুরেশচন্দ্র কথাটা বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন—হাজির ত আছিই, শীঘ্র আস্‌বে কিন্তু।

এক পা দ্বারের বাহিরে দিয়া তেমনি হাস্‌তে—হাস্‌তে—"না, বেশীক্ষণ একলা থাক্‌তে হ'বে না," বলিয়া হরিণীর ন্যায় ক্ষিপ্র গতিতে শোভা ছুটিয়া গেল।

বার

সুরেশচন্দ্র একাকী সেই—নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া কত কি ভাবিতে লাগিলেন—ভাবিতে লাগিলেন শোভাময়ীর শোভা আজ সম্পূর্ণ প্রকাশ পাইল। স্বপত্নীর সুখের জন্য এত লালায়িত হইতে আজ পর্য্যন্ত কেহ কাহাকে দেখিয়াছে কি না সন্দেহ! কি করি, শোভার গুণে আমার প্রাণ ভরপুর, অন্য কিছু ভাল

শোভা—লোকে কি দুই স্ত্রী নিয়ে ঘর করে না

। ১৪ পৃষ্ঠা ।

লাগে না, কি করে মুখে আর একজনকে আদর যত্ন দেখাব, ইহা যে একেবারে অসম্ভব।

শোভা যে আব্দার ধরেছে, তাতে সহজে যে ছাড়্‌বে বোধ হয় না। সরলতা যদি পূর্ব্বের মত থাকে, তবেই মঙ্গল; না হ'লে, কি মুস্কিলেই ঠেকতে হবে। ইত্যাদি ভাবিতে—ভাবিতে, একাকী একখানা বই লইয়া অন্য মনস্ক ভাবে পাতা উল্টাইতে লাগিলেন।

শোভা যাইয়া দেখিল সরলতা তাহার ঘরে নাই, মনে করিল মরি কাছে, দেখে সেখানেও নাই; এদিক ওদিক খুজিয়া দেখিল সরলতা অন্দরের বাগানে ফুল তুলিতেছে। শোভা আস্তে আস্তে—যাইয়া পিছন হইতে তাহার দুই চক্ষু টিপিয়া ধরিল। প্রথমে সরলতা চমকিয়া উঠিল, পরে হাসিয়া বলিল—শোভা, এই বুঝি তোর খেলা করবার সময়। এতদিন যেন সময় অসময় কিছু মানতিস্ না এখনত আর তোর সে অবস্থা নয়। শোভা এক গাল হাসিয়া কয়েকটা ঝরা ফুল তুলিয়া সরলতার চোখে মুখে ছুরিয়া দিয়া বলিল—ওমা! এত নিয়ম আইন এর মধ্যে শিখেছ। তুমি আস্‌তে পার নিয়মের বাঁধা নাই—আর আমার পক্ষেই যত বাঁধা বাঁধি নিয়ম, ভাল যা হোক! কেন আমার কি হয়েছে যে, আস্‌ব না। যাক্‌গে,—তোমায় কোথাও খুজে না পেয়ে মনে করলেম, বাগানেই আছ, তাই না এসে থাক্‌তে পারলেম না।

সরলতা হাসিয়া বলিল, শোভা, ও শোভা, তোর আজ হয়েছে কি, তুই আজ এতকথা কোথায় শিখ্‌লি, মুখে যে আজ খৈ ফুট্‌ছে; আচ্ছা, বল্‌ত আজ আমায় এত খোজা খুজি কেন! শোভা সরলতার নিকটে গিয়া বাগানের এদিক ওদিক একবার ভাল করিয়া দেখিয়া সরলতার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল—উনি তোমায় একবার ডাক্‌ছেন, কি যেন বলবেন। এই কথা শুনিবা মাত্র সরলতার মুখ হঠাৎ অস্বাভাবিক গম্ভীর হইল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ম্লান সন্ধ্যা আলোকে শোভার মুখের দিকে চাহিয়া একটু রুক্ষস্বরে বলিল,—শোভা, আমি না তোকে মার পেটের বোনের মত ভালবাসি, সে জন্য বুঝি আমার সঙ্গে তামাসা করতে এসেছিস্; সাক্ষাতে সমস্ত দেখে, জেনে তুই আমার সঙ্গে চালাকি করিস্, ভাল। একটু থামিয়া কোমল স্বরে বলিল,—আর কোন [illegible]ন যেন তোর মুখে এসব কথা না শুন্‌তে পাই। লক্ষ্মীটি, তুমি শুনে এসে বরং আমায় বল আমার অনেক কাজ আছে, এখনি মার কাছে যেতে হ'বে।

সরলতার চাহনি ও কথার ভঙ্গিতে শোভা থতমত খাইয়া গেল। বাস্তবিকই শোভার মনে একবারও হয় নাই যে, দিদি একথা শুনলে তামাসা মনে করবে। যাহা হউক, ব্যথিত চক্ষে সরলতার মুখের প্রতি চাহিয়া আবার বলিল—না, দিদি, আমি সত্য বল্‌ছি—তোমার সঙ্গে কখন চালাকি করতে আসি নাই। বলিয়াই শোভা

প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল। সরলতা তাড়াতাড়ি শোভার মুখচুম্বন করিয়া বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—তুই ত সবই জানিস, শোভা! শোভার আর বুঝতে দেরী হইল না যে, দিদির রাগ দূর হইয়াছে। তখন আবার বলিল—না দিদি, আমি শুনলে হবে না. তুমি যাও; ভারি দরকার, না গেলেই নয়। তোমার পায়ে পড়ি দিদি একবার শুনে এস।

সরলতার বুক দুর্ দুর্ করিতে লাগিল। আগে কখন তাহাকে এমন বিপদে পড়িতে হয় নাই, আজ সে বড় বিব্রত হইয়া পড়িল। শেষে নেহাৎ নিরুপায় হইয়া প্রায় রুদ্ধ শ্বাসে বলিল—শোভা অন্য দিনের মত আমার হ'য়ে শুনে এসে, বল লক্ষ্মিটী!

শোভা—না, তুমি যাও, নইলে তোমার পা ছাড়ব না। সত্যই শোভা সরলতার দুই পা জড়াইয়া ধরিল। সরলতার বিষম সঙ্কট কি করে! যা হোক ধীরে ধীরে পা সরাইয়া লইয়া বলিল—ওঠ্ চল্ যাই। সরলতা যাইতে মুখে স্বীকার করিল, কিন্তু তার ভিতরে তুমুল ঝটিকা বহিতে লাগিল। শোভা যদি একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিত. দেখিতে পাইত যে, সরলতা কত কষ্টে চলিতেছে, আনন্দের আধিক্য হেতু শোভার সে দিকে খেয়াল ছিল না।

শোভার শয়ন কক্ষের সম্মুখে যাইয়া শোভা বলিল—চল না তুমি, এই আমি যাচ্ছি—বলিয়া সরলতার হাত ধরিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। সরলতার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল। দেহের সমস্ত

রক্ত যেন জল হইবার উপক্রম হইল, সমস্ত সংসার সরলতার চোখের সামনে চক্রের মত ঘুরিতে লাগিল, পিপাসায় কণ্ঠ জিহ্বা শুষ্ক হইয়া বাকরোধ হইবার উপক্রম হইল, কোনও ক্রমে মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। এই অবসরে শোভা ঘরের দ্বার বাহির হইতে বন্দ করিয়া দিয়া পলাইয়া গেল,. সরলতা কিছু জানিতে পারিল না।

সুরেশচন্দ্র নিরুপায় হইয়া কি যে করিবেন, খুজিয়া পাইলেন না। শোভাকে বিবাহ করিবার পর এই প্রথম নির্জ্জন গৃহে সরলতার সহিত সাক্ষাৎ। অন্য সময়ও সরলতা সাধ্যমত সুরেশচন্দ্রের দৃষ্টি এড়াইয়া চলিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিত। আজ বহুদিন পর এইরূপে সুরেশচন্দ্রের কাছে—গৃহমধ্যে—নির্জ্জনে, একাকিনী—সরলতা উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিল, নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল, নিজেকে নিতান্ত অপরাধিনী মনে করিল। সুরেশচন্দ্র জানিয়া চুপ করিয়া থাকিয়া মনে মনে শোভার এই গর্হিত কার্য্যের জন্য দোষি করিয়া নিতান্ত দায়ে পড়িয়া উঠিয়া আসিয়া সরলতার হাত ধরিয়া শর্য্যায় আনিয়া বসাইলেন। অনুভবে বুঝিলেন, এ সে সরলতা নয়। তৎকালীন সরলতার ক্লিষ্ট পাংশু মুখ দেখিয়া দয়া হইল। আজ সুরেশচন্দ্রের হস্ত স্পর্শে সরলতার শরীর ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল, সে জীবনে এই প্রথম স্বামীর স্পর্শ সুখ অনুভব

করিল। সুরেশচন্দ্র দেখিলেন, সরলতার বসিয়া থাকিতে কষ্ট হইতেছে, বলিলেন—সরলতা, তোমার কি অসুখ হ'য়েছে। সরলতা কোন কথা না বলিয়া উদাস দৃষ্টিতে সুরেশচন্দ্রের পানে চাহিয়া রহিল, সে হৃদয়ের স্পন্দন সুরেশচন্দ্র এতটুকুও অনুমান করিতে পারিলেন না। মনে করিলেন সরলতার অসুখ হইয়াছে আর চুপ করিয়া না থাকিয়া বলিলেন—এইখানে শোও, তোমার বড় কষ্ট হচ্ছে। হাতে হাত দিয়া দেখিলেন, সরলতার হাত বরফের মত ঠাণ্ডা; শরীর কাঁপিতেছে। তাড়াতাড়ি সরলতাকে শয্যায় শয়ন করাইয়া তাহার মস্তক নিজ উরু'পরে তুলিয়া লইলেন। অভাগিনী সরলতার এ সুখ অসহ্য হইল। স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া অর্দ্ধ অচেতনাবস্থায় পড়িয়া রহিল।

সুরেশচন্দ্র শোভাকে বিবাহ করিবার পূর্ব্বে কতদিন সরলতাকে স্পর্শ করিয়াছেন কিন্তু সরলতা সে স্পর্শের মর্ম্ম কখন বুঝে নাই—বুঝে নাই—স্বামী—কি—বস্তু, আজ তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। হায়! তবু মুখ ফুটিয়া বলিবার ক্ষমতা নাই। স্বামী-প্রেম বঞ্চিতা আজ মর্ম্মে-মর্ম্মে-অনুভব করিল—বুঝিল, যাহা হেলায় হারাইয়াছে তাহা আর এ জীবনে পাইবার নয়। যাহা আগে বুঝে নাই, তাহা আজ স্বপত্নীর পার্শ্বে স্বামীকে দেখিয়া বুঝিয়াছে—কিন্তু বুঝিবার আগে তার মৃত্যু হইল না, কেন—মৃত্যু যন্ত্রনা কি এ যন্ত্রনা অপেক্ষা শ্রেয়ঃ নয়,—দিবারাত্র-বুকে

তুষানল জ্বলিতেছে—তাহার পর আজ এই ইন্ধন, এ অনল কি আর নিভিবার! হায়! চিতার অনল ইহা অপেক্ষা কত শীতল!

সরলতার এরূপ অবস্থা দেখিয়া সুরেশচন্দ্র যত্ন সহকারে ধীরে ধীরে তাহার মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন—এখন কেমন আছ। সরলতা এতক্ষণ অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল। সুরেশচন্দ্রের যত্নে অননুভূত শান্তি অনুভব করিল, স্বামীর আদরের কর স্পর্শ স্ত্রীলোকের কত-শান্তি-দায়ক—কত তৃপ্তিকর—আজ সে বুঝিল – বুঝিল স্বর্গ কখন চক্ষে দেখি নাই, সেখানকার সুখ কি, জানি না; তবে এ সুখ স্পর্শের চেয়ে বেশী কি? বুঝিল স্বামী-সুখ যে নারীর অদৃষ্টে-নাই-তার চেয়ে অভাগিণী বুঝি সংসারে আর কেহ নাই—অতএব কুটির বাসীন, কুটীর বাসীনী হইয়াও যদি দিনান্তে একবেলা শাক অন্নে উদর পূরণ করতঃ শত-ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড দ্বারা কোন প্রকারে শীত নিবারণ করিয়া হাসিমুখে সংসার করে, সে কেবল এই স্বামীর মুখের একটি সুধামাখা কথার জন্য স্বামীর প্রাণ ঢালা ভালবাসার জন্য। সম্পূর্ণ জ্ঞান ফিরিয়া পাইয়া সরলতা মনে মনে ভাবিল, হায়! কেন আমি না বুঝে হেলায় এ রত্ন হারাইয়াছি।

সরলতাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া সুরেশচন্দ্র আবার বলিলেন—এখন একটু সুস্থ বোধ হ'চ্ছে, কাহাকেও ডাকব?

মৃদুস্বরে সরলতা বলিল—না, ডাক্তে হ'বে না, আমি সুস্থ হয়েছি।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া পুনরায় বলিল—তুমি আমায় ডেকে-ছিলে? সুরেশচন্দ্র কি উত্তর দিবেন খুজিয়া পাইলেন না। কিন্তু আজ সরলতাকে দেখিয়া তিনি বড়ই আশ্চর্য্য হইলেন, মনে হইল এ কি সেই সরলতা! কতদিন কতভাবে তাহাকে দেখিয়াছেন, কিন্তু এত সুন্দর কোন দিন দেখেন নাই—কোন দিন দেখেন নাই কোন দিন ভাবেন নাই, এই স্বর্ণলতাটীর ভবিষ্যৎ কি হবে—কোন বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া দগ্ধ সংসারের তাপ সহ্য করিয়া ধীরে ধীরে বর্দ্ধিতা হইবে। না হয় সেই একটা খেয়ালের বশবর্ত্তিনী হইয়া এতদিন তোমা হইতে পৃথক ছিল, কিন্তু শিক্ষিত যুবক তুমি—তুমি কোন্ ন্যায়ের পথে ন্যায় বিচার করিয়া তাহার জীবনটাকে এত অসহনীয় করিয়া দিলে? তাহার চেয়ে তুমি ত বেশী সংসার জ্ঞান, তাহার চেয়ে সংসারের জ্ঞান ত অনেক বেশী, তবে কেন তার আজ এত মর্ম্ম যাতনা, অদৃশ্য অনল শিখার দহন! সুরেশচন্দ্র, এক দিন না তুমি উপদেশ ছলে তাকে বুঝিয়েছিলে—স্ত্রীলোকের দিন এমন ভাবে যায় না,—কারও যায় নাই, তোমারও যাবে না, সেই তখন না বুঝুক তুমি যদি বুঝেছিলে, যদি সত্যই তোমার প্রাণ তার জন্য কেঁদেছিল তবে, কেন অপেক্ষা করলে না!

নীরবে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। সরলতা পুনরায় বাক্যহীন স্বামীর মুখের প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল "আমায় কি ডেকেছিলে"? হায়! সুরেশের মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না।

হায়! সুরেশচন্দ্র কোন উত্তর দিলেন না! তোমার বিদ্যা বুদ্ধি কি এককালীন লোপ হইল, যদি সত্য উত্তর দিতে বোধ হয় অভাগিনী সরলতা মূল ছিন্ন লতার মত লুটাইত না, হয়ত ক্ষীণ আশা-রেখা হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিত। যাহা হোক' সুরেশচন্দ্র কোন উত্তর না দিয়া পূর্ব্ববৎ সরলতার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

সরলতা মর্ম্মাহত হইল, বুঝিতে আর বাকি রহিল না যে, স্বামী ডাকেন নাই; অথচ সে এতদিন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, জীবন থাকিতে তাহার এই পরিবর্ত্তন কখনই স্বামীকে জানিতে দিবে না, কিন্তু আজ এক নিমিষে কি হইয়া গেল—প্রতিজ্ঞা বালির বাঁধের মত কোথায় ভাসিয়া গেল—শোভার কথায় প্রলুব্ধ হয়ে একি কাণ্ড করিয়া ফেলিল—একি দুর্ব্বলতা তাহার। যদি সে তাঁহার কাছে আসিয়াছিল. তবে জ্ঞান হারা হইল কেন—জ্ঞান হারাইল, স্বামী তাকে তুলে নিয়ে কেন তাঁর স্বীয় অঙ্কোপরি রক্ষা করিলেন,—স্বামী যদি তাকে উপেক্ষা করেন তবে তাকে উপেক্ষিতা রেখে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলন না কেন—কেন তাকে স্পর্শ

করিলেন—কেন তার শিরায় শিরায় নূতন স্পন্দন ছুটাইয়া দিলেন সেত এতদিন তাঁর সোহাগ চায় নাই, বরং সাধ্যমত দূরে থাকিবারই যথা সাধ্য চেষ্টা করিত। হায়! আজ অসাবধানে কি হইয়া গেল!

সরলতা ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার উপেক্ষিত হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইল, মনে মনে বলিল—পৃথিবী তুমি দু ফাঁক হও, আমি তোমার কোলে আশ্রয় নিই আমাকে এ লজ্জার হাত হইতে অব্যাহতি দাও। হায়! এ দুর্ব্বলতা জানাইবার পূর্ব্বে তার মৃত্যু হইল না কেন! স্বামী যখন দয়া পরবশ হইয়া কোলে মস্তক রাখিয়া ছিলেন, তখন জ্ঞান হারা না থেকে যদি চির দিনের মত এ প্রাণ বাহির হইত! হায়! স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া কোন রমণী নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারে!

সুরেশচন্দ্র, আজ একি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলে, একটি কথাও তোমার মুখ দিয়া বাহির হইল না, অভাগিনীর প্রাণের বেদনা তুমি আজ বুঝিয়াও বুঝিলে না, তাহার শত দোষ থাকিলেও তোমার স্ত্রীত বটে! যদি একটি কথাই না বলিবে, তবে তাকে তুমি ধরে তুললে কেন, তুললে যদি অন্যত্র তাকে না শোয়ায়ে নিজের কোলের উপর তার মাথা রাখিলে কেন? নিজ হাতে তার মাথার চুলগুলি সরাইয়া সরাইয়া আদর জানালে কেন? সে হতভাগিনী যে তোমার হস্ত স্পর্শে আপন হারা হইল!

সুরেশচন্দ্র তাহার মনের ব্যথা বুঝিয়াও প্রতিকার করিলেন না, শুধু বলিলেন—এখন যেয়ো না, আরও একটু শুয়ে থাক, উঠলে পড়ে যাবে। এই স্বামীর সম্ভাষণ! শোভা, আজ এ কি ছেলে মানুষি করলি!

সুরেশচন্দ্র সরলতাকে শুইয়া থাকিতে বলিলেন বটে, কিন্তু সরলতা আর কাল বিলম্ব না করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং খোলা দ্বার দিয়া আপন শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিল। বলা প্রয়োজন যে, সুরেশ ও সরলতায় যখন কথা হয়, সেই অবসরে শোভা দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল।

তের।

নিজের কক্ষে প্রবেশ করিয়া সরলতা দুই হস্তে বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া বলিল—

ভগবান, প্রাণে বল দাও, প্রভু! আর যে সহ্য হয় না, প্রাণ ফাটিয়া যায়, অভাগিনীকে এ যাতনা হতে রক্ষা কর। হায়! এতদিনে বুঝি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতে লাগিল। এ যে কঠিন শাস্তি কি করিয়া সহ্য করিব। না, আমার এর চাইতে বেশী শাস্তি হওয়ার দরকার, যে হতভাগিনী স্বামীর প্রাণে খেয়ালের বশবর্ত্তীনী হয়ে ব্যথা দিয়েছিল, তার এইরূপ শাস্তিই উপযুক্ত।

এ জগতে স্ত্রীলোকের স্বামীর ভালবাসার অপেক্ষা আর কিছুই নাই, আমি পাপিষ্ঠা সেই ভালবাসা হেলায় হারাইয়াছি। স্বামীর অবহেলার চাইতে মর্ম্মান্তিক যাতনা বুঝি আর নাই। হে দীনবন্ধু! দুঃখিনীর এই মর্ম্ম যাতনা দূর করে দাও, তোমার চরণে যেন এ তাপিত প্রাণ সমর্পণ করিয়া সকল জ্বালা জুড়াইতে পারি। স্বামীর উদ্দেশে বলিল—

স্বামি, প্রভু! এতদিন বুঝি নাই, এখন বুঝিতেছি তুমি এ হতভাগিনীর কি অমূল্য রত্ন! এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন দূরে থাকিয়া তোমাকে দেখিয়া এ অশান্ত প্রাণ শান্ত করিতে পারি, কোন দিন যেন দোষারোপ না করি, যেন তোমায় সুখী দেখিয়া এ জীবন শেষ করিতে পারি। শোভার উদ্দেশে বলিল—ভাগ্যবতি প্রার্থনা করি, পতির চির আদরিণী হয়ে থাক। আজ যে ছেলে মানুষি করেছিস্ সে জন্য তোর দোষ দিই না, আমার শাস্তি; না জানি, তিনি কত কি মনে করিলেন। হাঁ মনে হয়, তাঁর কোলে মাথা রাখিয়া—না আর মনে করিতে পারি না, ও চিত্র আর মনে স্থান দিব না, তা হ'লে পারব না, মনে করলে সব উলট পালট হ'য়ে আসে। কেন তিনি এ হতভাগিনীকে যত্ন করলেন, আমি সে যত্নের যোগ্যা নহি।

আহা! আজ সরলতা প্রাণের জ্বালায় কত কথাই আপন মনে বলিল। অহঙ্কার করে বা অন্য কোন কারণ হেতু যে সে

স্বামীর কথা মত চলে নাই তাহা ত নয়, কি যেন কি এক খেয়ালের বশে স্বামীকে তাচ্ছিল্য করাই তার সর্ব্ব প্রধান দোষ, নইলে তার ত আর কোন দোষ ছিল না। আজ সেই দোষ বুঝিল—বুঝিল স্বামী বই জগতে স্ত্রীলোকের এক কণিকা সুখ নাই।

সুরেশচন্দ্রের দ্বিতীয়বার বিবাহ হইবার পর হইতেই সরলতার প্রকৃতি পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হয়। দিনে দিনে সরলতার সাহস উৎসাহ হাসি ইত্যাদি অন্তর হইতে বিলীন হইতে থাকে—কিন্তু লোকচক্ষে তাহা সহজে ধরা পড়িত না। সাধারণ লোকে একটুও বুঝিতে পারিত না, সরলতার প্রাণ কি চায়, অন্তরের দাহ সরলতা মুখের হাসি দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিত, এবং সে জন্য সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া চলিত কাজ কর্ম্ম করিত এবং লোকের সহিত কথাবার্ত্তা বলিত। কিন্তু সময়ের গতি তাহার মনের গতিকে অন্য দিকে টানিতে লাগিল সরলতা যুদ্ধে পরাস্ত হইল। নইলে যখন শোভা তাহাকে ডাকিয়া আনিল সরলতা ব্যাপারটা যে একটুও বুঝিতে পারে নাই, এমন মনে হয় না; সুরেশচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে মৌখিক আপত্তি থাকিলেও ভিতর হইতে কে যেন প্রবল বেগে ধাক্কা দিতে লাগিল, সরলতার আপত্তি আর স্থায়ী হইতে পারিল না, সরলতা শোভার সহিত স্বামী সদনে গেল। কিন্তু না গেলে তাহাকে দ্বিগুণ করিয়া জ্বলিতে হইত না, যদি তাহার

মত না বদলাইয়া পূর্ব্বের মত থাকিত তবে বোধ হয় মনে মনে অনেক সান্ত্বনা পাইত!

কিন্তু সব উলট পালট হইয়া গেল।

সরলতা কক্ষ ত্যাগ করিবার পর শোভা উৎফুল্ল হৃদয়ে হাসিতে হাসিতে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। সুরেশচন্দ্র বিষণ্ণ মুখে বসিয়া আছেন, সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া কৌতুহলাবিষ্ট হইয়া দুই বাহু দ্বারা স্বামীর গলা ধরিয়া বলিল—

কি গো, এমন করে বসে কেন, কি হ'লো? সুরেশচন্দ্র কোন কথা না বলিয়া শোভাকে টানিয়া বক্ষে লইলেন। কিছুক্ষণ দুই জনেই নীরব। শোভা মুখ তুলিয়া কাতর স্বরে বলিল—

কেন অমন করে আছ; আমি কি অপরাধ করেছি! বলিতে বলিতে শোভার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

সুরেশচন্দ্র যত্নে শোভার মুখ খানি তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন— না শোভা, কিছু হয় নাই। আমার মনটা কিছু খারাপ বোধ হচ্ছে। তুমি আমার কাছ হ'তে যেয়ো না। আর, আমার একটি অনুরোধ—

আজিকার মতন এমন কাজ আর কোন দিন করো না। শোভা স্বামীর মন বুঝিল, বুঝিল ধারনার বিপরীত কিছু একটা হইয়াছে, তবুও বুদ্ধি খরচ করিয়া তখনকার মত ও সব সম্বন্ধে কোন কথা না তুলিয়া, নিজে স্বামীর আদরেযেন সকল ভুলিয়া গেল।

সেই দিন হইতে শোভা সরলতার নিকট যাইতে লজ্জা বোধ করিত, আর পূর্ব্বের মত হেসে খেলে কথা বলিতে যেন বাধ বাধ লাগিত। সরলতা কিন্তু এক বিন্দুও বিপরীত ভাব দেখাইত না, কোন প্রকার বিরক্তির ভাব দেখাইত না, ঠিক পূর্ব্বের মত ব্যবহার কথাবার্ত্তা এবং আদর সোহাগ বজায় রাখিয়া চলিত। কতক দিন অতীত হইবার পর শোভা জানিতে পারিল, সেদিন স্বামী দিদির সহিত কোন কথা বলেন নাই। শুনিয়া তাহার মনটা বড় ছোট হইয়া গেল। কি লজ্জায় কথা। দিদি হয়ত মনে করিবে, আমার জন্যই স্বামী তার সঙ্গে কথা বলেন নাই। কি করি, কোন কথা তাঁকে বলিতে গেলেও তাঁর মনে কষ্ট হয়। আবার সরলতা যদিও পূর্ব্বের মত মুখের হাসি বজায় রাখিয়াছে কিন্তু দিন দিন কৃশ মলিন হইয়া যাইতেছে। সরলতার অবস্থা দেখিয়া শোভার বড়ই কষ্ট হইত, মনে মনে বলিত—আমিই যত অনর্থের মূল। এতদিন দিদি বেশ ছিল, আমিই এই কাণ্ড ঘটাইলাম।

এবার সরযূ অনেক দিন পর শ্বশুর বাড়ী হইতে আসিল, সরলতা ও শোভা তাকে পাইয়া বড়ই প্রফুল্ল হইল কিন্তু। সরলতার চেহারা দেখিয়া সরযূর মুখ মলিন হইল। একদিন বিকালে সুবিধা পাইয়া সরযূ তাকে ডাকিয়া ছাদে লইয়া গেল। ছাদে যাইয়া দুই জনে পাশাপাশি বসিল। সরযূ বলিল—ভাই,

সবাই থাকে বলে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি না। এখন বল্ দেখি, দাদার সঙ্গে তোর আর দেখা সাক্ষাৎ হয়েছিল, কি না?

সরলতা কিছু না বলিয়া অন্যমনস্ক ভাবে বসিয়া রহিল।

সরযূ—তবে বোধ হচ্ছে, এর মধ্যে কিছু হ'য়ে গেছে, বল না ভাই, কি হয়েছে, চুপ করে রইলি কেন?

সরলতা ভাবিল গোপন করিয়া আর কি হইবে। সমস্ত কথা যথাযথ বলিয়া গেল। শুনিয়া সরযূ বলিল—শোভা ত স্বপত্নীর মত ব্যবহার করে নি, কিন্তু দাদার ও রকম ব্যবহার করা মোটেই ভাল হয় নাই; হাজার হউক বিবাহিতা পত্নীত বটে! তিনি কি এ হৃদয়টি একটু বুঝ্‌তে পারেন না, তাঁর কি উচিৎ নয় দুটো সান্ত্বনার কথা বলা।

সরলতা তাড়াতাড়ি বলিল—ঠাকুর ঝি, ভাই, তাঁর দোষ দিও না, তাঁর কোন দোষ নাই; আমি দুর্ভাগিনী তিনি কি করবেন, বল? মনত মানুষের একটা, আমি তাঁর মনের মতন হ'তে পারি নাই, নিজের দোষে হারিয়েছি এখন জোর করে তাঁর যত্ন পাইতে ইচ্ছা করা কত অন্যায়—কত ঘৃণ্য!

সরযূ—ধন্য তুই, স্বপত্নীর সুখের জন্য আত্ম বলিদান দিলি ভাল; বাঁচ্‌বি ক'দিন, শরীর যে যায়।

সরলতা—কি করব ভাই; পূর্ব্ব জন্মের পাপের ফল, কত রকমে মন স্থির করতে চেষ্টা করি কিন্তু কোথা থেকে একটা

অব্যক্ত যাতনায় প্রাণ পুড়িয়া যায়, তখন যেন কেমন মনে হয়। একবার ভাবি তোমাকে আসতে লিখি, আবার মনে হয়, আমার কর্ম্মের ফল আমিই ভোগ করি কেন অনর্থক অন্যকে বিরক্ত করি।

সরযূ—কেন বলে পাঠাও নাই! তোমার জন্য আমার কি কষ্ট হয়, কাকে জানাব।

এই প্রকার অনেক সুখ দুঃখের কথা হইল। সরযূর কাছে সমস্ত বলিয়া সরলতার মন অনেকটা সুস্থ বোধ করিল। এমন সময় সন্ধ্যার শাঁখ বাজিয়া উঠিল, কাহারও সে দিকে খেয়াল নাই, একজন নিজ দুঃখ মগ্না অপরা পরদুঃখে কাতরা হঠাৎ একটা পাখী বিকৃত স্বরে ডাকিয়া উঠিল, সরলতা চমকিয়া তাড়াতাড়ি বলিল—চল ভাই, আরনা না; রাত হয়ে এলো, মা হয়ত আমায় খুজ্‌চেন।

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সরযূ বলিল—চল যাই।

সেই রাত্রে সরলতার অত্যন্ত জ্বর হইল, এবং জ্বরের সঙ্গে সঙ্গেই অজ্ঞান হইয়া ভুল বকিতে লাগিল, সরযূ ভয় পাইয়া সকলকে তখনই সংবাদ দিল। গৃহিণী আসিয়া কত ডাকা ডাকি করিলেন, কোন সাড়া পাইলেন না। শোভা দেখিয়া বালিকা সুলভ কান্না কাঁদিতে লাগিল, সুরেশচন্দ্র দেখিয়া মনে করিলেন, হায়! কেন সে দিন সরলতার সহিত হেসে হ...

কথা বলি নাই! যাহা হো'ক, পর দিন ডাক্তার আসিলেন, পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, রোগ শক্ত। রীতিমত যত্ন ও শুশ্রূসা চলিতে লাগিল, সরযূর শ্বশুর বাড়ী যাওয়া বন্ধ হইল। গৃহিণী ঠাকুর ঘরে সরলতার আরোগ্য কামনা করিয়া ঠাকুরকে কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইলেন। শোভা সরযূর সঙ্গে রাত্রদিন সরলতার পাশে বসিয়া থাকিত। সুরেশচন্দ্র সময় অসময় সরলতার খোঁজ লইতে লাগিলেন।

চৌদ্দ।

অসুখ দিন দিন বেশী হইতে লাগিল, শেষে মাস দুই কঠোর রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া সরলতা আরোগ্যলাভ করিয়া কঙ্কালসার হইল। অভাগিনীর আশা পূর্ণ হইল না, ভগবান তাকে যন্ত্রণার হাত হইতে অব্যাহতি দিলেন না। সরলতা যখন শয্যা হইতে উঠিতে পারিত না, পাশ ফিরিয়া শুইতে পারিত না, মনে মনে বলিত, দয়াময়! এইবার সময় করিয়া দাও, সকলের কোলের উপর মাথা রাখিয়া শেষ নিঃশ্বাস ফেলিতে দাও; দুঃখের বোঝা বহিতে হইবে বলিয়া, ভগবান তার আকুল প্রার্থনা শ্রবণ করিলেন না।

শোভার সাধে গৃহিণীর ইচ্ছা থাকিলেও, সুরেশচন্দ্রের ইচ্ছা

ছিল না বিশেষ কোন ধূমধাম হয়, কারণ আজ কাল তাঁর সর্ব্বদাই মনে হইত, সরলতার সহিত এরূপ ব্যবহার করা কোন ক্রমেই সঙ্গত হয় নাই, আবার সেই সরলতার সাক্ষাতে শোভার সাধে আড়ম্বর করা কোন প্রকারে যুক্তি সঙ্গত নয়। সরলতার এই দুর্দ্দশার জন্য কে দায়ী এই কথা ভাবিতে যাইয়া, তিনি নিজেকে ব্যতীত আর কাহাকেও দোষী করিতে পারিতেন না, যত-ভাবে চিন্তা করিতেন, কত তর্ক যুক্তির অবতারণা করিতেন, কিন্তু কে, যেন ভিতর হইতে উত্তর দিত—দায়ী তুমি; কি হৃদয় বিদারক উত্তর! এই জন্য তিনি মাকে বলিয়াছিলেন, যদি পুত্র সন্তান হয়, অন্নপ্রাসনের সময় দেখা যাবে। মাও সেই মতেই মত দিয়াছিলেন। মাতা পুত্রের পরামর্শ একদিন সরলতার কাণে গেল। সরলতা মার কাছে যাইয়া বলিল—মা, আমি ত আপ-নাদের কাছে কোন দিন কিছু চাই নাই এবার আমার একটি প্রার্থনা আপনাকে শুনতেই হ'বে।

গৃহিণী সাদরে সরলতার মাথাটি বুকের মধ্যে লইয়া মুখে হাত বুলাইতে বুলাইতে সস্নেহে বলিলেন—মা আমার! বলত, তোমার কি চাই!

গৃহিণী মনে করিয়া ছিলেন, সরলতার অসুখের পর হইতে শরীর তত ভাল নাই, বোধ হয় কোথাও বেড়াইতে যাইতে চাহিবে! কিন্তু সরলতা যখন বলিল—

মা, আমি চাই, শোভার সাধে রীতিমত ধুমধাম করা হোক।

গৃহিণী উত্তর শুনিয়া সরলতার মুখের প্রতি চাহিয়া কি একটু চিন্তা করিলেন, শেষে বলিলেন—

তা হ'লে তুমি সুখী হও ?

সরলতা মস্তক দোলাইয়া বলিল—হাঁ।

গৃহিণী সরলতার জীবন কাহিনীর দৃশ্য একবার মানস চক্ষে দেখিয়া বলিলেন—

আচ্ছা, তাই হবে, তোমার কথা মত সব করব।

গৃহিণী তখনই দাসী দ্বারা সুরেশচন্দ্রকে ডাকাইয়া বলিলেন—বাবা, সুরেশ! শোভার সাধে বিশেষরূপ আয়োজন হইবে, সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে, সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক কর।

সুরেশচন্দ্র মার কথা শুনিয়া অবাক, তাঁর বাক রোধ হইল, কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। গৃহিণী বলিলেন—চুপ করে রইলে যে, কিছু বলবার নাই বোধ হয়।

সুরেশ—আমি বলি, ও সব—

মা—না, কোন আপত্তি আমি শুন্‌ব না। যদি সমস্ত বন্দোবস্ত একা করতে সাহসী না হও—

সুরেশ—না, আমি বল্‌তে চাই—

মা—সে সব আপত্তি আমি শুন্‌ব না। কেন বাবা, এই সাত আট বৎসরের মধ্যে ত তেমন কোন খরচ পত্র করা হয় নাই।

সুরেশ—মা, খরচ পত্রের জন্য নয়, তবে—

মা—বাবা, ইহার মধ্যে আর তবে নাই! যাও পরশু আমি যেন কাজের সমস্ত তালিকা পাই। আর একটা কথা, আচ্ছা, আজ থাক্।

সুরেশচন্দ্র চলিয়া গেলেন।

সরলতা আনন্দে মার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—মা, আমার কথা—

মা—হাঁ মা, তোমার কথা মত সব হ'বে। যা করতে তোমার ইচ্ছা হ'বে আমাকে জানাবে।

সরলতা—আচ্ছা মা, এই প্রায় চার বৎসর হলো পিসীমা—

গৃহিণী— সরলতার মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন—

তুই যা বল্‌বি মা, আমি বুঝেছি। সে সম্বন্ধে এবার একটা বন্দোবস্ত আমাকে আগেই করতে হবে।

সুরেশচন্দ্র আত্মীয়দের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সমস্ত আয়োজন ঠিক করিলেন। গৃহিণী কত রকম অনুরোধ করিয়া, একবার আসিবার জন্য মনুয়াকে পত্র লিখিয়াছেন। তিনি জানিতেন, মনুয়া রাগ করেছে, ছোট বেলা হ'তে তাকে ভাল রকমেই জানেন, সে বড় অভিমানিনী! যদি তার কথা মত কাজ না হয় তাহলে, তার রাগ সহজে যাবার নয়। তাই অনেক অনুরোধ করিয়া পত্র দিলেন। উত্তর আসিল, শরীর ভাল নয়, এখন যেতে পারব

না। গৃহিণী সমস্তই বুঝিলেন। শেষে অনেক চিন্তা করিয়া সুরেশকে আনিতে পাঠাইলেন, তিনিও যাইয়া অকৃতকার্য্য হইয়া পত্র লিখিলেন। শুনিয়া সরলতা বলিল—মা, তাঁকে সেখানে তিন দিন থাকতে লিখে দিন, দরকার আছে। গৃহিণী সরলতার কথার অর্থ বুঝিলেন না; কিন্তু চিঠি লিখিলেন। সরলতা নিজে এক পত্র দিল, অনেক দুঃখ জানিয়ে—অনেক কান্নাকাটি করে এবং সর্ব্বশেষে লিখিল—পিসীমা, এ আয়োজন যে আমি করেছি।

পিসীমা সরলতার পত্র পাইয়া মনে মনে বলিলেন—

আর না গেলে চলে না, এ যে আমার অভাগিনী সরলতার আয়োজন!

পরদিন সুরেশচন্দ্র পিসামহাশয় ও পিসীমার সহিত সেখান হইতে রওনা হইলেন।

যথা সময়ে বিভিন্ন স্থান হইতে কুটুম্ব ও আত্মীয়স্বজনে বাড়ী পরিপূর্ণ হইল এবং শুভদিনে খুব ঘটা করিয়া শোভার সাধ ভক্ষণ ক্রিয়া সমাপন হইল। সকলেরই প্রাণে এক আশা শোভার পুত্র সন্তান হইবে। কয়েক দিন পর সকলেই স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, কেবল সরযূ মার অনুরোধে রহিল, কারণ তিনি বৃদ্ধা এবং সরলতা একা ও সব বিষয়ে জ্ঞানহীনা।

নিয়মিত কাল পূর্ণ হইলে শোভা এক সুকুমার শিশু সন্তান

প্রসব করিল। গৃহিণী দুই হাতে দান করিলেন, দীন দুঃখী দিগকে উদর পুরিয়া খাওয়াইলেন। সকলে প্রাণ খুলিয়া নব কুমারের দীর্ঘ জীবন কামনা করিল।

শোভার পুত্রকে কোলে তুলিয়া লইয়া সরলতা মনে মনে বলিল ঈশ্বর আমার কামনা পূর্ণ করিয়াছেন, আমি আর কিছু চাই না। ভগবান্, খোকাকে দীর্ঘজিবী কর। কার্য্যে সরলতাই খোকার মা, হইল। অন্য কেহ সহসা বুঝিতে পারিত না যে, পুত্র সরলতার না শোভার। শোভাও পুত্রকে সরলতার হাতে তুলিয়া দিয়া এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইয়া কাল কাটাইতে লাগিল। এই সময় সুরেশচন্দ্রের মনে হইত না, সংসারে দুঃখ আছে। ক্রমে ক্রমে শোভার চারিটী সন্তান হইল, শোভা পেটেই ধরিল কিন্তু সন্তান মানুষ করা কাহাকে বলে কিছুই জানিল না। সরলতা শোভার সন্তান গুলিকে কোন দিন হতাদর করে নাই বরং আপনার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় জ্ঞান করিত, শোভা, সুরেশ এবং গৃহিণী ইহাই বিবেচনা করিতেন, প্রতিবাসীরাও তাহাই মনে করিত। ছেলে গুলিও কখন একবার নিজের জননীকে দেখিতে চাহিত না—শোভার কাছে কোন আবদার করিত না, কিন্তু সরলতাকে না দেখিলেই তারা অস্থির হইত, সরলতা খাবার সময় সামনে না বসিলে তাদের খাওয়া হইত না। এইরূপে ছয় বৎসর সুরেশচন্দ্রের বেশ মনের আনন্দে কাটিয়া গেল।

শেষ সন্তান হইবার পর হইতেই শোভার শরীর খারাপ হইতে আরম্ভ হয়, দিন দিন ক্রমেই খারাপ হইতে লাগিল নানা চেষ্টা করিয়াও বিশেষ কোন ফল হইল না। হঠাৎ এক দিন শোভার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল, সুরেশচন্দ্র ব্যাকুল হইয়া কলিকাতা হইতে অনেক ভাল ভাল নামজাদা ডাক্তার আনিয়া দেখাইলেন কিন্তু কি কাল ব্যাধি, কেহই কোন প্রকার প্রতীকার করিতে পারিলেন না। সুরেশচন্দ্র শোভাকে হারাইবার আশঙ্কায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন, গৃহিণী বধূর জন্য ঠাকুরঘরে আশ্রয় লইলেন, সরযূ ও সরলতা আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সেবা করিতে লাগিল। ছোট ছোট ছেলেগুলির যথাযথ তত্ত্বাবধান করিয়া সরলতা যে সময়টুকু পাইত, শোভার কাছে ছুটিয়া আসিত। সরযূ স্নেহময়ী মাতার মত সর্ব্বদা শিয়রে বসিয়া থাকিত।

একদিন রাত্রে শোভার জ্বর অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল, ডাক্তার বলিলেন, লক্ষণ খারাপ। সুরেশচন্দ্র উন্মাদের মত শোভার বক্ষে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথ অতি কষ্টে তাহাকে তুলিয়া লইয়া কত প্রকারে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। সুরেশচন্দ্র বলিলেন—তোমরা আমাকে শোভার কাছ থেকে দূরে নিও না, বলিয়া আবার শোভার পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন এবং শোভা শোভা, বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

শোভা, একটিবার কথা কও। কোথায় যাবে, কেন যাবে শোভা, ইত্যাদি ভাষায় শোভার চিরবিরহ-ব্যথায় কাতর হইয়া সুরেশচন্দ্র করুণ বিলাপ করিতে লাগিলেন। রাত্রিটা কোন প্রকারে কাটিয়া গেল, মাঝে মাঝে শোভার জ্ঞান হইতে লাগিল।

পনের।

সরযূর পত্র পাইয়া ভোরের সময় পিসীমা আসিলেন। বরাবর সুরেশের ঘরে যাইয়া দেখিলেন শোভা এক অচেনা দেশে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। কিছুক্ষণ তিনি কাহারও সঙ্গে কোন কথা বলিতে পারিলেন না কেবল একদৃষ্টে শোভার মুখখানি দেখিতে লাগিলেন। হঠাৎ সরযূ ডাকিল, পিসিমা! ঘরের মধ্যে যে যেখানে বসিয়াছিল সকলেই চাহিয়া দেখিল। তিনি মনে মনে বলিলেন, ভগবান, এই দেখ্‌তে আমাকে এতদূর নিয়ে এলে।

তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে শোভার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। মাথার নিকট সরলতা বসিয়া শোভার চুলে হাত বুলাইতেছিল এবং গৃহিণী ও সরযূ পাশে বসিয়া ছিলেন, পিসীমাকে দেখিয়া সকলেই কাঁদিতে লাগিলেন। এমন সময়

হঠাৎ শোভার জ্ঞান হইল, চারিদিকে চাহিতেই, পিসীমা মুখ নত করিয়া শোভার মুখের কাছে স্থাপিত করিলেন, শোভার মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল অতি ক্ষীণস্বরে শোভা বলিল, আপনার পায়ের ধূলা আমার মাথায় দিন। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—

স্বামী পুত্র নিয়ে সংসার কর মা, ভগবান তোমায় সুস্থ করুন। শোভার মুখখানিতে ঈষৎ হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল, ধীরে ধীরে বলিল,—

পিসিমা, চলিলাম। আপনাদের কাছে ভগবান আর আমাকে থাকতে দিলেন না। অত ভালবাসা আর ভোগ করতে পারলেম না, বলিতে বলিতে শোভার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, দুইচক্ষু বহিয়া জলধারা গড়াইতে লাগিল, সরলতা তাড়াতাড়ি মুছাইয়া দিয়া মুখে একটু জল দিল। শোভা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কাহাকে যেন খুজিতে লাগিল। সরযূ সুরেশচন্দ্রকে ডাকিয়া দিল, তিনি নিকটে গেলে শোভা অনেকক্ষণ স্বামীর মুখপানে চাহিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিল—

আমার জন্য কাঁদিও না, আমার সময় ফুরাইয়াছে। এস, আরও কাছে এস ; তোমার পায়ের ধূলা আমার মাথায় দাও।

উন্মত্ত সুরেশচন্দ্র বলিলেন—

শোভা, শোভা, আমার সর্ব্বস্ব, কোথায় যাও, আমায় ফেলে যাবে, আমি কি সুখে এ সংসারে থাকব।

শোভা পুনরায় বলিতে লাগিল, সরলতা মুখে একটু জল দিল—তুমি অত কাতর হ'য়ো না, তা হ'লে অনিল সলিল বড় কাঁদবে, তাদের জানতে দিও না'—আবার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসিল, সরলতা মুখে জল দিল—ওগো, তাদের জানতে দিও না, আমি মরে গেছি, আমার জায়গায় দিদি রইলেন,—বলিয়া সরলতার মুখের প্রতি চাহিল, সরলতা ধীরে ধীরে আঁচল দিয়া মুখ মুছাইয়া দিল, ডাকিল, শোভা, বলিয়াই তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল।

কিছুক্ষণ শোভা কোন কথা বলিতে কিংবা চাহিতে পারিল না, সকলেই আগ্রহ সহকারে উৎসুক হইয়া বসিয়া রহিল। হঠাৎ শোভার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল, সরযূ ডাকিল বৌ দি! শোভা ইঙ্গিতে জল চাহিল, সরলতা মুখে জল দিল। শোভা বলিল—

তুমি, হাঁ; ছেলেদের জন্য ভাবি না—দিদি আছে, কিন্তু— বলিয়া চক্ষু মুদিল। সুরেশচন্দ্র শোভাকে জড়াইয়া ধরিয়া মুখের উপর মুখ লইয়া বলিলেন—শোভা। স্বামীর সস্নেহ আহ্বানে শোভা চাহিল এবং দুই চক্ষু দিয়া জল ঝরিল। সুরেশচন্দ্র ধীরে ধীরে মুছাইয়া দিলেন। শোভা করুণ নয়নে স্বামীর বিষাদ মাখা মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল—

"তোমায় দেখিয়া আজ ও আমার আশা মিটে নাই' তোমায় ছেড়ে যেতে আমার কত কষ্ট; কাছে এস একটু ভাল করে

দেখি। আঃ, কি সুখ, কি সুন্দর তুমি, কি সুন্দর তোমার মুখ! আমি কি ভাগ্যবতী! আমার শেষ প্রার্থনা, দিদিকে আমার মত ভাল বেসো। তা হ'লে আমি সুখী হবো।" দিদি—দিদি!

সরলতা মাথার কাছে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছিল, কাছে আসিয়া বলিল—

ভাগ্যবতি, তোমার পায়ের ধুলা আমায় দিয়ে যাও। ভগবান, যাহাকে এখানে দরকার তাহাকে বুঝি সেখানেও দরকার, নইলে এমন সোণার সংসার শোভা কেন ত্যাগ করিতে চায়—আমি অভাগিনী—। সরযূ সরলতার মুখের দিকে চাহিয়া ইসারা করিল, সরলতা শোভার পার্শ্বে বসিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিল। সুরেশচন্দ্রের শোকাবেগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া আর্দ্র কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—

তুমি অত উতলা হ'লে চল্‌বে কেন, এ সময় উতলা হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নহে,—ধৈর্য্য ধর; তোমায় অত কাতর দেখে শোভার যাতনা শতগুণে বেশী হ'চ্ছে। তুমি কি ইচ্ছা কর, শোভা তোমার কষ্ট দেখে, ক্লেশ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সংসার হ'তে বিদায় হয়! নিয়তির আহ্বান কেহ অবহেলা করতে পারে না, তার আহ্বান এসেছে, তাকে যেতেই হ'বে, এখন সে যাতে শান্তিতে শেষ নিঃশ্বাস ফেল্‌তে পারে সেই কাজ কর; যে অত

প্রিয় ছিল, শেষ সময়েও তুমি তার শেষ শান্তির ব্যবস্থা কর। সুরেশচন্দ্র উদাস চক্ষে নরেন্দ্রনাথের মুখ প্রতি চাহিয়া সমস্ত কথাগুলি শুনিলেন, শেষে হৃদয়ের অস্থি ভেদ করিয়া একটা দীর্ঘঃশ্বাস সুরেশচন্দ্রের অজ্ঞাতে বাহির হইয়া গেল, তাহাতে যেন উন্মাদনা একটু প্রশমিত হইল। তিনি আকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—

শোভা—আমার শোভা—তার শেষ শান্তি—ঠিক বলেছ ভাই; বন্ধুর মত কথা বলেছ। এতক্ষণ ভুলে ছিলেম, এইবার থেকে—না আর কাঁদব না। শোভার শেষ শান্তি।

শোভা এতক্ষণ চক্ষু মুদিয়া ছিল, এইবার চাহিয়া বলিল,— দিদি, অনিল, সলিল—

সরলতা পিসীমার দিকে চাহিল, তিনি সম্মতি দিলেন। সরযূ ও সরলতা খোকাদের আনিয়া শোভার পার্শ্বে দাঁড়াইল।

ছোট ছেলেটী দাই, মা দাই বলিয়া সরযূর কোলে ছট্ ফট্ করিতে লাগিল। যে সরযূ হৃদয়কে এতক্ষণ পাষাণ চাপা দিয়া রাখিয়া ছিল, এইবার সে কঠিন আবরণ কোথায় সরিয়া গেল।

খোকাকে মা, মা, বলিতে শুনিয়া, না বাবা মার কাছে যেতে নেই, আরও কি বলিতে যাইয়া সরযূর কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল ও নয়নে দরবিগলিতধারায় অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

পিসীমা সরযূর অবস্থা বুঝিতে পারিয়া নিজে খোকাকে কোলে করিলেন এবং সরযূকে অন্তরালে যাইতে বলিলেন। শোভা অতি ধীরে ধীরে ছেলেদের মাথায় একে একে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া একবার করুণনেত্রে সরলতার দিকে চাহিল। সরলতা বলিল—

বল শোভা, কি বলবে।

শোভার গলার স্বর কাঁপিয়া উঠিল, পিসীমা তাড়াতাড়ি মুখে জল দিলেন। শোভা সরলতার হাত ধরিয়া অতি কষ্টে বলিতে লাগিল—

দিদি, তুমি দেবী। তোমার হাতে আজ আমার যথা সর্ব্বস্ব সঁপে দিয়ে যাই, জানি আমি, তাদের হৃদয়ের মধ্যে লুকাইয়া রাখিবে। শোভার চক্ষু হইতে জল গড়াইতে লাগিল, আবার বলিল—

দিদি, আ-মা-র অনি-ল।—

মুখ বিকৃত হইল। আবার মুখে জল দেওয়া হইল। শোভা জড়িত স্বরে বলিল—

তোমায় কষ্ট, দি-য়ে-ছি, ক্ষ-মা

কথা বলিতে কষ্ট বোধ হইতেছিল। একটু পরে কম্পিত হস্তে ছেলেদের হাত ধরিয়া সরলতার হাতের উপর দিল। একবার জন্মের মত চাহিয়া, চারিদিকে সকলকে দেখিল। সরযূ

ও পিসীমার ইঙ্গিতে নির্ব্বাক সুরেশচন্দ্র শোভার মস্তকের কাছে দাঁড়াইলেন।

শোভা টানিয়া টানিয়া বলিল—

তোমরা—আ-শীর্ব্বা-দ-কর-সবাই—

পিসীমা মুখে আবার একটু জল দিলেন, কতকটা অস্পষ্ট স্বরে শোভা বলিল—

দি-দি—কে—দে, ছে—লে—

তার পর সব শেষ।

সকলে এক সঙ্গে কাঁদিয়া উঠিলেন। সরলতা কাঁদিতে কাঁদিতে ছেলেদের লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। বাহিরে আসিয়া ছেলেরা সকলের কান্না দেখিয়া কাঁদিয়া বাড়ী ভাঙ্গিতে লাগিল; সরলতার সাধ্য কি যে তাহাদের শান্ত করে। কতকটা জ্ঞানহারা অবস্থায় সুরেশচন্দ্র বাহিরে আসিতেই অনিল দৌড়িয়া যাইয়া জড়াইয়া ধরিয়া ডাকিল—বাবা!

সুরেশচন্দ্র, অনিলের মুখের প্রতি চাহিয়া, হাত দিয়া সরলতাকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন—

ঐ যে তোদের মা, যা।

সরলতা হটাৎ বলিয়া ফেলিল—

ও কি কর, কোলে নাও।

হতজ্ঞান সুরেশচন্দ্র একবার সরলতার ও একবার অনিলের

মুখের প্রতি চাহিতে লাগিলেন। এমন সময় সরযূ বাহিরে আসিয়া বলিল,—

দাদা, অনিলকে কোলে কর।

অনিলকে কোলে করিয়া কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ সুরেশচন্দ্র দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ষোল।

আজ শোভা বিহনে এই আনন্দময় পুরী আবার নিরানন্দ হইল। সুরেশচন্দ্রের অন্তরে কি ভীষণ যন্ত্রণা, সে যন্ত্রণা বর্ণনার অতীত, তিনি যে কি করিতেছেন না করিতেছেন তাহা তিনিই বুঝিতে পারিতেছেন না, থাকিয়া থাকিয়া একটা মর্ম্মভেদী হাহাকার তাঁহার বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া যেন ফাটিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতেছে। যে দিকে চাহিতেছেন সেই দিক অন্ধকার, উন্মত্তবৎ সুরেশচন্দ্রের কাছে কেহই সাহস করিয়া যাইতে পারিতেছে না। পিসীমা নিঃশব্দে যাইয়া ধীরে ধীরে কাতর কণ্ঠে ডাকিলেন "সুরেশ"। পিসীমার কণ্ঠস্বর শুনিয়া হঠাৎ সুরেশচন্দ্রের চমক ভাঙ্গিল। তিনি মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন স্নেহময়ী পিসীমা তাহার দুঃখে অত্যন্ত কাতরা হইয়াছেন, সুরেশচন্দ্র স্থিরস্বরে উত্তর করিলেন,

পিসিমা! পিসীমা কোমল-স্বরে বলিলেন, "অত কাতর হ'স্নি বাবা, একটু স্থির হও।" সুরেশচন্দ্র ভগ্ন কণ্ঠে বলিলেন, "কই কিছু ত করিনি পিসিমা।" পিসীমা স্নেহার্দ্র স্বরে বলিলেন, "তুমিত নির্ব্বোধ নও বাবা, তোমায় আর কি বলবো, তোমার বৃদ্ধা মা তোমার মুখ চেয়েই বেঁচে আছেন, অদৃষ্টের ভোগ কেহই খণ্ডাইতে পারে না, না হলে এমন হবে কেন? কিছুই ত অভাব ছিল না, মাঝখান থেকে একি হলো, একেই বলে কর্ম্মফল আর কি। যেচে দুঃখকে বরণ করে আনা হয়েছে, এর হাত হতে এড়াবার জো কি। তাই বলি বাবা, শান্ত হও।" সুরেশচন্দ্র কাতর কণ্ঠে বলিলেন, "সব জানি পিসিমা. আমরা মানুষ বই দেবতা ত নই, হঠাৎ সাম্‌লান বড় কষ্ট পিসিমা।" পিসীমা ধীরে ধীরে বলিলেন, "তাকি জানি না রে, সব বুঝি, তবে কি জানিস্. তোর কষ্ট দেখলে, আমার বুক ফেটে যায়, আমার আর কে আছে বল্, তোরাই যে আমার সর্ব্বস্ব, তোদের সুখেই আমার সুখ, তোদের দুঃখেই আমার দুঃখ। যা বাবা যা তোর মার কাছে একবার যা, তাঁকে একটু সান্ত্বনা দিগে যা।"

পতি পুত্র রাখিয়া, ভাগ্যবতী শোভা অকালে চলিয়া গেল। তাহার শোকে সকলেই শোকাকুল, এমন কি দাস দাসী পর্য্যন্ত তাহার গুণ স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল।

গৃহিণী ও অন্য সকলের ত কথাই নেই। দিন দিন সুরেশচন্দ্রের অবস্থা অতি শোচনীয় হইতে শোচনীয়তর হইতে লাগিল। তাহাকে সান্ত্বনা দিবার কোন কথা কেহ খুঁজিয়া পাইত না, অথবা সে শোকে সান্ত্বনা দিবার সাধ্যও বোধ হয় কাহারও ছিল না।

যে শোভাকে পাইয়া তিনি, অশান্ত হৃদয় শান্ত করিয়াছিলেন, আজ কি না তাঁহার সেই সদানন্দময়ী শোভা আর এ পৃথিবীতে নাই। কি হৃদয় বিদারক যাতনা। গৃহিণী দেখিয়া শুনিয়া যেন কেমন এক রকম হইয়া গেলেন। কখনও বা তিনি খানিক চেঁচাইয়া কাঁদেন কখনও বা সুরেশচন্দ্রকে বুঝান, কখনও ছেলেকে বুকের কাছে টানিয়া তাঁহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দেন, আর বলেন 'বাবা আমার, তুই অমন করিস্‌নি।

তাঁহার যে সদা সর্ব্বদা মালা জপা অভ্যাস, আজ কাল তাহাও আর পারেন না। পিসীমা ঐ সব দেখিয়া বলেন, "বউদি করছ কি? তুমি এত কাতর হলে চলবে কেন, তুমি তোমার হরি নাম ভুলে যাচ্ছ যে? তার আয়ু নাই চলে গেল, আহা এমন স্বামী পুত্র ভোগ করতে পারলে না।"

এইরূপে কয়দিন পিসীমা বাড়ীর সকলকেই বুঝাইলেন। এই সময় পিসীমা না থাকিলে কি যে হতো কে জানে, প্রতিদিন

পিসীমা গৃহিণীকে নানারূপে বুঝাইতে লাগিলেন। একদি_ গৃহিণী কাঁদিতে কাঁদিতে ননদকে বলিলেন—মনু, এ কি হলো, আমি একি করলেম, এখন দেখছি, আমার জন্যই এই সব অশান্তি ঘটলো—বলিয়া তিনি আক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

সজল নয়নে পিসীমা বলিলেন "কি করবে বউদি, সকলি সেই তাঁরই খেলা, না হলে এমন ঘটনা ঘটবে কেন। যাহা হোক এখন সুরেশকে দেখ, তোমার বংশধরগুলি মানুষ করো, তোমার এখন বিস্তর কাজ বাকী। আর তোমার সময়ের বউ, তাকে দেখ, আহা সে নিজেকে এখন বড় অপরাধিনী মনে করে। কি আশ্চর্য্য মেয়ে সে! সতীনের জন্যে এমন কাতর কেউ হতে পারে, এত কখন শুনিনি। আর সুরেশ ও তোমাদের জন্যে সরযূর যে কি কষ্ট তা তুমি একবার দেখছ না, তুমি মা হয়ে তার মুখের দিকে দেখ না। যে গেছে সেত গেছেই, যারা আছে তাদের দেখ। তুমি এত ছেলে মানুষী করলে চলবে কেন?

গৃহিণী ম্লানমুখে উত্তর দিলেন—

"মনু, তখন তোদের কথা না শুনে আজ এই শাস্তি পেলেম কি করবো বোন, সে সময় সুরেশের মলিন মুখ দেখে, আমার প্রাণ ফেটে যেত তাই ভাবলেম, হলোই বা দুটো বউ; এমন হবে কে জানে বল"?

পিসীমা বলিলেন "মেয়েটা কি ভালই ছিল, মরি! মরি! একাধারে এত গুণ কি কাহার হয়। সরলতাকে সে নিজের বড় বোনের মত দেখতো, তাহার গুণে সকলেই মুগ্ধ হয়ে ছিল, পশুপক্ষীও তার জন্যে কাঁদছে। আহা! তার ভাগ্যে সুখভোগ নেই, তাই সোণার চাঁদগুলি দিয়ে সাধ্বী অকালে চলে গেল। তুমি যদি অত কাতর হও তাহলে সুরেশ ও তার ছেলেগুলির কি দশা হবে বল দেখি? তবে সরলতা যেরূপ ছেলেদের যত্ন করে তাতে তারা মায়ের অভাব বোধ করবে না, এখন দিদি দেখ যাতে সরলতার সঙ্গে সুরেশের মিলন হয় সেই চেষ্টা কর, তাহলে সকল দিক বজায় হবে।"

সরযূ সেই খানে বসিয়া কাঁদিতেছিল সে চক্ষু মুছিয়া বলিল— "পিসীমা দাদা বড় কাতর হয়েছে কি করে আবার যেমনি ছিল তেমনি হবে, দাদার কষ্ট আর দেখতে পারি না, কি হবে পিসীমা" ?

পিসীমা সস্নেহে সরযূকে বক্ষে টানিয়া বলিলেন—"তোরা সবাই যদি এমন করিস্ তবে কে সুরেশকে সান্ত্বনা দেবে বল দেখি" ?

সরযূ পিসীমার হাত ধরিয়া বলিল—"পিসিমা তোমার এখন যাওয়া হবে না। দেখছ ত আমাদের অবস্থা, তবু তোমার সঙ্গে দাদা দুটো কথা কয় তুমি তাকে বেশ বুঝাতে পার, আমরা

কিছু বল্লেই দাদার চোখে জল আসে, তাই দেখে কিছু বল্‌তে পারি না"।

পিসীমা স্নেহ মাখা কণ্ঠে বলিলেন "না মা, আমি দিন কতক থাক্‌ব বইকি, কিন্তু বেশি দিন থাকতে পারব না, সেখানকার ব্যাপার ত জানিস্? আবার আসব তখন, তোরা এত ব্যাকুল হোস নি, ঈশ্বরের কৃপায় আবার শান্তি হবে দেখিস্।"

গৃহিণী ম্লানমুখে বলিলেন—"তাই হোক দিদি তোর কথা যেন সত্যি হয়, সরযূ যা বলেছে—তুই চলে গেলে আমরা যে কি করবো জানি না"।

পিসীমা বলিলেন—"কেন দিদি তোমার কিসের অভাব, বেঁচে থাক্ সুরেশ, তোমার সকলি বজায় আছে, ঐ সরলতা হতেই তোমার সকল দিক রক্ষা হবে, ওর যে অতচুর ক্ষমতা আছে আগে তা আমি জানতেম না, এই সংসারটা মাথায় করে রেখেছে, তুমি ত কিছুই দেখনা, ওই ছেলেদের দেখা, সংসার দেখা, ও ত সব একলাই কচ্ছে, আর সুন্দর পাকা গৃহিণীর মত সুশৃঙ্খলে চালাচ্ছে"।

গৃহিণী ননদের দিকে শান্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"হ্যাঁরে সরলতা তোকে কিছু বলে"?

পিসীমা বলিলেন—"না দিদি তাহার নীরব অভিনয়—সে

কখন কোন কথাই মুখ ফুটে বলে না, তার কাজ দেখে মনে হয় অমন মেয়ে আর হয় না, পূর্ব্বজন্মের কি একটু কর্ম্ম দোষে, এই মর্ম্মান্তিক যাতনাটা পেলে বইত নয়, আমি সব বুঝি দিদি, শেষ ভগবান্ ওর ভাল নিশ্চয় করবেন, এমন স্বার্থশূন্য কর্ত্তব্য পরায়ণা মেয়ে আমি জীবনে দেখিনি"।

গৃহিণী বলিলেন—"তাই বল দিদি ও যেন সুরেশ ও খোকাদের নিয়ে চিরদিন এই সংসার বজায় রাখে"।

এই রকমে দিন কাটিতে লাগিল, যে কয়দিন পিসীমা রহিলেন, সুরেশ ও গৃহিণীর কাছে কাছেই থাকিতেন. সরযূ ছায়ার ন্যায় পিসীমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত, কখনও বা সরলতার কাছে থাকিত। সরলতার এখন এমন সময় নাই, যে বসিয়া দুই দণ্ড কথা কয়, সে ছেলেদের লইয়াই ব্যস্ত থাকিত। পিসীমা মাসখানেক পরে চলিয়া গেলেন, আবার শীঘ্র আসিবেন প্রতিশ্রুত হইয়া গেলেন। সকলের শোক কিয়ৎ পরিমাণে কমিয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু সুরেশচন্দ্রের মর্ম্মান্তিক দুঃখের কিছুমাত্র হ্রাস হইল না। নরেন্দ্র নাথ প্রতিদিন যথা সময় সুরেশ-চন্দ্রের কাছে আসিয়া বসিতেন, কত রকমে বুঝাইয়া সান্ত্বনা দিয়া যাইতেন। ভ্রাতৃগত প্রাণা সরযূর বড়ই লাগিয়াছিল, নরেন্দ্রনাথ আসিলে তাঁহার সহিত ভাল করিয়া কথা বলিতে পারিত না, নরেন্দ্রনাথ তাহাকে বলিতেন তুমি ওরূপ করে থাকলে আমার

যে কত কষ্ট হয় তা একবার ভাবনা? আমি ত আর তোমার মলিন মুখ দেখ্‌তে পারি না।

সরযূ নরেন্দ্রনাথের বক্ষে মুখ লুকাইয়া কেবল রোদন করিত কোন উত্তর দিতে পারিত না।

শোভার মৃত্যুর পর সরলতা কাজকর্ম্মে এমনি তৎপর ও সজাগ হইয়া উঠিল যে, অনেক সময়ে সুরেশচন্দ্র বুঝিতে পারিতেন না, সংসারে শোভা নাই। পুত্রদের লইয়া সরলতাকে সমস্ত দিন ব্যস্ত থাকিতে হইত, সময় সময় তাদের উপদ্রব ও আবদার এত বেশি হইয়া উঠিত যে সরলতা অস্থির হইয়া উঠিত। কিন্তু তার ধৈর্য্যের সীমা এত বেশি যে কোন দিন মুখ দিয়া এমন একটি কথাও বাহির করে নাই, যাহাতে সুরেশচন্দ্র বা, অন্য কেহ মনে করিতে পারেন, সতীন পুত্রদের সৎমা আর কত ভাল বাসিবে। সহ্য করিবার ক্ষমতা ভগবান্ যেন সরলতাকে মুক্ত হস্তে দান করিয়াছিলেন। সুরেশ চন্দ্র সরলতার ব্যবহার দেখিয়া, অবাক হইয়া যাইতেন; কখনও যদি অসহ্য মনে করিয়া ছেলেদের কিছু বলিতে যাইতেন, সরলতা কোথা হইতে বিহঙ্গিনীর মত ছুটিয়া আসিয়া ছেলেকে বুকে লইয়া চলিয়া যাইত; সুরেশচন্দ্র বাকশূন্য হইয়া চাহিয়া থাকিতেন।

সংসারে যার কোন বন্ধন ছিল না, সংসারের ভাল মন্দের সঙ্গে যার কোন সংস্রব ছিল না, সেই সরলতা আজ সংসারে সর্ব্ব বিষয়ে চিত্তাজড়িতা। তাহাকে বেষ্টন করিয়া যখন কচি কচি ছেলে-

গুলি মনের আনন্দে হাত তালি দিয়া নাচিয়া নাচিয়া ছুটিত, তখন একদিকে যেমন রুদ্ধ মাতৃ-স্নেহ বিগলিত হইয়া শতধারে বহিত অপর দিকে তেমনি মনে করিত, ভগবান্, একি মায়া দিয়ে দিন দিন আমাকে বেঁধে ফেলছ !

আমি শোভার পুত্র বুকে করে মানুষ করব বলে তোমার কাছে প্রার্থনা করেছিলেম, সেই প্রার্থনার ফল এই ! অথবা নারী জীবনে এই আমার সর্ব্বস্ব, আমার যে আর কিছুই নাই সেজন্য আর কাহাকে দোষ দিব। ভাগ্যবতী শোভা আর ইহ-সংসারে নাই, সে দেবী, স্বর্গে চলিয়া গিয়াছে, আমি অভাগিনী বাঁচিয়া রহিলাম, হায় আজ যদি আমি যেতাম তাহলে এ সোণার সংসার আর এমন করে ছারখার হতো না, ভগবান্ কেন এ উল্টা বিচার করলে। আহা চিরানন্দ ভরা শোভা তুই যে এ সংসারের কতখানি অধিকার করেছিলি, তা তুই বুঝ্‌তে পারিস নাই, আমি জানি, ভাগ্যবতি তোর অভাবে আজ যে সদানন্দময় স্বামীর কি কষ্ট, একবার দেখে যা। আমি যে তোকে সপত্নী বলে মনে করি নাই; তোকে যে আমি নিজের বোন মনে করতেম, গুণবতি তুমি, আজ তোমার অভাবে স্বামীর যে কি মর্ম্মান্তিক দুঃখ, একবার দেখে যাও। সমস্তই আমার কর্ম্মফলে ঘটিয়াছে, কাহার দোষ দিব, যখন তখন সরলতা এইরূপ ভাবিত, সতীন গেলে লোকের এতদুর কষ্ট হয় জানি না, সরলতা

এক অদ্ভুত প্রকৃতির মেয়ে। এমনি ভাবে দিন কাটিতে লাগিল। দিন কাহার হাত ধরা নয়, যেমন চলে তেমনি চলিল। সুরেশ চন্দ্রের সেই এক চিন্তা, শোভার সেই অতুলনীয় রূপ, অপরি সীম গুণ অপূর্ব্ব সরলতা আজ সেই শোভা আমায় ছাড়িয়া গিয়াছে আমি এখনও তাহাকে ছাড়িয়া রহিয়াছি, শোভা, আমার প্রাণের শোভা কেন আমায় এরূপে ত্যাগ করলে, ত্যাগ করবে যদি কেন তবে অমরাবতীর ভালবাসা আমায় দিয়েছিলে, কেন বা চলিয়া গেলে, অথবা আমি তোমার যোগ্য নই তাই আমায় ত্যাগ করলে।

সুরেশচন্দ্র দিবারাত্র শোভার ঘরে থাকিতেন, তাঁর কিছুই ভাল লাগিত না, যে দিকে চাহিতেন, সেই দিকেই শোভার স্মৃতি-জড়িত, মাঝে মাঝে ছেলেগুলিকে বুকে করিয়া কাতর হইয়া চোখের জল ফেলিতেন, অনিল তাঁহার চোখের জল দেখিয়া কাঁদিত তখন তাঁর চেতনা হইত, অনিলকে বুকে লইয়া সান্ত্বনা করিতেন। সরলতা দূর হইতে এই সব দেখিয়া নীরবে চক্ষু মুছিয়া যুক্ত করে ব্যাকুল হইয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিত, ভগবান আমার স্বামীর প্রাণে শান্তি দাও, এই রকম করে আর কত দিন বাঁচবেন, হায়, হায়, আমিই যত অনিষ্টের মূল, হে মধুসূদন এ অভাগিনীর দশা কি হবে, আমার পাপের যে সীমা নাই, স্বামী প্রভু তোমাকে কত কষ্ট দিয়াছি, তখন বুঝিনি যে তুমি কি

জিনিষ, যে দিন শোভার পাশে তোমায় দেখলেম, সেই দিন হতে বুঝলেম, যে স্বামী কাহাকেও দেওয়া যায় না, 'এ বড় শক্ত জিনিষ' জানি না. কেন যে আমার এমন কুমতি হয়েছিল. তুমি কি বস্তু তাহা তখন বুঝি নাই, তুমি যখন আদর করিয়া কোন কথা বলিতে, তখন, কেন জানি না, সে আদর আমার ভাল লাগত না। আমি হতভাগিনী তোমাকে বিস্তর দুঃখ দিয়েছি আজ তোমার চোখের জলের প্রতিশোধ আমার অন্তরের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত বিঁধিতেছে, উঃ কি সাঙ্ঘাতিক বেদনা, নিজের স্বামীকে পরে ভোগ করছে দেখলে, স্ত্রীলোকের যে দুঃসহ বেদনা, সে দুঃখের চাইতে বোধ হয় আর কোন দুঃখ বেশি নয়। স্ত্রীজাতি অকাতরে সব সইতে পারে, কিন্তু স্বামী কাহাকেও দিতে পারে না। তুমি আমায় বল্‌তে পাষাণী, ওগো আমি সত্যই পাষাণী নই, যে দিন সপত্নী পাশে তোমায় দেখলেম, সে দিন হতে তিলে তিলে আমি যে কি যাতনা ভোগ করছি, তাহা কাহাকেও বলবার নয়, ভুক্তভোগী ছাড়া সে দুঃখ কে আর বুঝিবে। প্রতি দিনই পূর্ব্ব কর্ম্মফলে সরলতা এইরূপে অনুতাপানলে দগ্ধ হইত।

সরযূ মাঝে মাঝে বলিত "বউদি দাদাকে একবার দেখ্‌ দাদার কাছে একবার যা, দাদার অমন কষ্ট যে আর দেখা যায় না, তুই যদি দাদাকে সান্ত্বনা না দিবি ত কে দেবে"? এই কথা শুনিয়া

সরলতা অশ্রুপূর্ণ নেত্রে সরযূর মুখের দিকে যখন চাহিয়া থাকিত, সরযূর কথা আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া যাইত। সরযূ তখন ভাবিত, আমি এক বলতে আর বল্লেম, না জানি বউদিকে কতখানি কষ্ট দিলেম, ভাবিতে ভাবিতে সরযূর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইত, দুইটী ননদ ভাজে খানিক কাঁদিয়া শান্ত হইত। সরযূ এই প্রকাণ্ড বাড়ীতে বড় শূন্য বোধ করিতে লাগিল। বিরাট হাহাকার যেন সমস্ত বাড়ীটা গ্রাস করিয়া রাখিয়াছিল, সরযূ আর সে আনন্দময়ী সরযূ নাই।

সরযূর মনে মাঝে মাঝে একটা অব্যক্ত আশা জাগিয়া উঠিত, যদি দাদা বউদির মিলন হয়, তাহা হইলে সে এই দুঃখের ভিতর একটা শান্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে। তাহার সে আশা মরুভূমে মরীচিকা মাত্র; সেরূপ লক্ষণ সে কিছুই দেখিল না, মনের ভাব মনেই রহিল, আশা ছাড়িল না। সরলতা এরূপ নিপুণতার সহিত সংসার চালাইতে লাগিল, যে স্থরেশ ও সরযূ দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ না করিয়া থাকিতে পারিল না। নিজের গর্ভজাত সন্তান হইলেও লোকে এরূপে মানুষ করিতে পারে কি না সন্দেহ, ছেলেগুলি সরলতার জীবনসর্ব্বস্ব; সরলতা নিজেকে ভুলিয়া সন্তান ও স্বামীর সেবায় মনোনিবেশ করিল; কেবল থাকিয়া থাকিয়া এই মনে হইত যে, সে এ সংসারে যা ক্ষতি করেছে, সে ক্ষতি সে কিরূপে পূরণ করিবে। কাজকর্ম্ম করিয়া বেড়াইত, আর মনে মনে এরূপ

নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে নিঃশব্দে চোখের জল মুছিত। এইরূপে দুই বৎসর কাটিয়া গেল।

একদিন বিকালে অনিল বেড়াইতে বেড়াইতে ছুটিয়া আসিয়া পিতার গলা ধরিয়া বলিল—বাবা তুমি মার সঙ্গে কথা কওনা কেন ? আজ হঠাৎ সুরেশচন্দ্র বালকের মুখে এরূপ কথা শুনিয়া চমকাইয়া উঠিলেন, অনিল বলে কি ! তিনি বলিলেন "কে বল্লে আমি কথা কইনা" ?

অনিল বলিল—"হ্যাঁ আমি বুঝি দেখিনি, মা কেবল লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে, কেন বাবা তুমি মার সঙ্গে কথা কওনা ?"

বালকের এ কথায় সুরেশচন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, কি উত্তর দিবেন, খুঁজিয়া পাইলেন না, বলিয়া ফেলিলেন "তুমি চুপ করাও না কেন ?

অনিল বলিল "মা ত আমার সাম্‌নে কাঁদে না, বাবা তুমি বল এইবার মার সঙ্গে কথা কইবে" ?

সুরেশচন্দ্র বলিলেন "আচ্ছা এইবার কথা কইব" অনিলের এ কথা ঠিক মনোমত না হওয়ায়, বালক ক্ষুণ্ণ স্বরে বলিল "যাও, তুমি আমার মতন মাকে ভালবাস না !"

সুরেশচন্দ্র এ কথা আর বেশীদূর অগ্রসর হইতে না দিয়া, অনিলকে ভুলাইয়া আদর করিয়া বলিলেন "চল অনিল, তোমাকে

গাড়ী করে বেড়িয়ে আনি, আর তোমার জন্যে ভাল বড় ফুটবল, ও যা পছন্দ, তাই কিনে আনি"।

সেই দিন বেড়াইয়া আসিয়া অনিলের খুব জ্বর হইল, ১০৪ ডিক্রী জ্বর, সকলের প্রাণ উড়িয়া গেল। সুরেশচন্দ্র বলিলেন, একি হঠাৎ এত জ্বর কেন হলো! তৎক্ষণাৎ ডাক্তার আনিয়া বালককে দেখাইলেন। ডাক্তার বলিলেন, হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বর হইয়াছে ভয় পাইবার কিছু নাই, তবে খুব সাবধানে রাখিবেন। অনিলের জ্বর ৪।৫ দিন সম ভাবেই রহিল। সরলতা প্রাণপণে সেবা করিতে লাগিল, এইরূপে বার দিন কাটিল, প্রতি দিন সুরেশচন্দ্র পুত্রকে দুই তিন বার আসিয়া দেখিয়া যাইতেন; ডাক্তার ত দুই বেলাই আসিত, ঔষধ খাওয়ানো, পথ্য দেওয়া রোগীর নিকট সদা সর্ব্বদা থাকা সরলতা একাই করিত আর কাহাকেও করিতে দিত না, তাহার আহার নিদ্রা একরকম ত্যাগ হইয়াছিল।

সমস্ত রাত্রি অনিলের নিকট বসিয়া কাটাইত, তাহার কাহারও কাছে তাকে দিয়ে বিশ্বাস হ'তো না।

এইরূপে কয়দিন অনিলের খুবই অসুখ যাইতেছে।

একদিন সরযু বিষণ্ণ বদনে বলিল, "বউদি সারারাত জাগ্‌লে কয়দিন দেহ টিক্‌বে আজ অনিল একটু ভাল আছে, আমি বসে থাকি তুই একটু শো দেখি"।

সরলতা মৃদুস্বরে বলিল,—আমার ত কোন কষ্ট হয়নি, কষ্ট হলেই শোব এখন"।

সরযূ সরলতার মুখপানে চাহিয়া স্নিগ্ধ স্বরে বলিল,—"তোর মতন মা, কিন্তু কোথাও দেখিনি ভাই"।

সজল নয়নে সরলতা বলিল—"ভাই ভুলে যাচ্ছ কেন? এ যে গচ্ছিত ধন, সে যে বিশ্বাস করে আমায় দিয়ে গেছে"।

সরযূ অবাক হইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"ধন্য মেয়ে তুই, তোর পায়ের ধুলো যেন সকল মেয়ে পায়।" পরদিন সরযূ যখন সুরেশচন্দ্রের কাছে এই সকল কথা বলিতেছিল, সুরেশচন্দ্র সব কথা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, তাই ত এমন নিঃস্বার্থ স্নেহ কোথাও দেখিনি, এমন আত্ম ত্যাগ বোধ হয় আর কোথাও নাই। সত্য সত্যই সরলতা আশ্চর্য্য রমণী, ও হৃদয়ে এত স্নেহ এত মমতা! সে দিন নরেন্দ্রনাথ আসিয়া বলিলেন, "কি করবে ভাই, জগতে কেহই চিরস্থায়ী নয়, চেয়ে দেখ দেখি একবার সরলতাকে, সে কি কোন অংশে শোভার চেয়ে কম। ভাই শোভার চিন্তা ত্যাগ কর, সরলতার পবিত্র নিঃস্বার্থ মূর্ত্তি ভাল করে চেয়ে দেখ," সুরেশচন্দ্র চুপ করিয়া নরেন্দ্রনাথের সকল কথা শুনিয়া গেলেন, কোন উত্তর দিলেন না। সে দিন নরেন্দ্রনাথ নানা প্রকারে বুঝাইয়া চলিয়া গেলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে আসিয়া এই রকমে বুঝাইয়া যাইতেন। কিন্তু শোভার

চিন্তা সুরেশচন্দ্রের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল, তাহা আর মুছিবার নয়। ইদানিং সরযূ ও সুরেশচন্দ্রের যখনি কথা হইত, সরযূ সরলতার কথা ও ছেলেদের কথাই বার বার দাদাকে বলিত, যাহাতে তাহার মন সরলতার প্রতি পুনরায় আকৃষ্ট হয়। সরযূর এ কার্য্যের ফলও যে না ফলিয়াছিল, তাহা নয়। আজ কাল, শোভার মুখ খানি যখনি তিনি চিন্তা করিতেন, সেই মুখের পাশে, আর এক খানি মলিন বিষাদক্লিষ্ট মুখ যেন ভাসিয়া উঠিত, দুই খানি মুখই এক সময় মনের মধ্যে পাশাপাশি দেখা দিত। কেন এমন হইত তিনি ত অনেক দিন সরলতার চিন্তা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তবে, এ আবার কি, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি যেন বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিতেন। তিনি এক দিনও সরলতাকে ডাকিয়া কোন কথা বলেন নাই, আজ কয়েক বৎসর সরলতা যে কি যাতনা ভোগ করিতেছে, তাহা তিনি যেন বুঝিয়াও বুঝেন নাই।

সরলতা দিবারাত্র অত্যন্ত সাবধানে, নিজেকে সংযত করিয়া রাখিয়াছিল। সে রাত্রে সুরেশচন্দ্র অনিলকে যখন দেখিতে আসিলেন, সরলতা অনিলের গায়ে তখন হাত বুলাইতেছিল, সুরেশচন্দ্র আসিয়া পুত্রের নিকট বসিয়া স্নেহ মাখা স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবা, অনিল কেমন আছ" ?

বালক উত্তর করিল—"বড় কষ্ট হচ্ছে, কবে আমি ভাল হব বাবা"।

সুরেশচন্দ্র বলিলেন—"ডাক্তার বাবু বলেছেন, তুমি এবার শীঘ্র ভাল হয়ে উঠ্‌বে"—এই বলিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

অনিল পিতাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"বাবা আমার আরও কাছে সরে এস"।

সুরেশচন্দ্র ব্যস্ত হইয়া সরিয়া গিয়া বালকের মুখের উপর মুখ রাখিলেন। পিতার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া অনিল বলিল—"কই বাবা তুমিত মার সঙ্গে কথা কইলে না" সুরেশচন্দ্র বালকের কথা শুনিয়া অন্তরে আঘাত পাইলেন, কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না। সরলতা বাতাস করিতে করিতে পিতাপুত্রের কথা নিঃশ্বাস রোধ করিয়া শুনিতেছিল, মনে মনে বলিল 'এ ছেলে বলে কি' সে ইহার কিছুই বুঝিতে পারিল না। আশ্চর্য্য হইয়া বাতাস করিতে লাগিল। সুরেশচন্দ্র সরলতাকে বলিলেন, "পাখাটা আমায় দাও, আমি বাতাস করি"। সরলতা উত্তর করিল—"না, আমিই কচ্ছি।" সুরেশচন্দ্র না শুনিয়া তাহার হাত হইতে পাখা লইয়া বাতাস করিতে করিতে সরলতাকে বলিলেন, "অনিল আজ কি খেয়েছে কতটুকু বেদনার রস খেয়েছে" সরলতা বলিল—"অনিল মোটে খেতে চায় না। জোর করে দুবার বেদনার রস খাইয়েছি, লেবুর রস খেতে চায় না। আর বার্লির জল একটু একটু করে সমস্ত দিন খেয়েছে।"

বোঝবার ভুল

বোধ হয় পিতামাতাকে কথা কইতে দেখিয়া বালকের মন কিছু প্রফুল্ল হইল; সে বলিল—"বাবা মা কেবল আমার খেতে বলে, আমি কি অত খেতে পারি?" সুরেশচন্দ্র বলিলেন—"না, খেলে চলবে কেন বাবা, ক্রমশঃ দুর্ব্বল হয়ে পড়বে, ভাল হতে দেরী হবে, যখনি উনি যা খেতে দেবেন, তখনি লক্ষ্মী ছেলের মত খেয়ে ফেলো, তাহা হ'লে শীঘ্রই সেরে উঠ্‌বে।" বালক স্বীকার করিল, এইবার মা যা খেতে দিবেন তাহাই খাবে। আজ পিতামাতাকে কাছে পাইয়া অনিলের বড়ই তৃপ্তি হইতেছিল, মাকে ডাকিয়া বলিল—"মা, আমার ঘুম পাচ্ছে।" এই কথা শুনিয়া সরলতা তাহার গায়ে মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিল। মার কোলের কাছে মুখ রাখিয়া গায়ে হাত দিয়া বালক অনিল শীঘ্রই নিদ্রামগ্ন হইল।

পুত্রকে নিদ্রামগ্ন দেখিয়া সুরেশচন্দ্র যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সরলতা আর নিজেকে ঠিক রাখিতে পারিল না। তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, নিঃশ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল, তাহার কাছে আজ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন ঘুরিতে লাগিল। সুরেশচন্দ্রের দৃষ্টি হঠাৎ সরলতার সেই বিবর্ণ মুখের উপর পড়াতে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি অমন কচ্ছ কেন? তোমার দেখ্‌ছি খুব কষ্ট হচ্ছে, কি হয়েছে?" সরলতা অস্বাভাবিক স্বরে বলিল—"না, ও কিছু নয়, অমন হয়" সুরেশচন্দ্র

সরলতার নিকটে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন, কোমলস্বরে বলিলেন, "কেন অমন কচ্ছো, কোন আঘাত লাগেনি ত?" স্বামীর এই প্রশ্নে সরলতা একবার মাত্র সেই দেবদুর্ল্লভ মুখের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তৎক্ষণাৎ চক্ষু নামাইয়া লইল। সে দৃষ্টিতে কি কোমলতা, কি কাতরতা, আর কি সরলতা! এক মুহূর্ত্তে যেন আজ সরলতার অন্তরের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত সমস্ত সুরেশচন্দ্র বুঝিতে পারিলেন। আরও বুঝিলেন এ রমণীরত্ন; তিনি মনে মনে বলিলেন, 'হায়! হায়! সরলতা কেন অমন করেছিলে? স্ব ইচ্ছায় কেন এ যাতনা ভোগ করলে, কেনই বা আমাকে অকারণ কষ্ট দিলে?

ব্যথিত হইয়া সরলতার একখানি হস্ত নিজ হস্তে তুলিয়া বলিলেন, "তুমি অত কাতর হচ্ছ কেন? এ সংসারে ঠিক চলতে না পারলে, বিপদ পদে পদে, সে বিষয় সন্দেহ মাত্র নাই।" সরলতা মনে মনে বলিল, "স্বামী, প্রভু, আমায় এত যত্ন দেখিও না আমি তার উপযুক্ত নই, তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর, যদি না কর তা হলে পরলোকেও আমার শান্তি হবে না। দেবতা আমার, তুমি আমায় অনেক দিয়েছ, এই তপ্ত হৃদয় জুড়াবার জন্য যে রত্ন আমায় দিয়েছ, তাহার জন্য জন্ম জন্মান্তরেও তোমার কাছে আমি ঋণী থাকব। চারিটী কচি মুখে যখন আমায় মা, মা, বলে ডাকে তখন আমার তাপিত প্রাণ শীতল হয়, কিন্তু আমি তোমায় কি দিয়াছি,—ভালবাসার পরিবর্ত্তে কেবল ব্যথা

আর কিছুই নয়, আমার মার্জ্জনা কর প্রভু। কাতরা সরলতা মনে মনে স্বামীকে শত সহস্র বার প্রণাম করিল।

সতর।

সরলতাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া সুরেশচন্দ্র পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার কি অসুখ কচ্ছে?"

সরলতা রুদ্ধ স্বরে বলিল "মাঝে মাঝে বুকের ভিতর কেমন বেদনা হয়।" ব্যথিত হইয়া সুরেশচন্দ্র বলিলেন "বুকে ব্যথা ভাল নয়, কিরূপ ব্যথা? কই, এত দিন কাউকে বল নাই ত"। হায় সুরেশচন্দ্র তুমি কি অন্ধ, দেখিতে পাও না সরলতার কোন খানে বেদনা, অথবা তুমি পুরুষ; নিঃস্বার্থ নারীর মন কি প্রকারে বুঝিবে; সেই বাল্যের খেয়ালে বালিকা বোঝবার ভুল করিয়াছিল, তুমি বুদ্ধিমান বিদ্বান হইয়া কেন ধৈর্য্য ধরিলে না? তা হলে ত আর এই শোচনীয় ঘটনা বৈচিত্র ঘটিত না। যাহাই হোক্ আজ বহুদিনের পরে স্বামী স্ত্রী বড় কাছাকাছি হইয়াছে। আজ বড কাছে সরলতার সেই পবিত্র বিষণ্ণ মুখখানি দেখিয়া সুরেশচন্দ্রের হৃদয়ের অসীম দৃঢ়তা যেন একটু শিথিল হইয়া পড়িল, সরলতার মনের সমস্ত

বেদনা সুরেশচন্দ্র অনুভব করিয়া অতি কোমল স্নেহার্দ্র স্বরে বলিলেন—দেখ তুমি নিজের প্রতি একটু যত্ন করো, আর কারোও জন্য না হক, তোমার খোকাদের জন্য; এই আমার অনুরোধ, দেখ দেখি তোমার শরীর কি হয়ে গিয়েছে, অবশ্য এ অনুরোধ করবার অধিকার আর আমার নেই। তবু সংসারের দিকে চেয়ে, ছেলেদের দিকে চেয়ে, আর, আর এই অভাগার······ এই বলিতে বলিতে থামিয়া গেলেন, আর কি বলিতে যাইতে ছিলেন বলিতে পারিলেন না, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া করুণ কণ্ঠে বলিলেন "আমি না বুঝিয়া আজ এই এত খানি অনিষ্টের সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছি, এখন সবই বুঝিতেছি, গোড়াতে আমারই **বোঝবার ভুলে** আজ এতগুলি লোককে ভুগ্‌তে হ'লো। আমি যদি তখন কাণ্ডজ্ঞান শূন্য না হতেম, তা হলে আর এ কষ্ট পেতেম না। সরলতা আজ হঠাৎ সুরেশচন্দ্রের মুখে, এক সঙ্গে এতগুলি কথা শুনিয়া, করুণ নেত্রে স্বামীর সেই দেব দুর্লভ মুখের প্রতি চাহিয়া কাতর স্বরে বলিল—অপরাধ আমার, আমার দেবতাকে আমি চিনিতে পারি নি, তাই আমার আজ এই,····· ··· বলিতে বলিতে থামিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিল "আমার জন্য তুমি এই কষ্ট পাচ্ছ, আমার এ পাপের কি সীমা আছে, আমার জন্য এসংসারে এত অশান্তি আমি এই সুখের সংসারে দারুণ দুঃখ আনিয়াছি"। আজ সে স্বামীকে চিনিয়াছে—

বুঝিয়াছে—স্বামীপ্রেম নারীর কি দুর্লভ বস্তু; তাই আজ মর্ম্মে মর্ম্মে নিজেকে অপরাধিনী মনে করিতেছিল।

সুরেশচন্দ্র বিষাদ মিশ্রিত স্বরে বলিলেন **বোঝবার ভুলে** যাহা ঘটিয়াছে, সে ভুলের চিহ্ন চির দিনের তরে এই বক্ষে রহিয়া গেল, সে ক্ষত ইহ জীবনে আর সারিবার নয় বলিতে বলিতে সুরেশচন্দ্রের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। ব্যথিত সুরেশচন্দ্র করুণ দৃষ্টিতে সরলতার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিলেন "যখন তোমাকে আমার সর্ব্বস্ব দিবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেম তখন ত নাও নি, স্বেচ্ছায় তাহা অপরকে তুলে দিয়েছিলে, সে যে আমার সব নিয়ে গেছে, আর যে কিছুই নেই, তোমার কি দেব?

স্বামীর এই কাতরোক্তি শুনিয়া সরলতার হৃদয়তন্ত্রী ছিন্ন হইয়া গেল, সে শরবিদ্ধ বিহঙ্গিণীর ন্যায় ভিতরে ভিতরে ছট্ ফট্ করিতে লাগিল তাহার সেই সময়ের যাতনা বর্ণনাতীত। সে বুঝিল **বোঝবার ভুলে** যাহা সে হারাইয়াছে, তাহা আর পাইবার নয়। ব্যথিত চিত্তে স্বামীর মুখের প্রতি পুর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। এই তাহার জীবনে প্রথম আবেগ পূর্ণ হৃদয়ে স্বামী দর্শন। স্বামীর মুখের প্রতি সে কখন এরূপ ভাবে চাহিতে পারে নাই। সে চাহনিতে কত ব্যথা, কত কাতরতা, কত অপরাধ স্বীকার, সমস্তই একত্রে ফুটিয়া উঠিল। স্বামীর

সেই বিষাদ মিশ্রিত স্বর শুনিয়া অন্তরে অন্তরে সরলতা স্বামীর স্নেহ অনুভব করিল, মনে মনে বলিল—দেবতা আমার! সেই সতীর মত তোমার চরণে মাথা রেখে যেন যেতে পারি। সেই মধ্য রাত্রে স্বামী স্ত্রী এত কাছাকাছি, দুই জনে দুই জনের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া, সরলতা মনে মনে বলিল, আমি আজ কার জিনিস নিতে চাইছি আমার ত এখানে একবিন্দু অধিকার নেই। অব্যক্ত বেদনায় তাহার বুক টন্ টন্ করিতে লাগিল। অস্ফুটস্বরে "ভগবান্! তবে কি অভাগীর এ জগতে আর স্থান নাই" বলিয়া দুই হাতে বক্ষ চাপিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ছিন্ন লতাটির ন্যায় স্বামীর চরণ প্রান্তে লুটাইয়া পড়িল।

(সমাপ্ত)